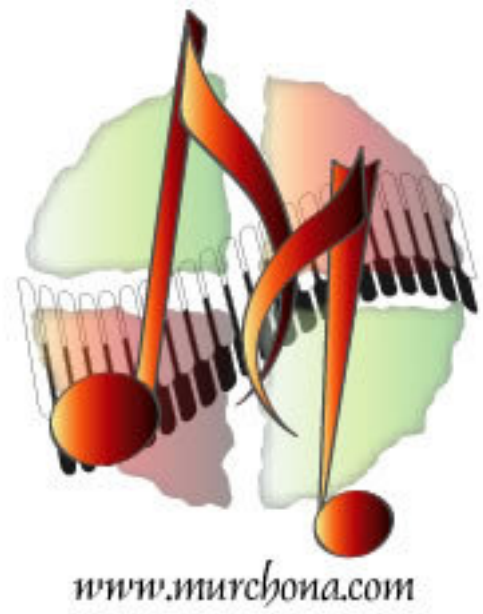

Kaalbela by Somoresh Majumder

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

কালবেলা

সমরেশ মজুমদার

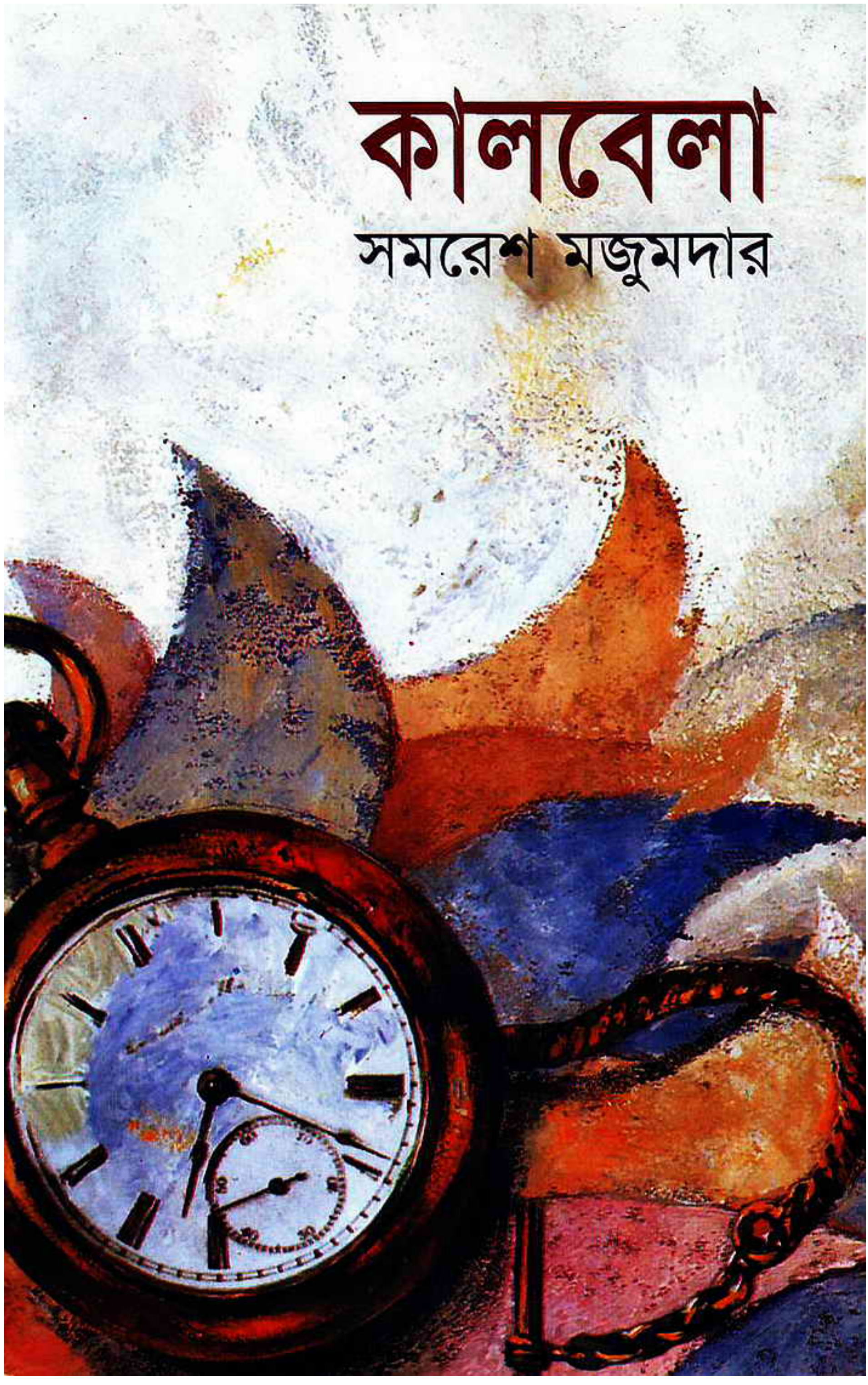

অনিমেষ যখন প্রথম কোলকাতায় পা রেখেছিল তখন রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে, গুলি চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই তরুণটি সেদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা মানুষের মত গা ভাসিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ তার জীবনের মোড় পাল্টালো। ছাত্র-রাজনীতি তাকে নিয়ে গেল জটিল আবর্তে। এই দেশে আর দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দুর্বার বাসনায় বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মনুষ্যত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ তাকে সরিয়ে নিয়ে এল উগ্র রাজনীতিতে। সত্তরের সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে দেখল, দাহ্যবস্তুর কোন সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে যখন বিকলাঙ্গ তখন বিপ্লবের শরিকরা হয় নিঃশেষ নয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের।

অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে। মাধবীলতা কোন রাজনীতি করেনি কখনো, শুধু তাকে ভালবেসে আলোকস্তম্ভের মত একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খরতপ্ত মধ্যাহ্নে যে এক গ্লাস শীতল জলের চেয়ে বেশি কিছু হতে চায় না। বাংলাদেশের এই মেয়ে যে কিনা শুধু ধূপের মত নিজেকে পোড়ায় আগামীকালকে সুন্দর করতে। দেশ গড়ার জন্যে বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এই দুটি চরিত্র লক্ষ পাঠকের ভালবাসা পেয়েছিল। সুস্থ উপন্যাসের সেইখানেই সার্থকতা।

ভরদুপুরে নিজের ছায়া দেখা যায় না। ছায়া যখন দীর্ঘতর হয় তখন তার আদল দেখে কায়াকে অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই সেদিন যেসব ঘটনা ঘটে গেল এ-দেশে তাই নিয়ে কিছু লিখতে বসার সময় হয়েছে কি না এ সংশয় থাকতেই পারে। সমসাময়িক কিছু নিয়ে লেখার মুশকিল হল আমাদের দেখাটা অন্ধের হস্তিদর্শন হয়ে যায়।

তবু 'উত্তরাধিকার'-এর পর 'কালবেলা' লিখতে বসে আমাকে এই সময়টাকেই বাছতে হয়েছে। আমি যেভাবে দেখতে চেয়েছি তার সঙ্গে অনেকেরই মতে মিলবে না, মিলতে পারে না। ওই সময়টাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম এই দাবি করি না কিন্তু আঁচ গায়ে না লাগুক মনে লেগেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সময় আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেউ কাউকে স্বীকার করতে চায় না। অতএব, আমার বিশ্বাসটাই আমার কাছে সত্য।

'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস ? আমি জানি না। কারণ এ ধরনের সাইনবোর্ডে আমি বিশ্বাসী নই। আমরা এক দারুণ অবিশ্বাসের কালে বেঁচে আছি। কেউ যদি বিশ্বাস করে ভুল করেন তবে তিনি কিন্তু আমাদের থেকে প্রাণবন্ত। অনিমেষরা যদি ভুলটা বুঝতে পেরে সঠিক পথটাকে খুঁজে পায় তা হলে কিন্তু ভুলটা মূল্যবান হয়ে যাবে।

কিন্তু 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ, মানুষ এবং নিজেকে। কারণ নিজেকে যে ভালবাসতে পারে না সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না।

উপন্যাসটি লেখার সময় আমি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'দেশ' পত্রিকার অজস্র পাঠক-পাঠিকা যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি ধন্য।

উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁকেই মানায়। আমার বন্ধু কল্যাণ সর্বাধিকারী প্রতিনিয়ত যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা স্মরণ থাকবে।

শেষ কথা, এই উপন্যাসে সময়টাকেই ধরতে চেয়েছি, কোনও মানুষ কিংবা ঘটনার সরাসরি ছবি তুলতে চাইনি।

সমরেশ মজুমদার

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর বললেন, 'আর চেষ্টা কোরো না। এবারে বরং ফেরা যাক।'

খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর। এখন ওঁর ক্লান্তি অত্যন্ত পরিষ্কার। কোনও রকে বসলে হয়। কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না অনিমেষ।

সরিৎশেখর বললেন, 'এই ন্যাড়া মাঠটাকে তুমি পার্ক বললে? ফুল নেই গাছ নেই এমনকী মাটিতে ঘাস নেই, বসার জায়গার কথা ছেড়েই দিলাম। কোন সংজ্ঞায় একে পার্ক বলা যায়? তবু তোমরা বলছ। বলছ অভ্যাসে। আসল জিনিসটা কখন হারিয়ে গিয়ে তার জায়গায় নকল জুড়ে বসল কিন্তু তোমরা টের পেলে না। আশ্চর্য।'

অনিমেষ জবাব দিল না। ওর মনে হচ্ছিল দাদুর কথার কোনও প্রতিবাদ আর এই মুহূর্তে সে করবে না। তর্ক করে এই বৃদ্ধকে আঘাত দিয়ে কী হবে। একটা অনুভূতি ক্রমশ ওকে অধিকার করছিল—দাদুকে আর দেখতে পাবে না সে। ভবিষ্যতের কথা সে জানে না। হয়তো ভবিষ্যৎ তাকে অনেক কিছু দেবে। যে সব কল্পনা তার বুকে মুখ খোঁড়ে সেগুলো হয়তো সত্যিকারের চেহারা নেবে। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে সে দু'হাত ভরে পেয়েছে সেই মানুষটি অতীত হয়ে যাবেন। এতদিন পরে যে সরিৎশেখরকে সে দেখেছে তাঁর সঙ্গে অতীতের সেই চেহারার কোনও মিল নেই। যে মানুষ নিজের শ্রাদ্ধ করে এসেছেন তিনি যে কোনও মুহূর্তেই চলে যেতে পারেন। অনিমেষের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ সরিৎশেখর কথা বললেন, 'অনিমেষ, তোমার কুষ্টিতে আছে রাজদ্রোহের জন্য জেলবাস অনিবার্য। তুমি রাজনীতি করবেই। কিন্তু যাই করো নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে কোরো। আমি জানি না সকাল থেকে রাত্তিরে একবারও তোমার নিজেকে ভারতবাসী বলে মনে হয় কি না। চারধারে যা দেখি তাতে কেউ সে চিন্তা করে বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। নেতারা রাজনীতিকে সম্বল করে ক্ষমতা দখল করছে। এই দেশে বাস করে কেউ দেশটার কথা চিন্তা করে না। একটা যুবক নিজেকে ভারতবাসী বলে ভাবে না বা তা নিয়ে গর্ব করে না। তা হলে কী জন্যে তুমি রাজনীতি করবে? কেন করবে? আমি ঠিক বুঝি না তোমাদের। কিন্তু মনে হয়, তোমরা নানান জিনিস দিয়ে প্রতিমা বানাও শুধু প্রতিমার জন্যে, ভক্তিটুকুই তোমাদের নেই।'

অনিমেষ নাড়া খেল। সেই সময় দূরে অন্ধকারের ফিকে আলোয় প্রথম ট্রাম চলার সাড়া পাওয়া গেল। একটা আলোর পিণ্ড থরথরিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। কান ফাটানো শব্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ড্রাইভার। চকিতে দাদুর হাত ধরে ফুটপাতে উঠে এল অনিমেষ। যেন বুকের মধ্যে সপাং সপাং চাবুক মেরে শব্দের ঝড় তুলে ট্রামটা মিলিয়ে গেল ও দিকে।

সরিৎশেখর বললেন, 'চলো। তোমার কলকাতা জাগল।'

অনিমেষ চুপচাপ নিজের অতীতকে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। না, দাদুর কথা শুনবে না সে। নিজে স্টেশনে গিয়ে ভাল জায়গা দেখে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আসবে দাদুকে। কর্তব্য বা ঋণস্বীকার নয়, এ আর এক ধরনের দীক্ষা—যা বোঝানো যায় না, যে বোঝে সে বুঝে নেয়।

উনিশ

সরিৎশেখরকে জানালার কাছে বসিয়ে দিল অনিমেষ। রিজারভেশন পাওয়ার কোনও উপায় নেই, কুলিকে একটা টাকা দিয়ে জায়গা কিনতে হল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সরিৎশেখরের দিকে তাকাতেই অনিমেষের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সেই বিকেলটার কথা মনে হচ্ছিল। তার প্রথম কলকাতায় আসার বিকেল। সেদিন সে ছিল কামরায় আর সরিৎশেখর প্ল্যাটফর্মে। এবার সরিৎশেখরকে দেখার পর থেকেই কে যেন বুকের মধ্যে বসে বারংবার জানিয়ে যাচ্ছে, এই শেষবার। এরপর আর বৃদ্ধের দেখা পাবে না অনিমেষ। একটা বিরাট গাছ একটু একটু করে শুকিয়ে একটা ছোট শেকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ার তেজ বাড়লেই ঢলে পড়বে যেন। কিছু করার নেই, শুধু চোখ চেয়ে দেখা। এই যে সে স্টেশনে এসেছে এটাও পছন্দ ছিল না সরিৎশেখরের। তাঁর জন্যে অনেক সময় নষ্ট করেছে অনিমেষ, আর নয়। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি। রাস্তায় কিছু খাবেন না জেনেও মিষ্টি দিয়েছে সঙ্গে। পিসিমাকে দাদুর প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে।

নির্বিকার মুখে বসেছিলেন সরিৎশেখর। হঠাৎ কাছে ডাকলেন ইশারায়। চারদিকে যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলির হাঁকাহাঁকি, ইঞ্জিনের আওয়াজ—অনিমেষ জানলার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। দাদুর মুখটাকে একদম অচেনা দেখাচ্ছে এখন। অনিমেষ বলল, 'কিছু বলবেন?'

ঘাড় নাড়লেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'তোমার মায়ের কোনও চিহ্ন তোমার কাছে আছে?'

www.MurchOna.com

চমকে উঠল অনিমেষ, 'মা ?'

'হুঁ। তোমার স্বর্গত মায়ের কথা বলছি।'

সেই ছবিটার কথা মনে পড়ল। ছবিটা কোথায় ? মায়ের সেই জ্বলজ্বলে চোখের ছবি যেটা বাবার ঘরে টাঙানো থাকত।

সরিৎশেখর অনিমেষের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'খুব ছেলেমানুষ ছিলে তুমি তিনি যখন চলে গেলেন। তবু তোমার কি তাঁকে মনে পড়ে ?'

চোখ বন্ধ করলেই টকটকে লাল জ্বলন্ত চিতা। আগুন তখনও গ্রাস করেনি শরীর। দুটো পা আর হাঁটু-ছোঁয়া চুল তখনও চিতার বাইরে। রক্তের দাগ শুকিয়ে যাওয়া কালো দুটো হাত সে চোখের সামনে ধরে আছে—পরিষ্কার দেখতে পেল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তের আগে মাকে তো তেমন করে মনে পড়েনি তার। এমনকী মাধবীলতাকে দেখার সময় মনে হয়েছিল মা এরকমই দেখতে ছিল। এই ছবিটা তো চোখের সামনে আসেনি। সে ছবিটাও তো এখন মনে পড়ছে। মৃত্যুর রাতে মা তাকে বলেছিল, আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।

দু' চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। অনিমেষ চেষ্টা করে নিজেকে ঠিক করল। কলকাতায় আসার পর ও সব কথা মনেই পড়ে না। মা ক্রমশ ধূসর হয়ে এক সময় হারিয়ে গেছে কখন। আজ দাদু এ ভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা না করলে হয়তো—সে মুখে বলল, 'হ্যাঁ পড়ে। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?'

'হঠাৎ তাকে মনে পড়ল, তোমার মুখ দেখে—। অনিমেষ, জীবন বড় জটিল। নিজেকে ঠিকঠাক রাখা খুব মুশকিল। তাই একটা অবলম্বন দরকার হয় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, তোমার মা তোমাকে ঘিরে কত স্বপ্ন দেখতেন। আজ তিনি নেই। তাঁর কথা ভেবে চোখের জল ফেলা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্তু দু'দিন তোমায় আমি দেখলাম। যাই করো, শুধু মনে রেখো কেউ একজন তোমায় লক্ষ করে যাচ্ছে। তাই কখনও অসৎ হয়ো না।'

অনিমেষ জানলায় হাত রেখেছিল। পলকেই সে টের পেল হাতের তলায় জানলা নড়ছে। তারপর একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল সেটা। একটার পর একটা কামরা অনিমেষকে অতিক্রম করে গেল। সরিৎশেখরের মুখটা অনেক মুখের আড়ালে হারিয়ে গেল। স্টেশন ছাড়ার সময় কেন যে সবাই সতৃষ্ণ চোখে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রেনটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে না যাওয়া অবধি অনিমেষ নড়ল না।

এখন অফিসের সময়। শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। পিলপিল করে মানুষজন ছুটে যাচ্ছে সার্কুলার রোডের দিকে। ঘন ঘন লোকাল ট্রেনগুলো শহরতলি থেকে মানুষ বয়ে এনে ছেড়ে দিচ্ছে কলকাতায়। প্রত্যেকে এত ব্যস্ত যে কারও পেছনে তাকানোর সময় নেই। অনিমেষ দেখল মানুষের চেহারা মোটামুটি একই। যেহেতু এদের প্রয়োজন অভিন্ন তাই ভঙ্গিতেও ফারাক নেই। হঠাৎ তাকালে সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে যায়। ঝড়ের আভাস পেয়ে যেভাবে নানান চারপেয়ে জন্তুরা পাগলের মতো ছুটে যায় আশ্রয়ের জন্য ধুলোর বন্যা বইয়ে, ঠিক তেমনি। তাড়াহুড়া এমন যে, কেউ কাউকে সামান্য সৌজন্য দেখাচ্ছে না। আবার এই মানুষই পৃথকভাবে, একা থাকলে অত্যন্ত ভদ্র শিষ্টাচারসম্পন্ন হবে। কী করে মানুষের এতগুলো মুখ হয়! এদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সরিৎশেখরের কথাটা মনে পড়ল। এই যে লোকগুলো ঘুম থেকে উঠেই ভাত খেয়ে ট্রেনে চাপে, শিয়ালদায় নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অফিস যায় বাদুড় ঝুলে, সারাদিন খবরের কাগজ পড়ে, পরচর্চা করে এবং কিছু কাজ করে কাটিয়ে দেয়, আবার বিকেলে শেয়ালদা থেকে বাজার নিয়ে ট্রেনবন্দি হয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফেরে—তারা কী ধরনের মানুষ ? বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি সংসারের আয়-যন্ত্র; রাত্রে সন্তান উৎপাদন এবং দিনে পরচর্চা এখন রক্তে মিশে গেছে। এরা কেউ নিজেকে কি ভারতবাসী বলে মনে করে ? এই দেশ আমার এরকম বোধ কখনও কি তাদের চিন্তিত করে ? একমাত্র সমালোচনা ছাড়া এরা রাজনীতির ধারেকাছে ঘেঁষে না। যারা তাদের পাইয়ে দেয় সেই রাজনৈতিক দলগুলোকে এরা সমর্থন করে। আদর্শের বালাই নেই। তা হলে, এই যে মানুষের ভারতবর্ষ সে কতটা উন্নতি করবে ? হাত-পা-মাথা বিহীন একটা জন্তুর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দেশটা। এবং তার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কমিউনিস্ট পার্টি এদের কথা কীভাবে চিন্তা করে অনিমেষ জানে না। পার্টির প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে তার

www.MurchOna.com

আলাপ নেই। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারার পার্টি। কিন্তু এই সব মানুষ কিছুই হারাতে রাজি নয়। ওর মনে হল এই রকম দরকচা মারা মানুষগুলোকে কখনই কমিউনিজমে বিশ্বাস করানো যাবে না। একটা বড় আঘাত—সে যুদ্ধই হোক কিংবা শাসনযন্ত্রের দুর্বার পীড়নই হোক—যা ব্যক্তিগত স্বেরাটোপগুলোকে ছত্রাকার করবে, তা না এলে মানুষে মানুষে জানাশোনা হবে না।

স্টেশনের বাইরে এসে অনিমেষের খেয়াল হল গতকাল খবরের কাগজ পড়েনি। সরিৎশেখরকে নিয়ে সে এমন ব্যস্ত ছিল যে কোনওদিকে তাকাবার সময় পায়নি। হ্যারিসন রোডের দেওয়ালে টাঙানো একটা বামপন্থী কাগজের সামনে সে দাঁড়াল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন নেতারা। ভিয়েতনামে আমেরিকা বিষাক্ত বোমা ব্যবহার করছে। রাশিয়ায় পৌঁছে ভারতীয় ডেলিগেটরা লেনিনের সমাধিতে মালা দিয়েছেন। কেমন যেন সব সাজানো সাজানো ব্যাপার, অনিমেষ তৃপ্তি পেল না। আজ অবধি কোনও কমিউনিস্ট নেতা বললেন না, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। এই দেশের জন্যেই এখানে কমিউনিজম প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষকে দেশকে ভালবেসে সংগ্রামী হতে হবে। সব সময় বিদেশের কথা বলে একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে বৈপ্লবিক আবহাওয়া তৈরি করা হয়। কী লাভ কে জানে। তা ছাড়া এতগুলো বছর নেতারা কাজ করছেন কিন্তু ক'পা এগিয়েছেন তা তাঁরাই জানেন। এখনও শহরের মানুষকে কমিউনিজম সম্পর্কে আগ্রহী করা সম্ভব হয়নি। গ্রামে তো আরও দূর অস্ত। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ তো কমিউনিজম বলতে বিদেশি কিছু বোঝে। তা হলে ? এদিকে কংগ্রেসিরা তিল তিল করে অবক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে কিন্তু সে সুযোগ নেবার কোনও বাসনা বাম নেতাদের নেই। কংগ্রেসিদের অবস্থা যদুবংশের মুষলপর্বের মতন। এটাই তো প্রকৃত সময়। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয় অনিমেষের। কিন্তু সেই যে দামি কথা, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেই তোমাকে কাজ করতে হবে; মন চায় না তবু মেনে নিতে হয়।

অনিমেষ ভেবেছিল হোস্টেলে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে কলেজে যাবে। কিন্তু মির্জাপুরের কাছাকাছি এসে ভাবল একবার ইউনিভার্সিটিটা ঘুরেই যাই। এখন সাড়ে দশটা বাজে। বারোটার আগে ক্লাশ আরম্ভ হবে না। স্বচ্ছন্দে হোস্টেল থেকে তৈরি হয়ে আসা যেত। কিন্তু এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হল। রাখালদার ক্যান্টিনে এখনও আট পয়সার চা পাওয়া যায়। লনে ঢুকতেই দেখল চারধারে পোস্টার। ছাত্র ধর্মঘট। পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। যদিও সে গতকাল খবরের কাগজ পড়েনি তবু কেউ তো এ কথা বলেনি! তমালদের মুখেও তো শোনা যেত তা হলে।

এখনও ছেলেমেয়েরা কেউ আসেনি। অনিমেষ ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল কয়েকজন ভাত খাচ্ছে, কোনার দিকে ছোট্ট একটা জটলা। ওরা যে ছাত্র পরিষদের ছেলে বুঝতে অসুবিধে হল না। অনিমেষকে দেখতে পেয়েই ওদের গলার আওয়াজ নীচে নেমে এল। একজনকে চিনতে পারল সে। শচীন। নীলার বন্ধু। একদিন কফি-হাউসে এই ছেলেটির সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছিল। বেশ ভদ্র ছেলে। অনিমেষ রাখালদাকে একটা চায়ের কথা বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর এই চিনতে পারার ভঙ্গিটায় শচীন অবাক হল। অনিমেষ গলা তুলে বলল, 'ভাল আছেন ?'

গায়ে পড়ে কথা বলা ওর অভ্যেস নয় কিন্তু মনে হচ্ছিল ছেলেটি কোনও কারণে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ব্যাপারটা জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল। শচীন এবার উঠে এল। সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছেন ?'

অনিমেষ দেখল শচীনের বলার ভঙ্গিতে একটা শীতলতা আছে। তবু সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'অনেকদিন দেখিনি, খবর কী সব ?'

'কী খবর চান ?'

'অনেকদিন নীলাকে দেখিনি। কেমন আছে ও ?' অনিমেষের মনে হল নীলার কথা বললে শচীন সহজ হবে।

শচীনের কপালে ভাঁজ পড়ল। অনিমেষকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'আপনি কিছু জানেন না ?'

'কী ব্যাপার, কী হয়েছে ?' অনিমেষ অবাক হল।

'ওদের বাড়িতে যাননি এর মধ্যে ?'

'না, বেশ কিছুদিন আমার যোগাযোগ হয়নি।'

'তা হলে নিজে গিয়েই জেনে আসুন। আজ তো আপনারা ধর্মঘট ডেকেছেন, চলে যান আজকেই। কাছেই তো।' শচীন এমন ভঙ্গি করল যেন তার কথা শেষ হয়ে গেছে, এবার ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কি সব কথা খুলে বলতে অসুবিধে আছে?'

এই সময় ছেলেটা চা দিয়ে যেতে সে ইশারায় শচীনকে এক কাপ দিতে বলল।

শচীন আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আপনি গতকাল বিকেলে জানতেন যে আজ ধর্মঘট করা হবে! আপনিও তো একজন ছাত্র-প্রতিনিধি!'

অনিমেষ এ রকম প্রশ্ন আশা করেনি। ও বুঝতে পারল শচীন এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই তার সম্পর্কে এক বিরূপ ধারণা নিয়ে কথা বলছে। অনিমেষ উত্তর দিল, 'আমি

গতকাল অনুপস্থিত ছিলাম। থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সর্বসম্মত।'

'মিথ্যে কথা। আমাদের খবর, কালকেও আপনাদের পরিকল্পনা ছিল না ধর্মঘট করার। পুলিশ যাদের অ্যারেস্ট করেছে তারা কেউ ছাত্র নয়। কিন্তু গত রাত্রে পার্টির নির্দেশে বিমান নিজে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।'

কথাটা শুনে চমকে গেল না অনিমেষ। এটা হতেই পারে। সাধারণ সম্পাদককে যদি পার্টি নির্দেশ দেয় তবে নিশ্চয়ই সে মান্য করবে। এতে অন্যায়টা কীসের। সে বলল, 'এটা তো আমাদের ভেতরের ব্যাপার, আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'মাথা ঘামাচ্ছি কারণ আপনারা নিজের ইচ্ছে মতন সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারেন না। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টার আপনারাই করেছিলেন। ওদের খুঁচিয়ে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে এসে লুকিয়েছেন যাতে আমরাও জড়িয়ে পড়ি। বাইরের গুণ্ডা দিয়ে ট্রাম পুড়িয়েছেন নিজের বীরত্ব প্রমাণ করতে। কী ইস্যু নিয়ে এত কাণ্ড হল? সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে কী সম্পর্ক? গতকাল কেরলে তিনজন কমিউনিষ্ট পুলিশের গুলিতে মারা গেছে অতএব আজ এখানে ধর্মঘট করো। অথচ সে কথা আপনারা বলছেন না ধর্মঘটের কারণ দেখাতে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বহুদূর থেকে কষ্টের পয়সা খরচ করে এখানে এসে দেখবে ক্লাশ হচ্ছে না—এই হয়রানি এবং অপচয় কেন করালেন? আর সবশেষে একটা কথা, নিজের নাক কেটে কি অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা যায়? একদিনের ধর্মঘট করা মানে একটা দিনের পড়াশুনো নষ্ট করা। এতে আপনাদের কী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

'আমি এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই। আপনার যদি আপত্তি থাকে তা হলে আপনি ধর্মঘটে যোগ দেবেন না। ব্যস।' অনিমেষ চায়ের দাম দিল।

'সে তো একশো বার। আপনারা যা ইচ্ছে করবেন আর আমরা তা মুখ বুজে সহ্য করব এটা ভাববেন না। আমরা ধর্মঘটের প্রতিবাদ করব। আমরা ছাত্রদের বলব ক্লাশ করতে।'

শচীন কথা শেষ করা মাত্রই অনিমেষ ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এল। কী পরিস্থিতিতে বিমানদা আজকের ধর্মঘট ডেকেছে সে জানে না কিন্তু সেদিন যে পুলিশ বাড়াবাড়ি করেছিল সেটা তো সত্যি।

ইউনিয়ন রুম জমজমাট। কার্যনির্বাহক কমিটির সবাই এসে গেছে। অনিমেষকে দরজায় দেখে সুদীপ চুরুট নামাল, 'এই যে অনিমেষবাবু, আসুন।'

কথাটায় ব্যঙ্গ মেশানো, অনিমেষ অবাক হল। এ ভাবে কথা বলার কী কারণ আছে তা বুঝতে পারল না সে।

একটা চেয়ার টেনে বসতেই বিমান বলল, 'কাল কী হয়েছিল তোমার?'

অনিমেষ বলল, 'একটা পারিবারিক কাজে জড়িয়ে গিয়েছিলাম।'

বিমান বলল, 'যাই হোক না কেন, একবার তোমার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল। পার্টির কাজ করতে গেলে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া চলবে না অনিমেষ। তা ছাড়া তোমার কাছ থেকে আমরা তেমন কোনও কাজও পাই না।'

সুদীপ বেঁকানো গলায় বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে স্নান-খাওয়া করোনি। তা এখন এখানে আসতে পরামর্শ দিল কে?'

এবার বিরক্তি চাপতে পারল না অনিমেষ, 'আমি কি এসে অন্যায় করেছি?'

বিমান বলল, 'তুমি হোস্টেলে ছিলে না সকালে, খবর পেলে কী করে?'

অনেমেষ বলল, 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে পাওয়া যায়নি।'

'আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে কোনও কিছু না ভেবেই এখানে এসেছি।'

'আর এসেই সোজা ছাত্র পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় বসে গেলে!' সুদীপ বলল।

এবার অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন!'

www.MurchOna.com

বিমান একটা হাত উপরে তুলে বলল, 'উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি। বসো।' তারপর অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমরেডস, আমাদের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন যে, এ সময়ে কোনও রকম আচরণ করবেন না যাতে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এক সক্রিয় ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। আমরা যেন কেউ সেই ফাঁদে পা না দিই। আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলো পার্টির এক একটা হাতের মতো। অতএব এই সংগঠনের গুরুত্ব অনেক। পুলিশ, কংগ্রেস সরকারের পুলিশ প্রকাশ্যে জঘন্য অত্যাচার করে ছাত্র সমাজকে কলুষিত করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি। এই প্রতিবাদের প্রকাশ আজকের ছাত্র ধর্মঘট। আমরা জানি সাধারণ ছাত্ররা আমাদের পাশে আছেন। যদি কেউ বিরোধিতা করতে চান সেই দালালদের আমরা বাধা দেব। গতকাল কেরলে পুলিশ তিন জন কমরেডকে হত্যা করেছে। এই সুযোগে আমরা তার প্রতিবাদ করব। আপনাদের কারও কিছু বলার আছে?' বিমানের দৃষ্টি সবার মুখের ওপর বুলিয়ে এসে অনিমেষের ওপর স্থির হল। উত্তেজিত হলে মানুষের নার্ভ বিক্ষত হয়।

বিমানের বক্তৃতা অনিমেষের কানে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। তার সম্পর্কে অবিশ্বাস এদের মধ্যে এসেছে, এই বোধ তাকে নিঃসঙ্গ করছিল। বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'অনিমেষ কিছু বলবে?'

সচেতন হল অনিমেষ। ঘাড় নেড়ে না বলে বসে পড়ল। বিমান বলল, 'কোনও কোনও ব্যাপারে সবাই একমত নাও হতে পারে কিন্তু প্রতি ব্যাপার নিয়ে যদি আমরা সমালোচনা করি তা হলে কোনও কাজই শেষ হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্তব্য হল হুকুম পালন করা। তাতে যদি মৃত্যুও হয় তবু তাই সই। কারণ আজকের মৃত্যু আগামিকালের পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবেই। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমাদের আন্দোলন সফল করতে প্রত্যেকে সক্রিয় ভূমিকা নিন।'

বিমান বসে পড়তেই সুদীপ উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সবাইকে দেখল। তারপর অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'কমরেডস, আমি খবর পেয়েছি আজকের ধর্মঘট বানচাল করতে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা বদ্ধপরিকর। তাদের লালিত ছাত্রসংস্থা এর মদত দেবে। দুঃখের কথা, কিছু প্রতিবিপ্লবী বিপথগামী বন্ধু এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরা এর মোকাবিলা করব; আপনারা অন্যান্য কমরেডদের নিয়ে ইউনিভার্সিটির প্রতিটি গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করুন; কেউ যদি জোর করে ঢুকতে যায় তা হলে আমরাও চুপ করে বসে থাকব না।'

কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সবাই এক একটা গেটে চলে গেল। ইউনিভার্সিটির অফিস খোলা, অধ্যাপকদের আসতে বাধা দেওয়া হবে না।

অনিমেষকে ডাকল বিমান, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো।'

একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী হয়েছে?'

'কিছুই হয়নি।'

'তুমি কি পার্টির প্রতি ভরসা হারাচ্ছ?'

'এ কথা কে বলল?'

'আমাদের কানে এসেছে তুমি এরকম কথাবার্তা বলো।'

'না, আমি কখনও বলিনি।' অনিমেষ ভাবতেই পারছিল না তার মনের কথা এরা টের পাচ্ছে কী করে। সে তো কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি।

'কাল রাত্রে তুমি কী করছিলে?'

'মানে?'

'অনিমেষ বি ইজি। কাল রাত্রে তুমি হাতিবাগানে কী করছিলে?'

এবার অনিমেষ শক্ত হল। ওরা কি সুবাসদার সঙ্গে তার দেখা হওয়া নিয়ে এ সব বলছে? কিন্তু সুবাসদা তার পরিচিত, দেখা তো হতেই পারে।

সে বলল, 'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে সুবাসদার সঙ্গে দেখা, আমরা চা খেলাম, গল্প করলাম।'

'কী গল্প?'

'এটা একদম ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়?'

'গুড। তুমি সহজ হতে পারছ না অনিমেষ। মনের মধ্যে ময়লা থাকলেই মানুষ গুটিয়ে যায়। তবু জিজ্ঞাসা করছি, কী কথা হয়েছিল?'

www.MurchOna.com

'অনেক দিনের আলাপ। দেখা হল দীর্ঘ ব্যবধানে। এ রকম ক্ষেত্রে যে রকম কথা হতে পারে আর কি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি সুবাসদার?'

না। সে দেখা করবে না। সুবাসকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এ খবরটা তো তুমি শুনেছ ওরই কাছ থেকে। কেউ শাস্তি পেলে তার ব্রেন অনেক কিছু বানিয়ে নেয়। সুবাস তোমাকে প্রকাশ্যে রেস্টুরেন্টে যে সব কথা বলেছে তা অনেকেই শুনেছে। এ সব কথা ওকে বলতে দিয়ে তুমি ভাল করোনি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টার জন্যে দল ওকে তাড়িয়েছে। এ রকম মানুষের সঙ্গে কোনও রকম সংশ্রব না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

বিমানের শেষ কথাগুলো যে সতর্কীকরণ তা বুঝতে অসুবিধে হল না অনিমেষের। এ নিয়ে অনেক তর্ক করা যেতে পারে কিন্তু অনিমেষ নিস্পৃহ থাকল। সুবাসকে ওর ভাল লাগে। সুবাস যে কথাগুলো বলেছে তা অযৌক্তিক বলে মোটেই মনে হয়নি। ও বুঝতে পারছিল এ ব্যাপারে যা কিছু সিদ্ধান্ত তা নিজেই নিতে হবে। এবং সেটা যতক্ষণ না নিতে পারছে ততক্ষণ বেফাঁস কথা বলা বোকামি হবে।

মেইন গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। গতকাল ওই রেস্টুরেন্টে এমন কোনও পরিচিত মুখ ছিল না যে সুবাসের সঙ্গে তার আলোচনা এদের জানাতে পারে। তা হলে জানল কী করে? সুবাস যদি দল থেকে বিতাড়িত হয় তা হলে নিশ্চয়ই এদের বলবে না। ব্যাপারটা রহস্যময় অথচ কোনও সূত্র খুঁজে পেল না সে। অনিমেষ বুঝল, রাজনীতি করতে গেলে তাকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে।

অনিমেষরা শ্লোগান দিচ্ছিল। এখন দু-একজন করে ছাত্রছাত্রী আসতে শুরু করেছে। ইউনিয়নের যারা যারা সমর্থক তারা ওদের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় দলটাকে ভারী দেখাচ্ছিল। যারা কোনও দলে নেই তারা দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিল। ইউনিভার্সিটির সব কটা গেটেই এই ধরনের বিক্ষোভ চলছে। ফলে ওদের ডিঙিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না। পাশের দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা হয়েছে, পুলিসের বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ ছাত্র ধর্মঘট। এ কথাটাই বিভিন্ন শ্লোগানের মাধ্যমে অনিমেষরা বলছিল। কলেজ স্ট্রিটে এখন অফিস টাইমের ভিড়। ট্রাম-বাস থেকে লোকজন মুখ বের করে দেখছে ওদের। শ্লোগান থামিয়ে একটু আগে বিমান বক্তৃতা দিয়ে গেল একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে। জ্বালাময়ী ভাষণ এবং সমগ্র ছাত্র সমাজের অপমান হিসেবে সে ঘটনাকে ধিক্কার জানাল।

ক্রমশ কলেজ স্ট্রিটে ভিড় জমছে। ছেলেমেয়েরা ফুটপাত উপচে রাস্তায় নেমে ওদের দেখছে। ট্রাম বাসগুলো এক সময় দাঁড়িয়ে গেল ভিড়ের জন্যে। এতক্ষণ কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেনি। এমনকী কোনও অধ্যাপক বা অফিসকর্মীকেও আসতে দেখেনি অনিমেষ। ওর মনে হল, এই রকম ধর্মঘট ডাকায় ছাত্রছাত্রীরা বেশ আনন্দিতই হয়েছে। মুফতে একটা ছুটি পাওয়া গেল, বেশ চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে—ছুটির মেজাজ এখন ওদের। কী জন্যে ধর্মঘট, কেন সেটা করা হচ্ছে এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার কেউ বোধ করছে না। শ্লোগান উঠছে ঢেউ-এর মতো, হঠাৎ শুনলে প্রতিটি শব্দ আলাদা করে কেউ বুঝতে পারবে না। অনিমেষের মনে হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন সাজানো অথবা চাপানো, কারও মনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। যেন একটা ফর্মুলাকে অনুসরণ করে যাওয়া, সেটা যে কখন বাসি অকেজো হয়ে গেছে তার খোঁজ কেউ রাখে না।

অনিমেষের খিদে পাচ্ছিল। হোস্টেলে ভাত ঢাকা আছে কিন্তু এখন যদি সে হাতিবাগানে গিয়ে খেয়ে আসতে চায় তা হলে সেটা দৃষ্টিকটু হবে। স্নান না করে সে একটা দিনও থাকতে পারে না, সে না হয় আজ না করল। পকেটে এমন পয়সা নেই যে চট করে রাখালদার ক্যান্টিন থেকে খেয়ে আসবে। দাদুর জন্যে আচমকা যে খরচ হয়ে গেল তা সামলে এই মাসের বাকি ক'টা দিন কেমন ভাবে চালাবে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। খিদের কথা মনে হতেই এই চিন্তাটা এল।

ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে শ্লোগান উঠল। 'চিনা দালাল নিপাত থাক। বেআইনি ধর্মঘট মানছি না, মানব না। গুণ্ডাদের আন্দোলনে ছাত্ররা থাকছে না থাকবে না।' একজন একটু এগিয়ে দেখে এসে বলল, 'বড় জোর কুড়িজন ওদের দলে। চিন্তার কিছু নেই।'

ও পক্ষের শ্লোগান কানে আসা মাত্রই এ পক্ষের গলা উত্তাল হল। ওদিকের আওয়াজ যত এগিয়ে আসতে লাগল তত টেনশন বাড়ছে। ক্রমশ অনিমেষ ওদের দেখতে পেল। মুকুলেশ সামনে,

www.MurchOna.com

শচীনও আছে। প্রত্যেকের হাতে বইখাতা, যেন ক্লাশ করতে আসছে। দু'পক্ষের চিৎকারে কান পাতা দায়, ইউনিভার্সিটির কার্নিশে বসা একটা চিল ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল আচমকা।

গেটের কাছাকাছি ওরা আসতে পারল না। অনিমেষরা অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে। মুকুলেশ নিজের দলকে চুপ করিয়ে ওদের দিকে মুখ করে গলা তুলে বলল, 'আমরা এই ধর্মঘট মানছি না। আমাদের ভেতরে যেতে দিন।'

বোধ হয় এইরকম অনুরোধের জন্য এরা প্রস্তুত ছিল না। শ্লোগান থেমে গেল হঠাৎই, সবাই চুপচাপ, কেউ উত্তর দিল না।

মুকুলেশ আবার বলল, 'যারা ধর্মঘট করবেন তারা যাবেন না, কিন্তু সেটা সবার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই।'

বিমান বা সুদীপ এই গেটে নেই এখন। অনিমেষ চট করে টুলে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'এটা ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত, ছাত্রদের তা মানতে হবে।'

মুকুলেশ বলল, 'ইউনিয়নের নয়, আপনাদের পার্টির সিদ্ধান্ত, সেটা মানতে আমরা বাধ্য নই। আপনারা সরে যান, আমরা ভেতরে ঢুকব।'

ঠিক তখনই হইচই বেঁধে গেল। মুকুলেশের দলের দুটো স্বাস্থ্যবান ছেলে এদের সরিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকতে গেল। এরা তাদের থামাতে হাতাহাতি বেঁধে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজ স্ট্রিট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা, যারা এতক্ষণ নাটক দেখছিল তারা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করল। দেখা গেল সেই দুটো ছেলে রীতিমতো প্রহৃত হয়ে মির্জাপুরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। মুকুলেশরা উধাও। একটি ছেলেও ঢুকতে পারেনি। সবক'টা গেটই অনিমেষদের দখলে। ফুটপাতের দোকানদাররা মালপত্র নিয়ে পালাচ্ছে। পরিস্থিতি সামলে নিয়ে অনিমেষরা শ্লোগান দিচ্ছিল জোর গলায়। খবর পেয়ে বিমান সুদীপ ছুটে এসেছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় সবাই কাঁপছে। ঠিক সেইসময় গেটের মুখে বোমা পড়ল। মাটিতে পড়েই যে শব্দ হল তাতে হকচকিয়ে গেল তারা। ধোঁয়ায় চারধার ঢেকে যাচ্ছে। পর পর কয়েকটা। কলেজ স্কোয়ারের দিক থেকে বোমাগুলো আসছে। আত্মরক্ষার জন্যে সবাই গেট ছেড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

বোমা ছোড়ামাত্রই অনিমেষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে লক্ষ করতে লাগল কোন দিক থেকে বোমাগুলো আসছে। এখন কলেজ স্ট্রিট খাঁ-খাঁ করছে। ট্রামগুলো পিছু হটছে। পুলিশ ভ্যানের আওয়াজ পেল সে। অনিমেষের মনে হল কেউ একজন কলেজ স্কোয়ারের গেটের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ছেলেটাকে ধরার উদ্দেশ্যে অনিমেষ রাস্তা পার হতেই আরও কয়েকটা বোমা তার মাথা টপকে ও-পাশের ফুটপাতে গিয়ে সশব্দে ফাটল। ছেলেটি তাকে কাছে আসতে দেখে গেটের আশ্রয় ছেড়ে প্রাণপণে ভেতরে দৌড়ে গেল। অনিমেষ পিছু ধাওয়া করতে চেয়ে বুঝতে পারল তার পক্ষে সম্ভব নয় ওকে ধরা, জোরে পা ফেললেই থাই টন টন করছে।

গেটের ও পাশে আবার শ্লোগান উঠছে। বিমান চিৎকার করে ওকে ফিরে আসতে বলল। ফুটপাত ছেড়ে সে যখন সবে রাস্তায় পা দিয়েছে ঠিক তখনই আচম্বিতে একটা কালো ভ্যান তার পাশে এসে ব্রেক কষল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই দু-তিনটি পুলিশ ওর দু'হাত ধরে টানতে টানতে ভ্যানের পেছনে তুলে দিল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় অনিমেষ এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে কোনও কথা বলতে পারছিল না। সে শুনল সার্জেন্ট বলছে, 'আর কেউ আছে?'

'নেই স্যার, সব অন্দর মে।'

'অয়্যারলেসে খবর দাও, একটা হুলিগান অ্যারেস্টেড'।

তারপর যান্ত্রিক কিছু কথাবার্তার মধ্যে অনিমেষ চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করছেন কেন? কী করেছি আমি?' কেউ উত্তর দিল না। পুলিশভ্যানটা তেমনি স্থির হয়ে আছে অথচ অনিমেষের বেরুবার পথ বন্ধ।

এই সময় অনিমেষের কানে এল গেট থেকে নতুন শ্লোগান উঠছে, 'পুলিশ তুমি নিপাত যাও। কমরেড অনিমেষ লাল সেলাম লাল সেলাম।'

সার্জেন্টটা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'সেলাম আবার লাল হয় কী করে মোশাই?'

দাঁতে দাঁত চেপে অনিমেষ বলল, 'শা-লা!'

পুলিশভ্যানটা সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল।

www.MurchOna.com

জীবনে প্রথমবার থানায় এল অনিমেষ। কলেজ স্ট্রিট ছাড়ার পর থেকেই ও চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ভ্যানের ভেতর গোটা ছয়েক কনস্টেবল এবং একজন সার্জেন্ট। তারাও ওকে তেমন পাত্তা দেয়নি, কারণ এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ভ্যানের জানলা দিয়ে অনিমেষ রাস্তায় নজর রেখেছিল। প্রতিদিনের কলকাতা স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। দোকানপাট খোলা, লোকেরা হাঁটাচলা করছে। এই একই দৃশ্য অনিমেষ রোজ পথ চলতে দেখেছে কিন্তু আজ এই ভ্যানের তার-ঘেরা ছোট্ট জানলা দিয়ে দেখতে ভীষণ ভাল লাগছিল। ক্ষুদ্র দিয়ে বিশালকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে এক বেদনা-জড়ানো আনন্দ আছে। কিন্তু এতক্ষণ অনিমেষের মনে কোনওরকম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়নি। সে যে বন্দি এবং কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও সেখানে তার ভাগ্য-নির্ধারিত হতে পারে— এ সব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। সে জানে ওরা অযথা তাকে ধরেছে। কোনও অন্যায় যখন সে করেনি তখন ভুল বুঝতে পারলেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু বিমানদের ব্যাপারটা নিয়েই ও বেশি চিন্তিত ছিল। তাকে ভ্যানে তোলা মাত্রই অতগুলো ছাত্র একসঙ্গে শ্লোগান দিয়ে উঠল তার নাম ধরে। বুকভরা আন্তরিকতা না থাকলে অমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হয় ? বিমান এর আগে যে কথাগুলো বলেছে সেটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। ভুলভ্রান্তি প্রতি দলের থাকে। কাজ করতে গেলে তা হওয়া স্বাভাবিক। সি পি আই সম্পর্কে তার কোনওরকম মোহ নেই। কমিউনিজমের প্রতি যে আকর্ষণ সে বোধ করে তার জন্যে বিমানদের সঙ্গেই কাজ করা উচিত। সুবাসদা যে কথাটা বলেছিল তাও হয়তো মিথ্যে নয়। দলের নেতৃত্ব কোনও নতুন পথ দেখাতে পারছে না, দীর্ঘকাল নেতারা একই চেয়ারে বসে আছে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ক্যাডারদের সামনে নেই। কিন্তু তবু যত অল্পই হোক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠার জন্যে যে জঙ্গি মনোভাব দরকার তা বিমানদেরই আছে। একক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কাজ দুঃসাধ্য হবে, আদৌ সম্ভব হবে না, তা ওদের সঙ্গে থাকলেই হতে পারে। মতবিরোধ ঘটতেই পারে কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে মানিয়ে চলা নীতি অনুসরণ করা উচিত।

সার্জেন্টের পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকতেই অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল 'কী ব্যাপার?'

'কলেজ স্ট্রিট থেকে তুলে আনলাম।'

'কী অবস্থা ?'

'একদল ঢুকবে অন্যদল ঢুকতে দেবে না।'

'সিরিয়াস কিছু ?'

'নাঃ, দু-একটা ছুটকো বোমা ফেটেছে, ব্যস।'

'তা হলে খামোকা একে আনতে গেলে কেন ? ফরনাথিং ট্রাবল ইনভাইট করা। এখনি হয়তো ফোন আসবে সুড় সুড় করে ছেড়ে দিতে হবে। স্টুডেন্টস প্রব্লেম খুব ডেলিকেট ব্যাপার এটা তোমাকে বোঝাতে পারলুম না আজও।' খুব বিরক্তির গলায় কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের মুখটা মোটেই পুলিশের মতো নয়। মাথায় টাক থাকায় অনেকটা বিদ্যাসাগরের মতো দেখাচ্ছে। পরনেও পুলিশি পোশাক নেই।

সার্জেন্ট বলল, 'একদম খালি হাতে ফিরে আসব ?'

অফিসার এর উত্তর না দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যে অনিমেষের হাসি পেয়ে গেল। সার্জেন্ট সেটা দেখে চিৎকার করে ধমকে উঠল তাকে।

অনিমেষ বলল, 'খামোকা চেঁচাচ্ছেন কেন ?'

'ইউ শাট আপ। এমন মার মারব জন্মের জন্যে বোমা ছোড়া বেরিয়ে যাবে।' সার্জেন্ট একটা চেয়ার টেনে ধপ করে বসে ওর দিকে মুখ খেঁচাল।

'বোম ? কে বোম ছুড়েছে ?' অফিসার চটপট জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই শ্রীমান স্যার। অল্পের জন্যে ভ্যানে লাগেনি।'

'আই সি ! চেহারা দেখে তো সুবোধ মনে হচ্ছিল। পুলিশ ভ্যানে বোমা মারার জন্যে কপালে কী জুটবে তা জানা আছে ?'

'আমি বোম ছুড়িনি। উনি মিথ্যে কথা বলছেন।' অনিমেষ বলল।

'মিথ্যে কথা বলছি ? দূর থেকে দেখলাম ইউনিভার্সিটির গেটে বোম পড়ল। রাস্তা ফাঁকা। কাছাকাছি আসতেই দেখলাম তুমি ফুটপাত থেকে নেমে আসছ। এ সব মিথ্যে কথা ?' ধমকানির সুরটা সার্জেন্টের গলা থেকে যাচ্ছিল না।

অফিসার ভদ্রলোকের মুখের চেহারা ততক্ষণে বদলে গেছে।

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'আমি বোমা ছুড়িনি, যে ছুড়েছিল তাকে ধরতে গিয়েছিলাম।'

কথাটা শেষ হতেই এক লাফে সার্জেন্ট ওর সামনে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই লোকটার দুটো হাত ওর সর্বাঙ্গে ঘোরাফেরা করতে লাগল। পকেট থেকে আরম্ভ করে কোমর কিছুই বাদ গেল না।

লোকটা হতাশ হয়ে আবার চেয়ারে ফিরে গেল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'স্যার, একে দু'নম্বর দেওয়ার দরকার। মিস্টিরিয়াস কেস। খালি হাতে বোমবাজকে ধরতে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছে। দাওয়াই না দিলে সত্যি কথা বলবে না।'

'তুমি খালি হাতে গিয়েছিলে? যদি বোম ছুড়ত তা হলে?' অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি অতটা ভাবিনি। তা ছাড়া দেখামাত্র লোকটা পালিয়ে গেল।' অনিমেষ সত্যি কথাটাই বলল।

'লোকটা? কোন লোক? তুমি চেনো?'

'কী আশ্চর্য! আমি চিনব কেমন করে? ওকে কখনও দেখিনি আমি।'

'কোন পার্টির লোক?'

'তা জানি না।'

'বোম ছুড়ছিল বলছিলে, কাদের দিকে বোমগুলো ছুড়ছিল?'

'আমরা যারা গেটে ছিলাম তাদের দিকে।'

'তোমরা মানে যারা বন্‌ধ্‌ ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ'

'তার মানে লোকটা তোমাদের অ্যান্টি পার্টি এই তো? অর্থাৎ ছাত্র পরিষদ করে নিশ্চয়ই, কী বলো?'

অনিমেষ টের পাচ্ছিল অফিসার তাকে কথার জালে ঘিরে ধরে কোনও কিছু তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইছে। সে সতর্ক হল, 'আমি এ সব কিছুই বলছি না। একটা লোক বোম্বিং করছিল এবং সে চাইছিল না আমরা গেটে দাঁড়িয়ে স্ট্রাইক কন্‌ডাক্ট করি। কিন্তু সে কোন দলের লোক তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ তাকে আমি চিনি না।'

হঠাৎ অফিসার একসিট সাদা কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজকে যা যা ঘটেছে তা এখানে লিখে নাম সই করে ঠিকানাটা দিয়ে দিন। আমি একটা রেকর্ড রাখতে চাই।'

একমুহূর্ত ভেবে অনিমেষ কাগজটা টেনে নিল। সে যদি না লেখে তা হলে এরা কিছু করতে পারে না। এই ঘরে ঢোকার আগে একটা খাঁচার ঘর সে দেখেছে। কয়েকটা অপরাধী মার্কা চেহারা সেই খাঁচায় শুয়ে বসে আছে। ওটাকে বোধহয় লক-আপ বলে। থানায় ধরে নিয়ে এলে লক-আপে রাখা হয়। পুলিশের লক-আপ সম্পর্কে নানান গল্প শুনেছে অনিমেষ। আজ কীরকম অভিজ্ঞতা হয় কে জানে! না লেখার পেছনে কোনও অজুহাত খুঁজে পেল না সে। যা সত্যি কথা তা লিখতে দোষ কী!

এখনও কেউ তাকে চেয়ারে বসতে বলেনি। শব্দ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। সার্জেন্ট বলছিল, 'আমার মন বলছে এ বোম্বিং-এ ইন্‌ভলভ্‌ড। একটু ধোলাই দিলে—।'

'লেট হিম রাইট।'

লেখা শেষ করে অফিসারের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিল অনিমেষ। সেটা হাতে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনিমেষ মিত্র?'

'হ্যাঁ।'

সার্জেন্ট সোজা হয়ে বসল, 'কোন হোস্টেল? হোস্টেলগুলো স্যার ক্রিমিন্যালদের আড্ডা।

'স্কটিশচার্চ।'

'বাড়ি কোথায়?' অফিসার কাগজটা থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না।

'জলপাইগুড়িতে।'

'এর আগে কখনও অ্যারেস্টেড হয়েছেন?'

'না।'

'এনি পুলিশ এনকোয়ারি?'

হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। পুলিশের খাতায় নিশ্চয়ই তার নাম আছে। হাসপাতালে যে পুলিশ অফিসারটি তাকে জেরা করতে গিয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তা রেকর্ড করে রেখেছেন। কথাটা

www.MurchOna.com

এখন বললে আর দেখতে হবে না। সার্জেন্টটা ওকে বোমবাজ প্রমাণ করার জন্যে তো মুখিয়ে আছে। তার পায়ে বুলেট লেগেছিল জানলে রক্ষে রাখবে না। সেবার নীলার বাবার দৌলতে —। ও ঘাড় নাড়ল 'না।'

'এতক্ষণ ভাবতে হল কেন?' প্রশ্নটা সার্জেন্টের।

প্রশ্নটার উত্তর দিল না অনিমেষ। অনেক অপ্রিয় কথা চুপ করে থাকলে এড়ানো যায়।

সার্জেন্ট বলল, 'আমি সিয়োর স্যার —।'

অফিসার বললেন, 'ছেড়ে দাও এ সব কথা। অনিমেষবাবু, আমি চাই না ফরনাথিং কেউ হ্যারাসড হোক। আপনার স্টেটমেন্ট আমাদের কাছে থাকল। কিন্তু এর পর যদি কখনও আপনার সম্পর্কে সামান্য অভিযোগ পাই তা হলে ভীষণ বিপদে পড়বেন। মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে নিশ্চয়ই। কলকাতায় পড়াশুনো করতে এসেছেন তাই মন দিয়ে করুন। ইউনিয়নবাজি করে নিজের বারোটা বাজাচ্ছেন কেন?'

অনিমেষ হাসল, 'উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। তবে প্রত্যেকের বোমার ধরন-ধারণ আলাদা এটা মনে রাখাই ভাল।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই অফিসারের মুখটা বুলডগের মতো হয়ে গেল, 'গেট আউট, গেট আউট।'

অনিমেষ সুযোগ নষ্ট করল না। দ্রুত পায়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল। ওর ভয় হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তেই অফিসার তার ভুল বুঝতে পেরে ওকে আটকাতে নির্দেশ দেবেন। এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবা যায় না?

রাস্তায় নেমে অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। যে রকম সমারোহ করে তাকে নিয়ে আসা হল ও এভাবে কিছু না ঘটেই ছাড়া পাওয়া তার সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছে না।

ব্যাপারটা যে সত্যি বেমানান তা কয়েক মুহূর্ত বাদেই ভাল করে বোঝা গেল। ইউনিভার্সিটির পথে কিছুটা এগিয়ে যেতেই ওদের দেখতে পেল অনিমেষ। জনা কুড়ি ছেলে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। ওদের সামনে সুদীপ, মুখখানা খুব গম্ভীর। অনিমেষ অনুমানই করতে পারেনি ছাত্রমিছিলটা ওরই উদ্দেশে থানার দিকে এগোচ্ছে। শ্লোগানে নিজের নাম শুনতে পেয়ে চমকে গেল ও। তার জন্য দল এত চিন্তা করছে—নিজেকে ভীষণ মূল্যবান বলে মনে হল ওর। ফুটপাত ছেড়ে সে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সবাই। অনিমেষকে কেউ এখানে আশা করেনি। সুদীপ অত্যন্ত বিস্মিতের গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

অনিমেষের হঠাৎই মনে হল সে যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছে। এবং এই অন্যায়টি মোটেই ছোট মাপের নয়। সে নিচু গলায় বলল, 'ছেড়ে দিয়েছে।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ছাড়ল কেন?' সুদীপের গলায় অসহিষ্ণু ভাব।

'ওরা ভেবেছিল আমি বোম ছুড়েছি তাই ধরেছিল। কিন্তু ও সি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন এটা ঠিক নয় কিংবা প্রমাণ করা যাবে না, তাই।'

'অসম্ভব। পুলিশ রাতারাতি চৈতন্যদেব হয়ে যায়নি। ভুল বুঝতে পারলেও ওরা দুদিন লক-আপে রেখে দেয়। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার।'

অনিমেষ অনুভব করল ওর এই বেরিয়ে আসায় সুদীপ আশাহত। ধারণাটার সমর্থন মিলল আর একটি কথায়। সুদীপের পাশে দাঁড়ানো একটি ছেলে বলে উঠল, 'এখন কী হবে সুদীপদা! ওকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমরা যে কালকেও ধর্মঘট ডেকেছি। এখন তো তার কোনও মূল্য থাকবে না।'

সুদীপ বলল, 'দ্যাটস দি পয়েন্ট। তোমার রিলিজের ব্যাপারের মধ্যে কিছু একটা আছে। যাক সে-কথা। এখন হয় তোমাকে দুদিন কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে—না, না। সেটা আর সম্ভব নয়।' নিজেই কথাটা ঘুরিয়ে নিল সে, 'এতগুলো ছেলে যখন তোমাকে দেখতে পেয়েছে তখন খবর চাপা থাকবে না।'

সঙ্গের ছেলেটি বলল, 'সুদীপদা, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাই। যেন থানায় বিক্ষোভ করে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি—।'

সুদীপ বলল, 'গুড। ইটস এ গুড প্রপোজাল। তাই করো।' তারপর চাপা গলায় অনিমেষকে বলল, 'ইউ আর বিকামিং এ হিরো আউট অফ নাথিং।'

www.MurchOna.com

অনিমেষকে কিছুই করতে হল না। মিছিলটা প্রচণ্ড উন্মাদনা নিয়ে ফিরে এল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনিমেষকে চুপ করে থাকতে হল কিন্তু সেটাই তার কাছে খুব কষ্টকর হয়েছিল। ছোট্ট একটা জনসভায় সুদীপ আগামিকালের প্রস্তাবিত ধর্মঘট তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু ব্যাপারটা যে খুব জোরালো এবং আন্তরিকতাপূর্ণ হচ্ছে না এটা অনিমেষ স্পষ্ট অনুভব করছিল।

বিমানকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল অনিমেষ। পুলিশ ওকে দিয়ে স্টেটমেন্ট লিখিয়ে নিয়েছে কিন্তু গায়ে হাত দেয়নি।

বিমান শুনে বলল, 'নিজের হাতে লিখে না দিলেই পারতে। এটাকে ওরা মুচলেকা বলে প্রচার করলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে। তা ছাড়া তোমার ওইভাবে রাস্তা পেরিয়ে ধাওয়া করতে যাওয়া উচিত হয়নি। বোমাটা তোমার শরীরে সোজাসুজি এসে পড়তে পারত। হঠকারিতা থেকে কোনও সুফল পাওয়া যায় না। কমিউনিজমের সার্থকতা ব্যক্তিগত কৃতিত্বে নয়, সামগ্রিক দলবদ্ধ উন্নয়নে। যাক, আজ আমরা জিতেছি। একটি ছেলেও ক্লাশ করতে ঢোকেনি।

অনিমেষ বলল, 'পুলিশের হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনও কারণ নেই কিন্তু। মানে, সুদীপের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ও ঠিক বিশ্বাস করছে না ব্যাপারটা। অথচ আমি কিছুই জানি না —'

বিমান হাসল, 'হয়। এরকম পরিস্থিতি হয়েই থাকে। যাক, তুমি কিন্তু অনেকদিন পার্টি অফিসে যাওনি, আজ যাবে।'

অনিমেষ এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সারাদিন স্নান-খাওয়া নেই, তার ওপর এরকম একটা টেনশন গেল, এখন খুব কাহিল লাগছিল। বিমান সেটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় অনুমান করল, 'না, ঠিক আছে। তুমি হোস্টেলে ফিরে যাও। খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নাও। আগামিকাল আমার সঙ্গে যেয়ো। জরুরি কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কী কাজ?' অনিমেষ কৌতূহলী হল।

'নির্বাচন আসছে। বাই-ইলেকশন। তোমাকে প্রচারে নামতে হবে। হাতে-কলমে অন্তত পনেরো দিন কাজ করো। থিয়োরি আর প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে কীভাবে ব্রিজ তৈরি করতে হয় শেখো। আচ্ছা এসো।'

অনিমেষ বেরিয়ে আসছে এমন সময় বিমানের কণ্ঠ ওকে থামাল, 'অনিমেষ, সুবাসদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। যারা পথভ্রষ্ট তারা কখনওই এগোতে পারে না। ও কে!'

এতক্ষণ বেশ চলছিল। হঠাৎ একদম আকাশ থেকে পেড়ে আনার মতো যাওয়ার সময় সুবাসদার প্রসঙ্গ টেনে আনল বিমান। সমস্ত উদ্দীপনা, নির্বাচনে কাজ করবে বলে যা অনিমেষকে আপ্লুত করেছিল, সুবাসদার প্রসঙ্গ তুলতেই কেমন মিইয়ে যেতে আরম্ভ করল। বিমান কি সুপরিকল্পিত ভাবেই ওই সময় সুবাসের নাম করে তাকে সতর্ক করে দিল?

অনিমেষ অনুভব করল, অবিশ্বাস এমন একটা জিনিস যা একবার কোথাও প্রবেশ করলে লক্ষ বার চুনকামেও দূর হয় না। কিন্তু তবু অনিমেষ নিজেকে প্রফুল্ল রাখতে চাইল। এতদিন পরে সে হাতে-কলমে কমিউনিজমের পক্ষে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামী মাসে পশ্চিমবাংলার দু' জায়গায় উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে। তাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে? অনিমেষ যেন এখনই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

ট্রাম রাস্তায় পা দিতেই সে নিজের নাম শুনতে পেল। চিৎকার করে যে তাকে ডাকছে সে রাস্তার ওপারে। বেশ কিছুদিন পরমহংসকে দেখতে পায়নি অনিমেষ। এখন ওকে সামনে দেখে ভাল লাগছে। অমন খাটো শরীরেও কী উজ্জ্বল মুখ। কাছাকাছি হতেই পরমহংস জিজ্ঞাসা করল, 'বিপ্লব হল?'

বলার ধরনে এমন একটা স্নেহমিশ্রিত শাসন আছে যে না হেসে পারল না অনিমেষ, 'কোথায় আর হল?'

পরমহংস খপ করে ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে পানের দোকানের সামনে আনল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'নিজের বদন চেয়ে দ্যাখো একটু।' অনিমেষ দেখল দোকানের আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। নিজের এরকম বিধ্বস্ত চেহারা সে কখনও দেখেনি। এমনকী জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনজার্নি করে এসেও নয়। মাথার চুলগুলো নেতিয়ে পড়েছে, মুখ ময়লায় কালো, চোখের তলায় কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। পরমহংসের গলা পেল সে, 'একদিনেই যদি এই হাল হয় তবে দেশে বিপ্লব করবেন উনি! ননীর পুতুল।

www.MurchOna.com

কুচকুচে কালোকচি দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে অনিমেষ বলল, 'আছ বেশ!'

পরমহংস বলল, 'আছি কোথায় ? চিরজীবন হয় হাতল নয় পোস্ট অফিস হয়েই কাটালাম। তোমার মতো মেয়ে-কপালে হয়ে জন্মানোর ভাগ্য চাই।'

'হাতল মানে ?'

'চেয়ারে থাকে। না থাকলেও ক্ষতি নেই। থাকে একস্ট্রা আরামের জন্য। যাক, পুলিশ প্যাঁদায়নি তো ?'

'না।' হেসে ফেলল অনিমেষ।

'যাচ্চলে! হিরো হয়ে যেতে পারতে প্যাঁদালে। যে দুটো কারণে তোমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম—টিউশনি করার ইচ্ছে আছে ?'

'আছে। কিন্তু আপাতত সময় পাব না। পার্টির কাজে বাইরে যেতে হবে।'

'বাঁচা গেল। পড়াশুনার ইতি হয়ে গেল তো ?'

'তা কেন ? অসুখ-বিসুখের জন্যেও তো অনেকে কামাই করে।'

'ভাল। আমি এখন কাটছি। প্রয়োজন হলে খবর দিয়ো।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'ফোকটে ছুটি পাওয়া গেল, পিচ ছেড়ে দু-একটা স্ট্রোক করে আসি। টিউশনি সেরে আসি।' পরমহংস চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে এল। রসগোল্লার মতো মুখ করে বলল, 'দ্বিতীয় কথাটাই বলা হয়নি তোমাকে!'

'কী কথা ?'

'ডান দিকের ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সামান্য এগিয়ে সোজা দোতলায় চলে যাও। কুইক।' কথাটা শেষ করে হনহন করে চলে গেল পরমহংস।

ধাঁধার মতো লাগল কথাগুলো। অনিমেষ নির্দেশ মেনে বসন্ত কেবিনের দরজায় আসতেই নাকে খাবারের গন্ধ টের পেল। এতক্ষণ যা হয়নি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পেল ও। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই ওর মনে হল শরীরের সব রক্ত ঢেউ হয়ে যাচ্ছে। কোনওক্রমে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল অনিমেষ।

দোতলার হলের একটা কোনার টেবিলে মাধবীলতার সামনে যে, মেয়েটি বসেছিল অনিমেষকে দেখতে পেয়েই সে উঠে দাঁড়াল, 'যাই ভাই।' মাধবীলতা ঘাড় নাড়তেই মেয়েটি আড়চোখে অনিমেষকে একবার দেখে পাশ দিয়ে নেমে গেল।

রেস্টুরেন্টে আরও অনেকে আছে। আলটপকা ছুটি পাওয়ায় ছেলেমেয়েরা আড্ডা মারছে টেবিলে টেবিলে। এদের মধ্যে দু-একজোড়া এখনই বেশ প্রসিদ্ধ। ওরাও অনিমেষকে দেখছিল। খুব শান্ত ভঙ্গিতে সে মাধবীলতার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বসতে পারি ?'

ছোট্ট একটা ভাঁজ ঠোঁটে পড়ল কি পড়ল না, কিন্তু চোখ দুটো অনেক কথা বলে ফেলল। মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল, সম্মতির।

অনিমেষ ঠিক উলটো দিকে আরাম করে বসে টেবিল থেকে একটা নিটোল জলের গ্লাস তুলে পুরোটা খেয়ে নিল।

মাধবীলতা তাকে দেখছে। এতক্ষণ সে একবারও চোখ সরায়নি। অস্বস্তি হচ্ছিল অনিমেষের, বলল, 'কেমন আছেন ?'

'চমৎকার।' কথা বলল মাধবীলতা। শব্দের উচ্চারণে অনিমেষের মনে হল কথাটার মানে খুব খারাপ আছি, খুব।

'এখানে কখন এসেছেন ?'

'এসেছি!'

কথাটা যেন একটা পেরেট ঠোকার মতো, নিশ্চিত কিন্তু অবহেলায়। অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। এই দুদিন মেয়েটির কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেনি কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্তে মাধবীলতা জড়িয়েছিল সে টের পায়নি। বুকের মধ্যে রিমঝিম শব্দ, চোখ খুললেই নিজেকে সম্রাট মনে হয়।

মাধবীলতা বলল, 'দুদিন কী হয়েছিল ?'

অনিমেষ কথা বলতে পেরে বেঁচে গেল। বলল, 'হঠাৎ আমার ঠাকুরদা এসেছিলেন, আর তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন বলে বেরোতে পারিনি। হোস্টেলে একা ওরকম মানুষকে রেখেও আসা যায় না।

www.MurchOna.com

অথচ একটু ভাল বোধ করতেই আর থাকলেন না। আজই ফিরে গেলেন।'

'সেকী ! তা হলে এলেন কেন ?'

'আমাকে দেখতে। আমি ওঁর কাছে মানুষ হয়েছিলাম। সে অনেক কথা।'

'আমি শুনতে চাই।'

'কেন ?'

'আমার মনে হচ্ছে শোনা দরকার।'

'কী কথা ?'

'আপনার কথা।'

'বেশ। তবে আজ থাক, অন্যদিন—।'

'আজই তো বলছি না। সময় হলে বলবেন।'

অনিমেষ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি জানি।'

'আপনি কখন এসেছেন এখানে ?'

'যেমন রোজ ক্লাশ করতে আসি।'

'তা হলে আমাকে যখন ভ্যানে তোলা হল তখন দেখেছেন ?'

'দেখেছি।'

'ও।'

'কিন্তু আমি জানতাম আপনি ফিরে আসবেন।'

'মানে ?' অনিমেষ চমকে উঠল। সুদীপের প্রকাশ্য সন্দেহটা কি মাধবীলতার মনেও সঞ্চারিত হয়েছে!

'আমি প্রার্থনা করেছিলাম তাই জানতাম।'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'তাই বলুন! কিন্তু কোনও কিছু প্রার্থনা করলেই যদি পূর্ণ হত তা হলে পৃথিবীতে কোনও কষ্ট থাকত না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি যখন ভীষণভাবে কিছু চাইব তখন সেটা বিফল হবে না। কারণ আমি নিজের জন্যে কিছু চাইনি কখনও এবং এই প্রথম কিছু চাইলাম। হয়তো চাওয়া শুরু হল।'

বুক ভরে নিশ্বাস নিল অনিমেষ। ওর কষ্ট এখন পরম পাওয়ায় নতজানু, 'আমি কিন্তু ভরসা করতে শিখলাম।'

মাধবীলতা হাসল, 'আমরা কিন্তু কেউ কাউকে জানি না।'

'জেনে নেব।'

'জানার পর যদি আফশোস হয় !'

'আফশোস নয়, ভয় হতে পারে।'

'ভয়! ভয় কেন ?'

'নিজের যোগ্যতা যদি না থাকে তা হলে —।'

'যোগ্যতা সেদিনই হারাবেন যেদিন অবহেলা করতে শিখবেন। চেহারা এমন হয়েছে কেন? আজ স্নান হয়নি ?'

'সময় পেলাম কোথায় ?'

'সেকী ! খাননি ?'

'ভেবেছিলাম হোস্টেলে ফিরে খাব। হল না।'

মাধবীলতা সোজা হয়ে বসে বয়কে হাত নেড়ে ডাকল। অনিমেষ তাই দেখে আপত্তি জানাল, 'আরে করছেন কী —!'

'আপনি খাবেন তাই ব্যবস্থা করছি।'

'কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই।'

এত দ্রুত মেঘ কখনও আসে না আকাশে, দুটো চোখে সমস্ত শরীর যেন জল ছুড়ে দিল। মাধবীলতার মুখ পলকেই লাল, ঠোঁট থরথর করছে। অনিমেষ কথাটা সহজ গলায় বলেছিল, বলেই বুঝতে পেরেছিল কী হয়ে গেল ব্যাপারটা। সে মাথা নিচু করে বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি!'

'ভরসার কথা বলছিলেন না ?'

'ক্ষমা চাইছি।'

www.MurchOna.com

'আপনার কোনও দোষ নেই। দিতে পারার মধ্যে একটা অহঙ্কার আছে তাই অনেকেই তা পারে। কিন্তু নিতে জানতে হয়। সেটা বড় কঠিন।'

'লতা—!'

মাধবীলতা হাসল। চোখের কোণে মুক্তো অথচ মুখে শরতের প্রথম সকাল। নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে একটু দেখল অনিমেষকে, তারপর বলল, 'মনে আছে তা হলে ! লতা বড় জড়িয়ে ধরে, বিরক্তি আসবে না তো কখনও ?'

অনিমেষ উত্তরটা দিতে গিয়ে দেখল বয় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধবীলতা চোখের জল মোছার চেষ্টা করল না। শান্ত গলায় বলল, 'পেট ভরে যায় এমন খাবার কী আছে তোমাদের ?'

ছেলেটি চটপট জবাব দিল, 'কষামাংস আর মোগলাই পরোটা।'

মাধবীলতা বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি আনো। এক জায়গায়। আমাকে শুধু এক কাপ চা দাও।'

সেটা শুনে আপত্তি করতে যাচ্ছিল অনিমেষ, হাত প্রসারিত করে মাধবীলতা বলল, 'একদম লজ্জা করতে হবে না।'

একুশ

সরিৎশেখরের চিঠি এল। ট্রেনে কোনও অসুবিধে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কিছু লেখেননি। তবে এখনও শরীর সুস্থ হয়নি। বাড়িতে তিনি এবং হেমলতা ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণী না থাকায় সাংসারিক কাজকর্ম তাঁকেই ওই শরীর নিয়ে করতে হচ্ছে। এখন যাওয়ার জন্য তিনি তৈরি, নিজের শ্রাদ্ধ করে এসে এক অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে ডুবে আছেন। তবে তাঁর একটাই আশঙ্কা এবং সেটা হেমলতাকে নিয়ে। তাঁর যাওয়ার আগে যদি হেমলতা যেতেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন সরিৎশেখর।

এ সব লেখার পর তিনি জানতে চেয়েছেন অনিমেষ পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়িতে আসছে কি না! এবং সরিৎশেখর কলকাতায় তার কাছে থাকার দরুণ যে টাকা খরচ হয়েছে তার অঙ্কটা জানালে তিনি সেটা ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। হাতের লেখা এক না হলে এটাকে দাদুর চিঠি হিসেবে মেনে নেওয়া শক্ত হত। দাদুর চিঠি মানেই কিছুটা উপদেশ এবং সেই সঙ্গে কড়া সমালোচনা। অথচ এই চিঠির ভাষার মধ্যে কেমন যেন শীতলতা ছড়ানো। স্বর্গছেঁড়া থেকে বাবার চিঠি আজকাল নিয়মিত আসে না। মাসের প্রথমে যে মানিঅর্ডার পাঠান তার তলায় যেটুকু জায়গা তাই এখন বরাদ্দ। সরিৎশেখর চলে যাওয়ার পর তমালের মুখে জানতে পেরেছিল অনিমেষ, তিনি অনেক কিছু জেনে গেছেন। সেদিন সে যখন সন্ধেবেলায় ডাক্তারের চেম্বারে গিয়েছিল তখনই তিনি তমালদের খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে অনিমেষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন কিন্তু চিঠিতে সে সবের কোনও উল্লেখ নেই। শুধু এই প্রথমবার তিনি জানতে চেয়েছেন অনিমেষ ছুটিতে জলপাইগুড়িতে যাবে কিনা ?

অনিমেষ অনুভব করছিল বাড়ির সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে সেটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। না, এই ছুটিতে সে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না। বিমানের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। পার্টি অফিসে গিয়ে দিন-টুন ফাইনাল করে এসেছে। আগামী উপনির্বাচনে দলের প্রার্থীর হয়ে প্রচারের জন্য যে দল কলকাতা থেকে যাচ্ছে তাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে। ছুটিটা পড়ছে বলে তার ক্লাশ কামাই হবে না। অনিমেষ ঠিক করল, এ সব কথা সরিৎশেখরকে খোলাখুলিই লিখে দেবে। ওদের উপনির্বাচনের জায়গাটা জলপাইগুড়ি থেকে খুব দূরে যদিও নয় তবু সে সময় পাবে কিনা আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। কথাগুলো মাধবীলতাকে জানাল অনিমেষ। আজকাল কোনও কিছু ওকে না বললে স্বস্তি পায় না সে। এখন প্রতিটি দিন শুরু হয় বুকজোড়া এক ধরনের চাপ নিয়ে। সে চাপ বুক থেকে সরে না যতক্ষণ মাধবীলতাকে সে না দেখছে। একটু একটু করে মাধবীলতা তার রক্তে মিশে যাচ্ছে। এখন ওদের দেখা কিংবা কথা হয় লাইব্রেরি, বসন্ত কেবিন, কিংবা কফি-হাউসের তেতলায়। শেষের জায়গাটাই ওদের প্রিয়, কারণ দীর্ঘসময় এককাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায় এবং চারপাশে এত কথার ভিড় যে স্বচ্ছন্দে নিজেদের কথা বলা যায়।

মাধবীলতাকে সে তার সব কথা বলেছে। মা যে রাতে মারা গেলেন সেই বর্ণনা শোনার সময়

www.MurchOna.com

মাধবীলতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। ছোটমার কথা শুনে অবাক হয়েছিল খুব। অনিমেষ তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখে না জেনে অনুযোগ করেছিল। বলেছিল, 'তোমার ছোটমাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'কেন ?' অনিমেষের আজকাল একটা ব্যাপার খুব মজা লাগে। মাধবীলতা যখন তার পরিবারের কারও সম্বন্ধে কথা বলে তখন মনে হয় ও তাকে ভীষণ চেনে। আসলে অনিমেষের মুখে শুনে শুনে দাদু পিসিমাদের ছবিটা ওর মনে স্পষ্ট আঁকা হয়ে গেছে। এক একসময় ও এমন কথা বলে যে অনিমেষের নিজেরই ধন্দ লাগে, ওদের কে বেশি চেনে, সে না মাধবীলতা!

মাধবীলতা বলল, 'কত বড় হৃদয় থাকলে তবেই এ ভাবে তোমাকে আপন করে নেওয়া যায় সেটা তুমি বুঝবে না। তোমার ছোটমার নিজস্ব দুঃখ কিংবা কষ্টের কথা তোমরা কোনওদিন জানতে পারো নি, পেরেছ ?'

'কী দুঃখ, নিজের সন্তান নেই বলে বলছ ?'

'সে তো আছেই। কিন্তু সে কষ্ট ভুলে থাকা যায় যদি স্বামীর ভালবাসা কেউ বুক ভরে পায়। তোমার ছোটমা সেটা পাননি। তোমার বাবা কখনওই তাঁকে ভালবাসেননি।'

মাধবীলতার গলায় আত্মপ্রত্যয়।

'কী বলছ! ওরা এতদিন একসঙ্গে আছেন।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিল মাধবীলতা, 'একসঙ্গে অনেকদিন থাকলেই বুঝি ভালবাসা যায়! এই শহরে তো একসঙ্গে এতগুলো মানুষ চিরকাল আছে তবু মানুষে মানুষে ভালবাসাবাসি হল না কেন ?'

'কী আশ্চর্য, এ দুটো ব্যাপার এক হল? দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকলে পরস্পরকে গভীরভাবে জানতে পারে, নিজেদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে, পরস্পরের জন্যে তখন টান জন্মায় আর হাজার হাজার মানুষ যতই একসঙ্গে থাকুক এই নৈকট্য কখনই গড়ে ওঠে না, দুটোকে এক করছ কেন?'

'বেশ, ওইভাবে থাকতে থাকতে তুমি যেটাকে টান বললে সেটা এলেই তা হলে ভালবাসা পাওয়া গেল, কী বলো ?' মাধবীলতার মুখে দুষ্টুমি।

'আমি কি ভুল বলছি ?' অনিমেষ একটু বিব্রত হল।

'নিশ্চয়ই। দুটো মানুষ সারা জীবন শুধু প্রয়োজনের জন্যে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে কাটিয়ে দিতে পারে। দুজনে কেউ কাউকে একটুও ভালবাসল না হয়তো। শুধু প্রয়োজনই কাছাকাছি ওদের ধরে রাখল। আবার দুজন দুই বিপরীত মেরুতে বাস করেও পরস্পরকে ভালবাসতে পারে সারা জীবন। বুঝলে মশাই।' কথাটা শেষ করে টেবিলে রাখা অনিমেষের হাতে আলতো করে চিমটি কাটল মাধবীলতা।

'বুঝলাম।' অনিমেষ গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, 'এবার বলো ভালবাসাটা কি জিনিস ? মানুষ মানুষকে কেন ভালবাসে ?'

কথাটা শোনামাত্র চোখ বড় হয়ে গেল মাধবীলতার। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে সে হেসে উঠল। সমস্ত শরীর কাঁপছে তার হাসির দমকে, দু' হাতের চেটোয় নিজের মুখ ঢেকেও সামলাতে পারছে না। এ রকম দৃশ্য এবং শব্দ আশেপাশের অনেক টেবিলকে সচকিত করেছিল, তারা বেশ মজা দেখার মুখ করে এদিকে তাকিয়ে আছে এখন। অনিমেষ চাপা গলায় বলল, 'এই, কী হচ্ছে!' এ ভাবে হাসিতে ফেটে পড়ার কী কারণ সে বুঝতে পারছিল না।

কোনও রকমে নিজেকে সামলে মাধবীলতা বলল, 'অনেকদিন এত প্রাণ খুলে হাসিনি, তোমার জন্যে সেটা পারলাম।' বলেই আবার হাসতে লাগল, অবশ্য নিঃশব্দে।

'তোমাকে কোনও কথা সরল মনে জিজ্ঞাসা করা যায় না —!' অনিমেষ গম্ভীর হল।

'আমি তোমাকে এখন ভালবাসা শেখাব ?'

'শেখাতে কে বলেছে, আমি জাস্ট আলোচনা করছিলাম —!'

'বেশ, তা হলে সরাসরি কথা হোক। তুমি রোজ আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত ব্যস্ত হও কেন ?' দুটো বড় চোখ অনিমেষের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল। সেই চাহনির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপন অনুভব করল। সে কোনও রকমে বলল, 'তুমি জানো!'

'কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'বেশ, তোমাকে না দেখতে পেলে আমার ভাল লাগে না, খুব কষ্ট হয়। ঘুম ভাঙার পরই তোমার মুখটাকে দেখতে পাই আর ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ও মুখ চোখের সামনে থেকে সরে না।'

www.MurchOna.com

'মারাত্মক ব্যাপার।'

'কেন ?'

'যে কোনও মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু হচ্ছে না।'

'মানে ?'

'চোখের সামনে যদি আমি ছাড়া কিছু না থাকে তা হলে তুমি হাঁটাচলা পড়াশুনা করছ কী করে ? সে সবই করছ অথচ —'।

'কী আশ্চর্য। এত মোটা কথা বলছ কেন ? চোখ কি শুধু রক্ত-মাংসেরই ? মনের যে চোখ আছে কান আছে সেটা অস্বীকার করতে পারো ?'

'এবার পথে এসো। প্রত্যেক মানুষের এ রকম দ্বৈত সত্তা আছে। মুশকিল হল অনেকেই ওই দ্বিতীয়টির ব্যবহার জানে না। তারা প্রথমটি নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এবার আমার ভয় হচ্ছে তোমার এই মন কদ্দিন থাকবে!'

'আমরণ!'

'মরণ কি শুধু শরীরের ? মনেরও নয় কি ?'

'আমি অত বুঝি না। আমি জেনেছি তোমাকে ছাড়া আমি সম্পূর্ণ নই।'

'কিন্তু এ জানায় যদি ভুল হয় —।'

'না। এটা আমি আমার সমস্ত রক্ত দিয়ে অনুভব করি।'

'কিন্তু আমি তো একজন সাধারণ বাঙালি মেয়ে। তোমার সামনে বিরাট জগৎ। রাজনীতিতে তুমি গা ভাসাচ্ছ, নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখো তুমি, একবার যদি ঝড় ওঠে তুমি উত্তাল হবে। তখন আমি কী করব ?'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

'আমার যদি সে ক্ষমতা না থাকে!'

অনিমেষ মাধবীলতাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লতা, তুমি কি আমার রাজনীতিতে জড়ানো পছন্দ করো না ?'

মাধবীলতা হাসল 'পাগল!'

'তবে ?'

'আমার ভয় করে, খুব ভয় হয়।'

এই হল মাধবীলতা। অনিমেষ যখন ছায়া চায় তখন ছায়া দেয় : কিন্তু যেই কুঁড়েমি করে তখনই রোদে পুড়িয়ে মারে। শুধু এই জন্যে অনিমেষ মাঝে মাঝে ওকে বুঝতে পারে না। ইউনিয়নের কাজে অনেক সময় ক্লাশ করা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হত এম এ ক্লাশের বিপুল কোর্স সবই না জানা থেকে যাচ্ছে, কীভাবে পরীক্ষা দেবে—হিম হয়ে যেত শরীর। এম এ না পাশ করতে পারলে চিরকাল বাবার কাছে চোরের মতো থাকতে হবে। মাধবীলতা তাকে প্রতিদিনের ক্লাশনোটস দিয়ে যেতে লাগল। অধ্যাপক যখন নোটস দিতেন তখন সে কার্বন ব্যবহার করে টুকে রাখত। কোনও কোনও রাতে হোস্টেলে শুয়ে সেই নোটসে চোখ রেখে অনিমেষ যেন মাধবীলতাকে দেখতে পেত, কল্পনায় মাধবীলতার হাতের গন্ধ নাকে আসত। কিন্তু নিজের বুকের এই ছটফটানি সে কখনও মাধবীলতার মধ্যে দেখেনি। আর এই না দেখতে পাওয়ার জন্যে কষ্ট হয়। কেন মাধবীলতা তাকে তার মতো আঁকড়ে ধরে না, কেন পরের দিন কখন দেখা হবে এই প্রশ্ন কখনও করে না, তা বুঝতে পারে না অনিমেষ। মাধবীলতার এই নির্লিপ্ত আচরণে মাঝে মাঝে তার সন্দেহ হত সে সত্যি তাকে ভালবাসে কিনা কিন্তু পরক্ষণেই এমন এক একটা কাণ্ড করত মাধবীলতা যে অনিমেষ এ সব চিন্তার জন্যে নিজেকে অপরাধী ঠাওরাত।

হ্যাঁ, সে মাধবীলতাকে সব বলেছে। এমনকী উর্বশী যে জুরো মুখে সেই জলপাইগুড়ির কৈশোরে তাকে চুমু খেয়েছিল তাও। কিন্তু অনিমেষ মাধবীলতার কিছু জানে না। কোনও উগ্রতা না থাকলেও অনিমেষের বুঝতে অসুবিধে হয় না মাধবীলতারা অত্যন্ত সচ্ছল। কিন্তু কোনওদিন তাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়নি। এই ব্যাপারটায় খুব অস্বস্তি আছে অনিমেষের। অনেকদিন ভেবেছে মুখ ফুটে বলেই ফেলবে কিন্তু সঙ্কোচে সেটা সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যে দু'এক রবিবার সে চুপচাপ বেলঘরিয়ায় গিয়েছিল। স্টেশন ছাড়িয়ে যে রাস্তাটা নিমতার দিকে গিয়েছে সেদিকেই মাধবীলতার বাড়ি। এলোমেলো ঘুরে এসেছে সে, কোনওদিন দেখা পায়নি।

www.MurchOna.com

কথাটা ওকে জানাতে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'একটা দিন দেখা না করে থাকতে পারো না কেন ? এর পরে হয়তো মাসের পর মাস না দেখা করে থাকতে হবে। অনি, আমার জন্যে তোমার সব কাজকর্ম নষ্ট হোক এটা আমি চাই না। নিজেকে সংযত করো, এ রকম তরল হওয়া তোমাকে মানায় না।'

অনিমেষ বুঝতে পারে না তার এমন কেন হল! চিরকাল সে যেভাবে কাটিয়ে এল এখন সে রকম থাকতে পারছে না কেন ? সেই ছোট্টবেলায় জলপাইগুড়িতে মা-বাবাকে ছেড়ে আসবার পর সে এক রকম একাই। নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা বলার মতো কেউ ছিল না কাছাকাছি। দাদু কিংবা পিসিমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান তাকে ওঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে অনেক কিছু থেকেই নিবৃত্ত করে। আনন্দ কিংবা দুঃখের উচ্ছ্বাস তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যে তা জানতেও পারত না। বোধহয় এইভাবেই সংযম জন্ম নেয় এবং নিয়েছিলও। অথচ মাধবীলতাকে দেখার পর সেই দীর্ঘ সময়ে গড়া দুর্গ এক মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হল, অনিমেষ নিজেকে ধরে রাখতে পারে না এবং মাধবীলতার এই রকম সতর্কীকরণ কানে বড় খারাপ শোনায়।

কিন্তু সংযম অবশ্যই প্রয়োজন। ওকে না দেখতে পেলেই এই যে শূন্যবোধ এটাকে চাপা দেওয়া দরকার। আর ক'দিন বাদেই পুজোর ছুটি। তখন মাসখানেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। কথাটা মাধবীলতাও জানে। মাধবীলতার কি তাকে এক মাস না দেখতে পেলে কোনও কষ্ট হবে না! না, অনিমেষ ঠিক করল নিজেকে পরিবর্তিত করবে, এইভাবে সহজে ধরা দিয়ে বসবে না।

আজ বিকেলে মাধবীলতা বলল, 'রোজ রোজ ট্রেনে যাই, আজ বাসে যাব।' এখন ছুটির সময়। ট্রাম-বাসগুলো বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মাধবীলতা রাস্তা পার না হয়ে ধর্মতলাগামী একটা প্রাইভেট বাসে উঠে পড়ল। উলটোমুখ বলে বাসটা খালি। ধর্মতলায় বোঝাই হয়ে বেলঘরিয়ায় ফিরবে। জানলার পাশে একটা জায়গায় বসে মাধবীলতা বলল, 'সব সমস্যার সমাধান আছে, শুধু রাস্তাটা খুঁজে নিতে হয়।'

অনিমেষ বলল, 'ডবল ভাড়া দিতে হবে।'

মাধবীলতা বলল, 'প্রয়োজনে তাই দিতে হয় বইকী।'

অনিমেষ একটু উষ্ণ গলায় বলল, 'তুমি সব কথাই দু'রকম মানে সাজিয়ে বলো। কেন, সহজ কথাটা সহজ গলায় বললে মান যায় নাকি!'

মাধবীলতা আস্তে আস্তে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অনিমেষ খেয়াল করেনি, অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দেখছিল। ওয়েলিংটনের মোড় পার হতেই বাসটা দ্রুত ভরে গেল। লেডিস সিট উপচে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেরা যারা বড় ধরে রয়েছে তারা মাধবীলতার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছে। কোনও মেয়ে সাধারণ সিটে বসলেই পুরুষরা সেটাকে মানতে পারে না। অথচ সেগুলো তো শুধু পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়, তবু।

অনিমেষ কিছু বলার জন্য ডাকল, 'এই!' ডাকটা না শোনার মতো নয়, মাধবীলতা মুখ ফেরাল না। অনিমেষ অবাক হয়ে আবার ডাকতেই সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো ওদের দিকে তাকাল। এবারও মাধবীলতার কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। অনিমেষের খুব অস্বস্তি এবং এক ধরনের ভয় হল। পাশ থেকে সে যেটুকু দেখছে তাতে বুঝতে পারছে মাধবীলতার মুখের প্রতিটি ভাঁজ এখন টান টান। দাঁত দিয়ে হয়তো নীচের ঠোঁট চেপে রেখেছে। সে ডাকছে অথচ মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না, এই তথ্যটা যদি আশেপাশের লোকজন টের পেয়ে যায় তা হলে ওদের ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যাবে। এই মুখ অনিমেষের অচেনা। যদি হঠাৎ কোনও রূঢ় কথা বলে বসে তা হলে এদের কাছে নির্ঘাত অপমানিত হবে বলে আবার ডাকতে তার ভয় করছিল। সে চেষ্টা করল নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকতে। কিন্তু কিছুতেই তার বোধগম্য হচ্ছিল না মাধবীলতা কেন এ রকম আচরণ করছে। তাদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাটি হয়নি, আঘাত লাগতে পারে এমন কিছু সে করেনি, তবে ? ওই মুখ দেখতে অনিমেষের খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আর কথা বলার মতো সাহস সে পাচ্ছিল না।

বাসটা এখন স্ট্যান্ডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ইডেন গার্ডেনের পাশে বাবুঘাটে স্টিমারের ভাক শোনা যাচ্ছে। চার পাশে নানান রকম হকার আর বেড়াতে আসা মানুষের ভিড় জায়গাটাকে মেলার চেহারা দিচ্ছিল। অনিমেষ দেখল জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে ইডেন থেকে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। অনেকের ভঙ্গিতে একটা চোর চোর ভাব আছে। ইডেন কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, যে সব জায়গায় সবাই প্রেম করতে যায়, সেখানে মাধবীলতাকে নিয়ে সে কখনও যায়নি। ইউনিভার্সিটির

www.MurchOna.com

চার পাশে যেসব খোলামেলা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানেই কথা বলেছে ওরা। প্রেম করলেই সকলে বোধ হয় নির্জনতা খোঁজে, চায়ের দোকানের কেবিনে গিয়ে ঢোকে। আশ্চর্য, ওদের মাথায় সে রকম চিন্তা আসেনি কেন ? অনিমেষের খেয়াল হল সে এখনও মাধবীলতার হাত পর্যন্ত ধরেনি। এই যে এখন সে পাশে বসে আছে, স্বাভাবিকভাবেই ওর শরীরের স্পর্শ লাগছে কিন্তু এই মুহূর্তেই সে সম্পর্কে সচেতন হল অনিমেষ। এবং হওয়ার পর আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল।

মাধবীলতা হঠাৎ কথা বলল। বাইরে থেকে মুখ সম্পূর্ণ না ফিরিয়ে চাপা গলায় উচ্চারণ করল, 'ওই রকম হলে খুশি হন জানি, তা আমার কাছে কেন, ওই একটা জুটিয়ে নিলেই পারেন।'

কথাটা বুঝতে কয়েকপলক গেল, অনিমেষ চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটি জোড়া ইডেনের দিকে ঢুকছে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে। তার একটা হাত ছেলেটির কোমরে আর ছেলেটির হাত মেয়েটির কাঁধে। কী কারণে ওরা অমন হাসছে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আশেপাশের লোকজনের কৌতুকের চোখ ওদের গ্রাহ্যবস্তু নয় এটা বোঝা যাচ্ছিল। যে কোনও মানুষের চোখে ওদের ভঙ্গিতে একটা বেলেল্লাপনা ধরা পড়বে, অনিমেষের খারাপ লাগল। কিন্তু মাধবীলতার ইঙ্গিত বোঝামাত্রই তার মুখে রক্ত জমে গেল। তার সম্পর্কে এতটা নীচ ইঙ্গিত করতে পারল ও ? শুধু শারীরিক প্রয়োজনেই সে মাধবীলতাকে কামনা করে ? এই তা হলে তার সম্পর্কে ধারণা ? অনিমেষের মনে হল এখনই এই সিট থেকে উঠে যায়। এই অপমানের পর আর পাশাপাশি বসে থাকা যায় না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আর একটা অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করল। মাধবীলতাকে হারিয়ে সে থাকবে কী করে। ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে। হয়তো কোনও কারণে মাধবীলতা নিজেকে বেসামাল করে ফেলায় এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলছে। কিন্তু মন যখন শান্ত হবে তখন নিশ্চয়ই এই কথাটার জন্যে সে লজ্জা পাবে।

পালটা যুক্তি খুঁজে পেতে অনিমেষ সিট ছেড়ে উঠল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা হীনমন্যতাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। বুকের ভেতর একটা ভারী কিছু অনড় হয়ে আছে। বাসটা চলতে শুরু করলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না। ভিড়ের চাপাচাপিতে আশেপাশের মানুষরা আর তাদের ভাল করে নজর করছে না দেখে অনিমেষ চাপা গলায় বলল, 'তুমি এ রকম করে বলতে পারলে ?'

মাধবীলতা উত্তর দিল না। যেন অপরিচিত সহযাত্রিনীর মতো চুপ করে বসে থাকল।

অনিমেষ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'শুনছ!'

মাধবীলতা নির্বিকার কিন্তু ওপরের একটা মুখ বলে উঠল, 'কিছু বলছেন ?'

অনিমেষ হতভম্ব হয়ে মুখ তুলে দেখল একটি টিয়াপাখির নাক বসানো মুখ ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সে চটপট বলে উঠল, 'না, না, কিছু বলিনি।'

'কিছু বলেছেন না তো তখন থেকে বিড়বিড় করছেন কেন ?'

রাগ হয়ে গেল এই গায়ে পড়াভাব দেখে। অনিমেষ বলল, 'কী যা-তা বলছেন!'

'যা-তা বলছি ! আই বাপ!' লোকটা মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশের ঝুলে থাকা মুখগুলোকে বলল, 'তখন থেকে দেখছি মেয়েটিকে জ্বালাতন করছে, বিড়বিড় করে কথা বলে যাচ্ছে, আবার চোখ রাঙানো দেখেছেন।'

'বাসে ট্রামে এই হয়েছে আজকাল। মেয়েরা যে নিশ্চিন্তে একা একা যাবে তার উপায় নেই। কান ধরে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া উচিত।' আর একটি কিলবিলিয়ে উঠল। অনিমেষ মহা ফাঁপরে পড়ল। আশেপাশের সবাই তো বটেই, ও পাশের মহিলারা পর্যন্ত ঝুঁকে তাকে লক্ষ করছে। সে দ্রুত মাধবীলতাকে দেখল। তেমনি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বাইরের দিকে তাকানো। যেন ছুটন্ত ফুটপাতগুলোয় পৃথিবীর যাবতীয় দেখার জিনিস ছড়িয়ে আছে। বাসের ভেতর এখন যে কথাবার্তা চলছে তা ওর কানে মোটেই যায়নি। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চট করে সামলে নিল অনিমেষ। এখন চলে যাওয়া মানে এই লোকগুলোর ইঙ্গিতকে সত্যি প্রমাণিত করা।

একটি হেঁড়ে গলা বলে উঠল, 'ভদ্রভাবে যদি বসে থাকতে না পারেন তা হলে ঘাড় ধরে বের করে দেব বাস থেকে।'

মাথায় আগুন জ্বলে গেল অনিমেষের, চিৎকার করে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলুন!'

একটা হুড়োহুড়ি শুরু হওয়ামাত্র কন্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'বাসের ভেতরে নয়, বাইরে গিয়ে করুন। ও দাদারা —।'

কলকাতার মানুষ নিজে দর্শক হয়ে দূরত্বে থাকতে ভালবাসে। অন্য কেউ শুরু করে দিলে ছুঁক ছুঁক করতে পারে এইমাত্র। সমস্বরে গলাগুলো কন্ডাক্টরের উদ্দেশ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'নামিয়ে দিন

www.MurchOna.com

তো মশাই, মেয়েদের বিরক্ত করবে আর বললে চোখ রাঙাবে। এদের জন্যেই ছেলেদের বদনাম হয়।'

ভিড় ঠেলে কন্ডাক্টর অনিমেষের সামনেএসে দাঁড়াতেই অনিমেষ বসে পড়ল। উত্তেজনায় ওর শরীর এখন থরথর করে কাঁপছে। এবং উত্তেজিত হলেই পেটে যে চিন চিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে সেটাও বাদ গেল না। কন্ডাক্টর কড়াগলায় জিজ্ঞাসা করল, 'ও মোশাই, কোথায় যাবেন আপনি ?'

হাতিবাগান বলতে যাচ্ছিল অনিমেষ কিন্তু তার আগেই একটা হাত কন্ডাক্টরের উদ্দেশে এগিয়ে গেল। গম-রঙা সেই হাতের কব্জিতে একটা মকরমুখী বালা। হাতের শেষে আঙুলের চাপে একটা এক টাকার নোট ধরা। মাধবীলতার গলা শুনল অনিমেষ, 'দুটো বেলঘরিয়া দিন।'

'দুজন কে ?' কন্ডাক্টর টাকা ভাঁজ করে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে পয়সা বের করছিল। হাত দিয়ে অনিমেষকে দেখাল মাধবীলতা।

কন্ডাক্টর এক গাল হেসে বলল, 'আপনারা একসঙ্গে, ও হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রিট থেকেই তো উঠেছিলেন।' কথাটা শেষ করে আশেপাশের জনতার দিকে বাঁকা গলায় জানাল, 'আপনারা মাইরি সব জায়গায় সিনেমা করেন।'

এক পলকেই অনিমেষ দেখল আশেপাশের মুখগুলো হাওয়া বেরুনো মুখের মতো ঝুলছে। কিন্তু কারও দিকে তাকাতে ওর ইচ্ছে করছিল না। এই সময় লোকগুলোকে একহাত নেওয়া যেতে পারত কিন্তু তার প্রবৃত্তি হল না। হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না অনিমেষ। কারণ মাধবীলতা টিকিট কাটার পর আবার একই ভঙ্গিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাসের ভেতর যে নাটকটা হয়ে গেল সে সম্পর্কে যেন মোটেই ওয়াকিবহাল নয়।

অনিমেষের খেয়াল হল দুটো বেলঘরিয়ার টিকিট কাটা হয়েছে। কেন ? ও রহস্যটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল। এবার স্বাভাবিক গলায় কিন্তু অন্য কেউ স্পষ্ট শুনতে পেল না। মাধবীলতা ঘাড় না ঘুরিয়েই জবাব দিল, 'ইচ্ছে করলে হাতিবাগানে নেমে যেতে পারেন।'

এবার জেদ চেপে গেল অনিমেষের। হাতিবাগান শ্যামবাজার পেরিয়ে বাসটা যখন বি টি রোড ধরল তখনও ওরা তেমনি চুপচাপ বসে। লাস্ট স্টপে নামার পর মাধবীলতার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে সে। তখন নিশ্চয়ই এই ঝুলন্ত মুখগুলো আশেপাশে থাকবে না। এটা না করলে হোস্টেলে ফিরে কিছুতেই স্বস্তি পাবে না অনিমেষ।

বিকেলটা দুদ্দাড় করে ছুটে গেল অন্ধকারে। সন্ধে হয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠছে চার ধারে। এত দেরি করে মাধবীলতা কখনও বাড়ি ফেরে না। আজ এই বাসে চড়ে যাওয়ার আবদারের জন্যেই এটা হল। বাড়ি ফিরে বকুনিটা অবশ্যই জোটা উচিত আজ। অনিমেষ নড়েচড়ে বসল।

বেলঘরিয়া স্টেশনের সামনে যখন বাসটা থেমে গেল তখন অল্পই যাত্রী তাতে। মাধবীলতার পেছনে পেছনে নীচে নামতেই অনিমেষ বলল, 'দাঁড়াও।'

মাধবীলতা দাঁড়াল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এখানে নাটক করতে হবে না।'

'কিন্তু আমার কিছু কথা আছে। এ ভাবে অপমান করলে কেন ?'

'এখানে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে পারব না। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলো।'

'তোমার বাড়ির দিকে যাব ?'

'আমাদের পাড়ার অনেকেই এখন তোমাকে দেখছে। এখান থেকে চলে গেলে আমার বদনামের গল্পটা ছড়াবে। তার চেয়ে বাড়িতে যাওয়াটা শোভন হবে। এসো। মাধবীলতা পা বাড়াল।

এর আগে কখনই অনিমেষকে বাড়িতে যেতে বলেনি মাধবীলতা। আজকের ওই রকম আচরণের পর এই নিমন্ত্রণটা কেমন বেমানান ঠেকছে। তা ছাড়া একটা পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাকে যেতে বলছে ও। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আরও খারাপ দেখায়। আশেপাশের চায়ের দোকান থেকে অনেক চোখ এখন এদিকে সেঁটে আছে। অনিমেষ মাধবীলতাকে অনুসরণ করল।

লেবেল ক্রসিং পেরিয়ে মাধবীলতা খানিক ইতস্তত করল। অনিমেষ পাশাপাশি হাঁটছিল, জিজ্ঞাসা কলল, 'কী হল ?'

'আমাদের বাড়ি তোমার ভাল লাগবে না।'

'কেন ?' অনিমেষ প্রশ্নটা করতেই একটা সাইকেল রিকশা এগিয়ে এল, 'আসেন দিদিমণি।'

মাধবীলতা রিকশাওয়ালার দিকে চেয়ে একটু হাসল। অনিমেষ বুঝল ওরা সবাই মাধবীলতাকে চেনে। মাধবীলতা রিকশায় উঠতে উঠতে বলল, 'যা থাকে কপালে, উঠে পড়ুন, নিজের চোখে দেখে যদি মতিগতি পালটায়।'

www.MurchOna.com

পাশাপাশি বসতে কোনও অসুবিধে হল না। রিকশাওয়ালা যে রকম দ্রুত চালাচ্ছে তাতে অনিমেষের ভয় হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অবিরাম হর্নের শব্দে ওরা ঘিঞ্জি এলাকাটা পেরিয়ে এলে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে তোমার এত কুণ্ঠা কেন ?'

মাধবীলতা কথা বলল না, কিন্তু সেই টিপিক্যাল হাসিটা হাসল যার কোনও স্পষ্ট মানে ধরা যায় না। অনিমেষের এ রকম হাসি শুনলে খুব রাগ হয় কিন্তু বাসে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে এখন কথা বাড়াল না। শুধু বলল, 'তোমার যদি আমাকে বিরক্তিকর মনে হয় সোজাসুজি বলে দিয়ো। আমি কী করব সেটা আমার ব্যাপার, ওটা আমাকেই বুঝতে দাও।'

অন্ধকারে মাধবীলতার ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ পড়ল। অনিমেষের মনে হল এটা হাসির চেয়েও মারাত্মক।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে রিকশাওয়ালা জোর প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। তার মানে মাধবীলতাকে অনেকখানি এসে রোজ ট্রেন ধরতে হয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটাও কি বেলঘরিয়া ?'

'না, নিমতা। একদম মফস্বল লাগছে, তাই না!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভাল লাগছে।'

'এক-আধ দিনই লাগে। পুরনো হলে আর কিছুই আকর্ষণীয় থাকে না। ওর বলার ধরনটা এমন যে দ্বিতীয় অর্থটি বুঝতে অসুবিধে হল না।

প্রায় মাইল দেড়েক যাওয়ার পর একটা গলিতে ঢুকে মাধবীলতা ভাড়া মিটিয়ে রিকশাটাকে ছেড়ে দিল। ডানদিকে অন্ধকারেও একটা বড় পানাপুকুর দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের বাড়িগুলো বাগানসুদ্ধু কিন্তু বয়সের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। মাধবীলতা বলল, 'আপনি আমার কাছ থেকে একটা বই নিতে এসেছেন।'

অনিমেষ কথাটা অনুধাবন করার আগেই গেট খুলে ভেতরে ঢুকে ডাকল, 'আসুন।'

গেটের ওপরই মাধবীলতার ঝাড় বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। সামনেই একটা ভাঙাচোরা পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। দু-একটা ঘরে আলো জ্বলছিল মাত্র, পেছনে পুকুরের আভাস। মাধবীলতা রোয়াকে উঠে অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। একজন নুয়ে পড়া বৃদ্ধা খ্যানখেনিয়ে উঠলেন, 'এতক্ষণে আসা হল মেয়ের ! ইদিকে তোর বাপ-মা এতক্ষণ বসে থেকে চলে গেল খিদিরপুর।'

'খিদিরপুর কেন ?'

'অঞ্জলির মামাতো ভাই এয়েছে না ? তোকে নিয়ে যেতে বলেছিল।'

'অ।' মাধবীলতা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আসুন।'

'কে ওখানে ?' বৃদ্ধার গলা শুনে অনিমেষ ইতস্তত করল এগোতে।

'আমার সঙ্গে পড়ে। তুমি চায়ের জল বসাও যাও। আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?' অনিমেষ অত্যন্ত সন্তর্পণে উঠে এল। বৃদ্ধা তাকে জরিপ করছেন। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না ওঁকে প্রণাম করবে কিনা। মাধবীলতার কে হন উনি বোঝা যাচ্ছে না। মাধবীলতার পেছনে পেছনে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকতেই মাধবীলতা বলল, 'বসুন। আমি আসছি।'

অনিমেষ সেকেলে ঘরটাকে দেখল। দু-তিনটি চেয়ার, একটা তক্তাপোশ। জানলাগুলো বন্ধ। বাইরে বুড়ির গলা শোনা গেল, 'একটা উটকো ছেলেকে হট করে বাড়িতে ঢুকালি। বাপ-মা শুনলে কী বলবে ?'

'সে আমি বুঝব, তুমি চা বসাও ।'

'আজ বাদে কাল যার বিয়ে —।'

'কে বলেছে ?'

'অঞ্জলির মামাতো ভাই কী জন্যে এসেছে ?'

'বেশি বাজে কথা না বলে এখন যাও।'

কয়েক সেকেন্ড বাদেই মাধবীলতা ঘরে এল। এসে বলল, 'এই আমাদের বাড়ি। মা-বাবা এখন নেই তাই আলাপ করাতে পারলাম না।'

'উনি কে ?'

'কদুমাসি। ভাল নাম কাদম্বিনী। আমাকে মানুষ করেছেন।'

www.MurchOna.com

'আমি আসায় বোধহয়—।'

'একেই আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। এ বাড়িতে এ ভাবে কথা বলবেন না। আর কদ্দিন থাকা যাবে কে জানে!'

'কেন?'

'শুনতে পাননি? বিয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেছেন সবাই।'

অনিমেষ কথা বলল না। একবার ভাবল বলে, 'ভালই তো' কিন্তু পারল না।

হঠাৎ মাধবীলতা কেমন শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করল, 'আমার কিছু হলে তুমি ভার নিতে পারবে?'

সমস্ত রক্ত এখন বুকের মধ্যে। আর এ রকম সময়ে পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় মনে হল অনিমেষের। সে পরিষ্কার গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

ওরা অনেকক্ষণ আর কথা বলল না। এর মধ্যে বৃদ্ধা এসে চা দিয়ে গেছে। এক চুমুকে সেটা শেষ করে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আজ যাই।'

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে ঘাড় কাত করল। তারপরই হঠাৎ উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত মায়াময় চাহনিতে অনিমেষকে ভরিয়ে দিল। একটা হাত আলতো করে অনিমেষের বুকের ওপর রাখল মাধবীলতা, 'আমাকে ক্ষমা করো।'

'কেন?' নিজের হৃৎপিন্ড যেন মাধবীলতার হাতের তলায় এমন অনুভব অনিমেষের। মাধবীলতা তো কোনও অন্যায় করেনি, তা হলে ক্ষমা কীসের?

হাত না সরিয়ে মাধবীলতা বলল, 'লোকে যে যাই বলুক আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি কড়া গলায় কিছু বললে আমি সইতে পারব না।'

অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'আমি কি কিছু বলেছি?'

'এবার থেকে আমি সহজ কথাটা সহজ গলায় বলব।'

অনিমেষের মনে পড়ল। বাসে উঠে সে ওই কথাটা বলার সময় খুব বিচ্ছিরিভাবে ধমকেছিল। কিন্তু সেটা তার মনে ছিল না, নেহাত অভ্যেসেই কথা বলা। তাই যে এই মেয়ের এমন করে লেগেছে তা কে জানত।

সে মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। ওকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু কিছুতেই হাত উঠল না ওপরে। মুখ নামিয়ে সে ওর চুলের ঘ্রাণ নিয়ে বলল, 'আমি আর তোমাকে আঘাত দেব না।'

উজ্জ্বল হাসিতে মাধবীলতার মুখ এখন মাখামাখি। হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'দেখো, আমি ঠিক তোমার মতো হব। কোনও রকমে পরীক্ষাটা অবধি যদি এড়াতে পারি তা হলে আর কোনও চিন্তা করি না।'

চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না মোটেই। তবু অনিমেষ বলল, 'যাই।'

মাধবীলতা বলল, 'না। বলো আসি।'

হাসল অনিমেষ, 'আচ্ছা! আসি তা হলে।'

গেট অবধি পৌঁছে দিল মাধবীলতা। ভীষণ হালকা লাগছে এখন, অনিমেষ গলিটা পেরিয়ে এসে পেছনে তাকাল। আবছা অন্ধকারে মাধবীলতার শরীরের আদল দেখা যাচ্ছে। নিজেকে এখন সম্রাটের মতো মনে হচ্ছে তার। ওর মাথায় কোনও চিন্তাই জায়গা পাচ্ছিল না। এখনও যে বাবার টাকায় তাকে মাস চালাতে হয়, অনিশ্চিত রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছে, ব্যাক্তিগত কোনও আয়ের সংস্থান নেই, মাধবীলতার ভার নিতে হলে এই কলকাতায় একটা বাড়ি নিদেনপক্ষে একটা ঘর দরকার এবং সেটা পেতে হলে টাকা চাই—এ সব অত্যন্ত নগণ্য মনে হল। এ সব সমস্যা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে কোনও লাভ নেই। মাধবীলতা যদি তার পাশে এসে দাঁড়ায় তা হলে সব সমস্যাই সমাধানের পথ খুঁজে পাবে। অনিমেষ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল।

বাইশ

খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল ঘটনাগুলো। জীবনটা কী এইরকম? যখন কিছু ঘটে না তখন দমবন্ধ গ্রীষ্মের দুপুরের মতো থমকে থাকে সব কিছু। আর যখন ঘটার পালা আসে তখন উত্তাল ঢেউ-এর

www.MurchOna.com

মতো, কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে বেপরোয়া ছুটে চলে। সেইরকম ছুটে যাওয়ার সময় যেন এই দিনগুলো। অনিমেষ পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ পাচ্ছিল না।

সুবাসদার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন। খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছে সে কিন্তু সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়নি। এই নিয়ে দুবার সুবাসদা নিজে আসবে বলে আর আসেনি। এখন অনিমেষদের কাজকর্ম খুব বেড়ে গেছে। পার্টি অফিস-ইউনিভার্সিটি করতে করতে অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন লোকের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হচ্ছে। কিন্তু পুরনো যারা রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট নয়, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে আসছে। যেমন পরমহংস। যেদিন সময় পায় সেদিন ক্লাশ করতে গেলে দেখা হয়। একই রকম আছে ছেলেটা। এই যেমন আজ দেখা হতেই বলল, 'মালকড়ির শেয়ার পাচ্ছ মনে হচ্ছে গুরু। কামিয়ে নাও যত পারো।'

অনিমেষ হকচকিয়ে বলল, 'শেয়ার পাচ্ছি মানে?'

পরমহংস বলল, 'তুমি যদি ভূত হও তা হলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে। তা না হলে এখান থেকে ফায়দা তুলবে।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে?'

পরমহংস বলল, 'মাল গুটোচ্ছ বেশ।'

অনিমেষ প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গেল। কোনও লাভ নেই। যে নিয়মটা চালু হয়ে গেছে তার বাইরে চিন্তা করতে আমরা অভ্যস্ত নই। এই মুহূর্তে তার পকেটে মাত্র দুটো টাকা পড়ে আছে। মাসের শেষ হতে অনেক দেরি এবং এতবড় কলকাতায় তাকে ওই টাকায় মাসটা চালাতে হবে। পরমহংস ওর মুখের পরিবর্তন লক্ষ করে বলল, 'একসময় তুমি টিউশনি করবে বলে খেপে উঠেছিলে। অথচ এখন সে সব কথা ভুলেও বলো না। তার মানে তোমার টাকার দরকার নেই। ঠিক কিনা?'

অনিমেষ বলল, 'তা নয়। আসলে আমি বোধহয় খুব উদ্যোগী ছেলে নই। যা মাথায় আসে তাই করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা ছাড়া পার্টির কাজে এত সময় দিতে হয় যে ধরা-বাঁধা অনেক কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ করতে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। কিন্তু আমি এ কাজ না করেও পারব না। তার ফলে অনেক আর্থিক কষ্টের মধ্যে আমাকে দিন কাটাতে হয়, বিশ্বাস করো, রাজনীতি করে যারা পয়সা পায় তাদের সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয়নি এবং সেই ভূমিকায় নিজেকে দেখার কোনও আগ্রহ নেই।'

পরমহংস বলল, 'এরকম নেশার কোনও মানে আমি বুঝতে পারি না। যখন সময় চলে যাবে তখন দেখবে তোমার স্কোরে একটাও রান জমেনি। তুমি কি ভাবছ এই করে দেশের চেহারা পালটে দিতে পারবে? মিছিমিছি নিজেকে নষ্ট করার কোনও মানে হয়!'

অনিমেষ বলল, 'এইরকম চিন্তা যদি সবাই করে তা হলে আগামী দশবছর পরে দেশের কী অবস্থা হবে তা ভাবতে পারো?'

পরমহংস বলল, 'এখন কথাটা মানছ না, পরে বুঝবে। তুমি যাই বোঝাতে চাও দেশের সাধারণ মানুষ তা বুঝবে না। তারা একটা জিনিসই জানে, যে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবে সেই তাদের বন্ধু। ওসব ইজম-টিজমে ওদের কিছু যায় আসে না। সব শালা আমরা দারোগাবাবু হয়ে বসে আছি। হাঁসে ডিম পাড় ক আমরা হাফবয়েল খাব। তা তোমার পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবার ইচ্ছে আছে?'

অনিমেষ বলল, 'কোনও লাভ নেই দিয়ে তবুও দেব।'

পরমহংস বলল, 'লাভ নেই জেনেই তো এম-এ পড়তে এসেছি বাংলায়। দু' বছর ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে আড্ডা মারার এই সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? কপালে কোনও ব্যাঙ্ক বা সরকারি অফিসের কেরানিগিরি অপেক্ষা করছে তা তো জানি। কিন্তু পরীক্ষা না দিলে প্রেস্টিজ থাকে না। তুমি তো ক্লাশ করছ না, পড়াশুনা হচ্ছে কি?'

অনিমেষ বলল, 'লাস্ট দু'মাসে ম্যানেজ হবে না? তুমি কী বলো?'

রামকৃষ্ণর মতো মুদ্রা করল হাতের আঙ্গুলে পরমহংস। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমাকে শোভনাদি খুঁজছিল, একদিন দেখা কোরো।'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'টিউশনির জন্যে গিয়েছিলে, বোধ হয় সেই ব্যাপারেই।'

'ভদ্রমহিলা বেশ ভাল।' আন্যমনস্ক গলায় বলল অনিমেষ।

'তাই নাকি? স্পিন ধরেছে মনে হচ্ছে!'

www.MurchOna.com

'ইয়ার্কি মেরো না। মহিলার মুখে একটা ব্যথার ছায়া ঘোরে।'

'দয়া করে সেই ছায়াটা সরাবার চেষ্টা কোরো না, তা হলেই উনি আরও ব্যথা পাবেন। তোমার বান্ধবী আসছেন, আমি চলি।'

পরমহংস ঘুরে দাঁড়াতেই অনিমেষ দেখল মাধবীলতা আসছে। বেলঘরিয়া থেকে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি অনিমেষের। সাদা জামা সাদা শাড়িতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সে পরমহংসের হাত ধরে বলল, 'এই, পালাবে না।'

মাধবীলতা সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসল, 'কী খবর?'

অনিমেষ বলল, 'কোথায় ছিলে?'

'লাইব্রেরিতে। আমাদেরতো পাশ করতে হবে।'

'একে চেনো?'

সঙ্গে সঙ্গে পরমহংস সামান্য ঝুঁকে নমস্কার করে বলল, 'ঈশ্বর, এও আমাকে শুনতে হল, অনিমেষ আমার পরিচয় দিচ্ছে!'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতা হাসছে এখনও। সে বলল, 'তোমরা কি আগে থেকেই—' পরমহংস হাত নেড়ে জানাল, 'অফকোর্স। আমিই তো ফার্স্ট ওর পেছনে লাইন দিই, তুমি তো পেছন থেকে ওভারটেক করে চেয়ার দখল করলে। আমার কপালই এইরকম, বন্ধুরাই শত্রু হয়।' ওর বলার ভঙ্গি এমন যে মাধবীলতা হাতের খাতা দিয়ে ওকে কপট আঘাত না করে পারল না। শরীর খর্বকায় বলে পরমহংস মাথা নিচু করে একপাশে সরে গিয়ে উচ্চগ্রামে হাসতে শুরু করল। অনিমেষের মনে পড়ল, তার অ্যারেস্ট হওয়ার বিকেলে এই পরমহংসই ওকে খবর দিয়েছিল বসন্ত কেবিনের ওপরে মাধবীলতা বসে আছে। সে ব্যাপারটা বলতেই পরমহংস বলল, 'দারুণ ব্যাপার হয়েছিল সেদিন। আমি ইউনিভার্সিটির উলটো ফুট থেকে দেখলাম তুমি ফালতু ফালতু শহিদ হয়ে গেলে —'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ফালতু ফালতু মানে?'

'নিরীহ হরিণশাবকের মতো তুমি রাস্তা পার হচ্ছিলে আর পুলিশ ভ্যানটার তখন একটা কেস দেখাবার প্রয়োজন ছিল তাই টুক করে তোমায় তুলে নিল। কোনওরকম বিপ্লব বিদ্রোহ নয়, ঠাকুরঘরে ঢোকার মতো তুমি ভ্যানের ভেতরে ঢুকে গেলে।'

অনিমেষ হাসল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী? পুলিশ চলে গেলে তুমি ছাত্রদের কাছে বিপ্লবী হয়ে গেলে। কমরেড অনিমেষের মুক্তি চাই, বাপস! মেয়েরা গুজব ছড়াতে লাগল। অনেক লড়াই করে তুমি ধরা দিয়েছ এইসব। তাই এই মহিলাও বোধহয় সেইসব গুজবের একটি শ্রবণ করে বসন্ত কেবিনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি কি ছাই সে সব জানতাম। দেখলাম একা হরিণ কচি ঘাস খাচ্ছে। দেখে নির্মল হৃদয়ে পাশে গিয়ে বসলাম, নিজের পরিচয় দিয়ে লাইন করার চেষ্টা করলাম।'

মাধবীলতা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'কীসের লাইন?'

'একটা মোঘলাই পরোটা আর চায়ের।'

'ওমা!' মাধবীলতা হতবাক।

অনিমেষ বলল, 'খাওয়াল না?'

'খাওয়াবে কী! এক ডজন অমাবস্যা মুখে নিয়ে বসে থাকলে কাউকে খাওয়ানোর কথা মনে আসে। আমি শালা আলাপ জমাবার জন্যে কারেন্ট টপিক ব্যবহার করতেই ফেঁসে গেলাম।' আফশোসের মুখ করল পরমহংস।

'ডিটেলস প্লিজ।'

'যেই বললাম, অনিমেষ একটা দারুণ ছেলে। চেনেন নিশ্চয়ই? আমাদের সঙ্গে পড়ে মাই ফ্রেন্ড। আজ পুলিশকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভ্যানে উঠে বাড়ি চলে গেল। অমনি এই মহিলা ভেঙে পড়লেন।'

'মোটেই না, একদম ইয়ার্কি করবেন না।' ফুঁসে উঠল মাধবীলতা।

'বেশ, তা হলে একা একা বসন্ত কেবিনে কী করছিলেন?'

'আশ্চার্য। আমি ওখানে চা খেতে যেতে পারি না?'

'একা একা?'

'হ্যাঁ। আপনারা যেটা পারেন সেটা একটা মেয়ের পক্ষে কি পারা অন্যায়?'

হাত জোড় করল পরমহংস, 'ক্ষমা করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু এতসব শোনার পরও যদি হৃদয় না গলে তা হলে আফশোসের কথা।'

www.MurchOna.com

'হৃদয় গলবে কী কারণে ?'

'বাং, আমি যদি খবর না দিতাম তা হলে অনিমেষ আপনার কাছে যেত ? সেই সুবাদে আমার একটা মাটন ওমলেট আর কফি পাওনা হয়ে আছে।'

'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন, আর একদিন খাওয়াব। আজ আমার কাছে বেশি পয়সা নেই।'

'নেই তো কী হয়েছে, ধার দিচ্ছি।'

'মানে ? আপনার কাছ থেকে ধার নিয়ে আপনাকেই খাওয়াতে হবে ? কী ডেঞ্জারাস লোক!' কপালে চোখ তুলল মাধবীলতা।

ওরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। অনিমেষের খেয়াল হল টি. এন. জি. সেদিন ক্লাশে বলেছিলেন একবার দেখা করতে। করা হয়নি। ভদ্রলোক যদি এখনও টিচারস রুমে বসে থাকেন তা হলে দেখা করে এলে হয়। সে শুনল পরমহংস বলছে, 'ওর ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু ভাবছেন ?'

'কী ব্যাপার ?' মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল।

'এই যে, শ্রীমান ক্লাশ করছেন না, দেশ উদ্ধার করতে পার্টি করছেন, এ সব করে ভবিষ্যতে গোলমালে পড়বে তা বুঝতে চাইছে না। আপনার এখন কর্তব্য ওকে বুঝিয়ে বলা।' পরমহংস গড়গড় করে বলে গেল।

'আমি কেন ?'

'দোহাই, আর খেলবেন না, আমি মাইরি কিছুতেই এইরকম খেলা সহ্য করতে পারি না। কেমন নার্ভ ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়।'

মাধবীলতা হাসল, 'দেখুন ওকে আমি খুব অল্প জানি। তবে যদি কেউ মনে করে সে যা করছে তা ঠিক করছে তাতে কোনও বাধা দেওয়া উচিত নয় বলেই বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু যদি সাফারিংস আসে।'

'সেটা তো জেনেশুনেই ডেকে আনা হচ্ছে, তাই এলে তার জন্যে আফশোস করে লাভ কী। এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলেন না !'

অনিমেষের মনে হল এবার কথার মোড় ঘোরানো দরকার। পরমহংস ক্রমশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে আলোচনাটা। আর একটু এগোলেই নিশ্চয়ই মাধবীলতা ফোঁস করে উঠবে আর তখন সামলানো মুশকিল হয়ে পড়বে। সে একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, 'তোমরা এখন কী করছ ?'

পরমহংস বলল, 'কফিহাউস যাব।'

মাধবীলতা ঠাট্টা করল, 'কেন, কফি শিকার করতে ?'

পরমহংস বলল, 'কী করি বলুন, অন্য কিছুর এলেম নেই যে।'

অনিমেষ ওদের দাঁড়াতে বলে টিচার্স রুমে চলে এল। যা ভেবেছিল তাই, ঘর ফাঁকা। ফিরে এসে বলল, 'টিএনজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, উনি নেই। চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

মাধবীলতা হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ টিএনজি কেন ?'

'একদিন ক্লাশে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, আর যাওয়া হয়নি।'

কথাটা শোনা মাত্র দুজনে অবাক হয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল। পরমহংস বলল, 'গুরুদেব লোক মাইরি। ছ'মাস আগের কথা আজ মনে পড়ল ? এরপর হয়তো দশ বছর বাদে একদিন এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'মাধবীলতা, তুমি যেন কী কথা বলছিলে সেদিন —', কথাটা শেষ না করে দ্রুত পা চালাল সে। চিৎকার করে বলল, 'কফিহাউসে আছি, ইচ্ছে হলে এসো, নইলে চরে খাও।'

চোখমুখ লাল করে মাধবীলতা বলল, 'আচ্ছা ফাজিল তো!'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ভীষণ হাসিখুশি।'

'তা অবশ্য, মনে প্যাঁচ থাকলে কেউ এরকম কথা বলতে পারে না। যার যত প্যাঁচ সে তত গম্ভীর। এতদিন পরে দেখা হল তবু হাসি দেখলাম না।'

অনিমেষ চোখ ছোট করল, 'আমার মনে প্যাঁচ আছে ?'

'আছেই তো।' মাধবীলতা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

'কী রকম ?'

'এতদিন দেখা হয়নি তবু খোঁজ নেবার ইচ্ছে হয়েছিল ?'

'তুমি ক্লাশে আসোনি ?'

'আমি কিছু বলব না।' গম্ভীর মুখে হাঁটতে শুরু করল মাধবীলতা।

www.MurchOna.com

হঠাৎ এই পরিবর্তনের কোনও কারণ বুঝতে না পেরে অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। সেদিন বাসে যা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যদি হয় তা হলেই সর্বনাশ। মাধবীলতা মুখ গম্ভীর করলেই মনে হয় বুকের ভেতরটা টলমল করছে। সে দ্রুত পা চালিয়ে মাধবীলতার পাশাপাশি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, কী হয়েছে !'

মাধবীলতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটলেও অনিমেষ ওর গালের নীচে একটা শিরার কাঁপুনি লক্ষ করল। আর প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। চুপচাপ ওরা হেঁটে গেল অনেকটা পথ।

বড়বাজার ছাড়িয়ে যেতে গিয়ে অনিমেষ পাশের একটা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বলল, 'একটু চা খাব।'

'আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই।' থমথমে মুখ এখনও মাধবীলতার।

'থাক তা হলে।'

একটু ইতস্তত করল মাধবীলতা, তারপর বলল. 'আমি বসছি।'

'না, একা একা চা খাওয়া যায় না।'

কপালে ভাঁজ ফেলে মাধবীলতা অনিমেষের মুখের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকল। বেশ ভিড় দোকানটায়। একটা টেবিলে দুজন লোক বসে আছে। অনিমেষ সেদিকে এগোতেই বয় একটা কেবিনের পরদা উঁচু করে ধরে তাদের ডাকল। অনিমেষ হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করতে যেতেই অবাক হল। মাধবীলতা সেই কেবিনে ঢুকে গেল। এরকমটা কখনওই হয়নি। অনুচ্চারিত একটা শর্ত ছিল যেন ওদের, কোনও নির্জন কেবিনে বসবে না। মাধবীলতার ধারণা কেবিনের পরদা ফেলে লোকে বদমাইসি করতে বসে। অথচ আজ অমন নির্দ্বিধায় সে ঢুকে গেল কেন ?

অনিমেষ কেবিনে ঢুকে বিপরীত দিকের চেয়ারে বসতেই বয়টা জিজ্ঞাসা করল, 'মোগলাই ফিসফ্রাই, ব্রেস কাটলেট, কবিরাজি — কী দেব ?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু না, শুধু চা।'

'ওনলি চা ?' ছেলেটা যেন তাচ্ছিল্যের গলায় প্রশ্নটা করল। অনিমেষের রাগ হয়ে গেল বলার ধরনে। যেন রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই একগাদা খাবার খেতে হবে নইলে মান থাকবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা বলে উঠল, 'ফিসফ্রাই আছে ? তা হলে দুটো দিন।'

ছেলেটি হাসল, তারপর পরদা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হল ?'

'তোমার খিদে পেয়েছে।' মাধবীলতার মুখের ভাব একটুও বদলায়নি।

'তুমি কী করে জানলে ?'

'মুখ দেখলেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু আমার পকেটে মাত্র দুটো টাকা আছে। এতে মিটবে ?'

এবার বিচলিত হল মাধবীলতা। আজ ব্যাগ নিয়ে আসেনি, হাতে শুধু খাতা ছিল। কিন্তু কোমর থেকে রুমাল বের করে তার গিট খুলে একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা বের করল। একটু বিব্রত মুখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এতে হবে না ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'ছেড়ে দাও, আমি ওকে শুধু চা দিতে বলছি।'

'না,' ঘাড় শক্ত করল মাধবীলতা, 'ফিসফ্রাই খাবই। আমার হাতে সোনার বালা আছে।'

'সোনার বালা দিয়ে কী হবে ?'

'জমা দিয়ে যাব, পরে দাম দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।'

একদৃষ্টে মেয়েটাকে দেখল অনিমেষ। অসম্ভব জেদি কিন্তু ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে ওকে। ব্যাপারটা যে হাস্যকর তা ওর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। অনিমেষের মনে হল এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় ঢোকাটাই তার অন্যায় হয়েছে। সে মুখ নামিয়ে টেবিলের কাচের তলায় রাখা মেনুকার্ডের ওপর চোখ রাখল। ফিসফ্রাই-এর দাম একটাকা চল্লিশ আর চায়ের দাম তিরিশ। অর্থাৎ তিন টাকা চল্লিশ পয়সা ব্যয় করলেই এ যাত্রায় রেহাই পাওয়া যায়। দুজনের কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেটা হয়ে যাবে কিন্তু বাড়ি ফেরা ?

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার রেলের টিকিট আছে ?'

ঘাড় কাত করল মাধবীলতা। তারপর খাতাটা খুলে মাসের টিকিটটা দেখায়। অনিমেষ নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'যাক, প্রব্লেম সলভড। তোমার সোনার বালা হাতেই স্থির থাক। আমাদের যা পয়সা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে দাম মেটানো যাবে।'

www.MurchOna.com

বোঝাটা কমে যেতে হাসল মাধবীলতা। এই হাসি দেখলে মনে হয় একটি সুন্দর মুখের সরল বালক হাসছে। একটু আগে, হেঁটে আসার সময় যে কালো মেঘ জমেছিল তা এখন উধাও, ভাগ্যিস এই টাকার সমস্যাটা উঠেছিল, অনিমেষ মনে মনে বয়টাকে ধন্যবাদ দিল। সে একটু সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো, তোমার কী হয়েছে?'

'যাক হোক, তোমার কিছু এসে যায়?'

'যায়। যায় বলেই তো তুমি মুখ গম্ভীর করলেই মরে যেতে ইচ্ছে করে।' অনিমেষ সত্যি কথাই বলল।

'যাও! যত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা। আমি যে ক্লাশে ছ'দিন আসিনি, মরে আছি কি বেঁচে আছি খোঁজ নেওয়ারও প্রয়োজন নেই, না? আমি তো ভেবেছিলাম আজ তোমার হোস্টেলেই চলে যাব।' মাধবীলতা আবদারের ভঙ্গিতে কথা শেষ করল।

'পার্টি অফিস থেকে বেরুতে রোজ দেরি হয়ে যাচ্ছিল। এই যাঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমার জন্যে নোট নিয়ে যাচ্ছ—মুশকিলে পড়তে হবে। যাক, কী হয়েছে বলো?'

'মেয়েদের তো এই বয়সে একটাই সমস্যা থাকে। আমার বিয়ের জন্যে সবাই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমি ওদের বোঝা হয়ে আছি যেন। এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ।'

'এ কথাটা তুমি বলছ, কিন্তু ভাবো তো, ইউনিভার্সিটি অবধি আসার সুযোগ তো তুমি পেয়েছ! এরকম ক'টা মেয়ের ভাগ্যে ঘটছে?'

'বাঃ তাই একটা লজ্জার কথা ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে?'

'লজ্জা কেন? মেয়েরা বড় হলে বাপ-মা তাকে সুপাত্রে দিয়ে জীবনটা নিশ্চিন্ত করতে চাইবে না? স্নেহ থেকেই তো এটা আসে।'

'তা হলে সুপাত্রটিকে মেনে নেব? কী বলো তুমি?'

'তোমার যদি বাসনা হয়।'

'দেখো, আমি তোমাকে ধরে রাখিনি। যদি মনে হয় আমাকে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই তা হলে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারো। কারও দয়া নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমি আমার ব্যাপার নিজেই বুঝে নেব।'

মাধবীলতার মুখ আবার থমথমে হয়ে যাচ্ছে দেখে অনিমেষ বলল, 'তখন থেকে শুধু আমায় বকেই যাচ্ছ, আসল কথাটা বলে ফেলো।'

'এমন জ্বালায় না!' মাধবীলতা আনমনে কথাটা বলতেই বয় খাবার দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বললেন?'

'না না, আপনাকে নয়।'

বয় চলে যেতে অনিমেষ বলল, 'জ্বালাল তো অথচ নয় বললে কেন?'

মাধবীলতা তার সেরা অলঙ্কার ভুরুর তলায় চাহনি রাখতেই অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। ওর এই চাহনিটায় বুকের মধ্যে যেন লক্ষ জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। সে দেখল মাধবীলতা নিজের প্লেটের ফ্রাইটা দুভাগ করে একটা টুকরো তার প্লেটে তুলে দিয়ে বলল, 'অনেক কষ্টে থামিয়েছি।'

'কী?' অনিমেষ বুঝতে পারল না।

'বিয়ে। বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়েছে। মা তো কথাই বন্ধ করে দিয়েছেন। বুঝতে পারছি না কতদিন এ ভাবে চলবে। কোনও রকমে এম এ পাশ করতে পারলে আর চিন্তা করি না।' মাধবীলতাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

অনিমেষ দেখল সে খাচ্ছে না, ছুরিটা দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু। বুকের মধ্যে এক ধরনের চাপ অনুভব করল অনিমেষ। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে মাধবীলতার কবজি ধরল, 'তুমি ভেঙে পড়ো না লতা —।'

কথা না বলে ঘাড় নেড়ে না বলল মাধবীলতা। তারপর কেমন কান্না মেশানো গলায় বলল, 'শোনো, তুমি আমাকে কখনও অবহেলা কোরো না।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ও কথা।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে দিল।

www.MurchOna.com

কিছুক্ষণ বাদে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন আমি গিয়েছিলাম বলে বাড়িতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?'

'কথা হয়েছিল। তুমি কে, কোথায় থাকো, এইসব। আমি জানি আমার ব্যাখ্যা ওদের সুখী করেনি। আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো, যে মেয়েকে তিল তিল করে বাবা-মা বড় করল আদর যত্নে, সেই মেয়ে বড় হয়ে গেলেই কেন তাকে সন্দেহ করতে হবে সব সময় ? কেন মনে হয় সে অন্যায় করছে বোধহয়।'

'স্নেহের আধিক্যই এর কারণ।'

'কী জানি, অধিকারবোধ বড় অন্ধ করে দেয় মানুষকে।'

খাবারের বিল মিটিয়ে বাকি পয়সা ক'টা টিপস দিয়ে দিতে ছেলেটি খুশি হয়ে নমস্কার করল।

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই মাধবীলতা বলল, 'তোমার আমার দুজনের কাছেই আর পয়সা নেই, না ?'

'হুঁ।' অনিমেষ শূন্য পকেটের কথা ভাবতে চাইছিল না। এখনও মাসটা চালাতে হবে। কী করে যে চলবে ঈশ্বর জানে। মুখে বলল, 'বেশ মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে।'

মাধবীলতা ঠোঁট বেঁকাল, 'এমন স্বার্থপর না, আমারও যে পয়সা নেই এটা ভুলে গেলে কথাটা বলার সময়!'

ও হাসল। মুক্তপুরুষ বললে যে ছবিটা মনে আসে, মুক্তনারী বললে তা কখনওই বোঝা যায় না। সে বলল, 'তোমার তো বাবা বাড়িতে পৌঁছালেই পয়সা পাওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু ওই দুটো টাকাই আমার শেষ সম্বল ছিল। এখন এই কলকাতায় আমার একটা পয়সাও নেই।'

'কত লাগবে তোমার ?'

'মানে ?'

'আমি কাল তোমাকে দিতে পারি। আমার কিছু জমানো টাকা আছে।'

'থাক, দেখি ম্যানেজ করব যা হোক করে।'

'দেখলে, তোমার মনে কেমন প্যাঁচ! আমার কাছে পয়সা নিলে অহঙ্কারে লাগবে না ? যে মেয়েটা —।'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল গোটা ত্রিশ টাকা এনো। কবে কখন শোধ করতে পারব আগে থেকে কথা দিতে পারছি না কিন্তু।'

'আমি যাকে দিই তার থেকে ফেরত নেবার জন্যে দিই না।'

'বেশ। কিন্তু মহারানি, তুমি কি ভাল করে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ ? আমার জীবন এর পর অনিশ্চয়তায় ভরে যাবে। রাজনীতির কাজে কখন কোথায় থাকব তার ঠিক নেই। চাকরি-বাকরি করে স্থির হয়ে থাকব তারও কোনও সম্ভাবনা নেই। তখন ?'

'তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। এ কথা বোঝ না কেন আমি কখনওই তোমার বাধা হয়ে দাঁড়াব না।'

শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছানোর পর মাধবীলতা বলল, 'তুমি যেন কবে বাইরে যাচ্ছ ?'

'সামনের মাসে। নির্বাচনের কাজ করলে অনেক অভিজ্ঞতা হবে। তা ছাড়া জায়গাটা আমার একদম অচেনা নয়।'

'কবে ফিরছ ?'

'ভাবছি নির্বাচন শেষ হলে বাড়ি ঘুরে আসব।'

'আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে ?'

'তুমি যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাড়ি ?'

'সে আর ভাবি না। না, এখন যাব না। যেদিন তোমার পরিচয় নিয়ে যেতে পারব সেদিন আমি যাব। এখন তুমি কাজ করে এসো।'

পকেটে পয়সা না থাকায় পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল অনিমেষ। পথ যদিও দীর্ঘ নয় তবু তার মনে হচ্ছিল সে যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এত আনন্দ কেউ পায়!

www.MurchOna.com

তেইশ

উপ-নির্বাচনটি নিয়ে উত্তরবাংলায় কোনও উত্তাপ নেই।

কংগ্রেসের কাছে আসনটির সঙ্গে অনেক মর্যাদা জড়িয়ে আছে। মন্ত্রীরা ঘন ঘন এসে জনসাধারণকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন। এ সবের দরকার ছিল না আগের নির্বাচনে। যিনি এই আসনে দাঁড়াতেন তাঁর নামটাই একটা মন্ত্র ছিল। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দাঁড়িয়েছেন এবার। পারিবারিক অধিকারে আসনটি তাঁর হবেই জানা সত্ত্বেও কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি, তাই মন্ত্রীদের যাওয়া-আসা। বিরোধীরা কখনওই নিজেদের বিরোধের দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে পারে না। এ সব অঞ্চলে ফরোয়ার্ড ব্লকের পরিচিতি আছে সুভাষ বোসের কল্যাণে। গ্রামের চাষাভুষো মানুষ এখনও তাদের নেতাজির পার্টি বলে মনে করে। সিপি আই, সমাজতন্ত্র দলগুলোও কাজকর্ম করছে। পার্টি ভাগ হবার পর সি পি আই এম অধিকতর সক্রিয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করার অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। নির্বাচনে যোগদান না করলে জনসাধারণের কাছে পার্টির নাম বাঁচিয়ে রাখা যায় না— এরকম একটা বোধ এঁদের প্রত্যেকের। ফলে বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের পক্ষে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার মতো নির্বাচনে জেতা সহজ হয়।

কিন্তু এবার উপ-নির্বাচন বলেই হোক কিংবা অন্য কোনও কারণেই হোক বিরোধীরা মোটামুটি একটা সমঝোতায় এসে প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে। মুশকিল হল যারা নমিনেশন পায় না তারা দল ছেড়ে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। সেটাও এবার এড়ানো গেছে। মোটামুটি দ্বিমুখী লড়াই বলা যেতে পারে। উপ-নির্বাচনটি ঘিরে তাই কর্মীদের মধ্যে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কলকাতা থেকে এসে অনিমেষ সেটা প্রথম দিনেই টের পেয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা নির্বাচন করবেন তাঁরাই নিরুত্তাপ।

দাসপাড়ার পার্টি অফিসে বসে ওরা পরিকল্পনা করছিল। কলকাতা থেকে অনিমেষের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা নির্বাচনের কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। লোকাল কমিটির সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব নিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে। বিভিন্ন পরিকল্পনা হচ্ছিল। সৌমেন সেন বলে একজন প্রৌঢ় অনিমেষদের নেতা। তিনি বললেন, ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনেই ভাল ফল দেয়। যা সময় আছে তাতে এলাকাটা চষে ফেলা যাবে। কতগুলো গ্রুপে ভাগ হয়ে গিয়ে আমরা কাজে লাগতে পারি। মনে রাখতে হবে এখানকার সাধারণ মানুষের একমাত্র জীবিকা চাষবাস। তাই আমাদের কথাবার্তা জমি এবং চাষ দিয়েই শুরু করাই ভাল। আমি বলতে চাইছি ওদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে ওরা আমাদের নিজেদের লোক বলে চিন্তা করে।

লোকাল কমিটির একজন সদস্য কথাগুলো শুনে হাসলেন, 'আপনি যা বললেন তা শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু বাস্তবে বোধহয় এটা একদমই কাজ দেবে না। কারণ দরজায় দরজায় ঘুরলে কেউ আপনার সঙ্গে কথাই বলবে না। মোড়ল যা বলে দেবে তাই এদের কাছে শেষ কথা। মোড়ল দেখবে তাকে কোন দল কীরকম সুবিধে দিচ্ছে, তার ওপর সে নির্দেশ দেবে। সবচেয়ে মুশকিল হল এই মোড়লগুলোর বেশির ভাগই কংগ্রেসি।'

সৌমেনবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা হয়তো ঠিক কিন্তু পুরোটা নয়। কারণ গত নির্বাচনের ফল দেখে বোঝা যায় মোট ভোটের আটচল্লিশ শতাংশ পেয়েছে কংগ্রেস। তা হলে বাহান্ন শতাংশ বিরোধী ভোট গতবার ভাগ হয়েছিল। এই ভোট যারা দিয়েছিল তাদের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করতে হবে।'

লোকাল কমিটির ভদ্রলোকটি বললেন, 'অঙ্কের হিসেব যে এখানে মিলবে না সেটা কাজ শেষ হলে বুঝতে পারবেন।'

অনিমেষ সেটা প্রত্যক্ষ করল। নির্বাচনের কোনও অভিজ্ঞতা তার ছিল না। এখনও সে নিজে ভোট দেয়নি। স্কটিশের হোস্টেলে থাকতে ভোটার লিস্টে তার নাম ওঠেনি। ভোটের দিনে ছেলেদের একটা মজার খেলা ছিল, কে কত জাল ভোট দিতে পারে তার ওপর বাজি ধরা হত। অনিমেষ এখনও পোলিং বুথে ঢোকেনি। কিন্তু কলকাতা থেকে এখানে নির্বাচনের কাজে আসার সময় যে উৎসাহটা ওকে উত্তপ্ত করেছিল তা হল সাধারণ গ্রামের মানুষকে দেখা, জানা। কলকাতা শহরে নির্বাচনী প্রচার সে দেখেছে। পার্কে পার্কে গরম গরম বক্তৃতা, মাঝে মাঝে প্রার্থীরা দল নিয়ে গলিতে গলিতে হাতজোড় করে ঘুরে যান। লোকে ঠিক করেই রাখে কাকে ভোট দেবে এবং তাই দিয়ে চলে আসে। গ্রামে নিশ্চয়ই তা হবে না। এখানে মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে যদি ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা, মানুষের বাঁচার অধিকার কোন পথে আসবে তার একটা স্পষ্ট ছবি যদি লাঙল থেকে হাত নামানো চাষিদের বোঝানো যায় তা হলে সত্যিই কাজের কাজ হবে—এই রকম

www.MurchOna.com

বিশ্বাস নিয়ে সে এসেছে। শহর দিয়ে গ্রাম নয়, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। এবং তা করতে গেলে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা অবশ্যই প্রয়োজন। এইসব থিয়োরিগুলোর বাস্তব রূপায়ণের এত সুন্দর সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হল অনিমেষ। সৌমেনবাবু বুঝিয়ে দিলেন ঠিক কী কী কথা বললে কমিউনিস্ট প্রার্থীর সমর্থনে ভোট পড়বে। প্রথমে অভুক্ত কঙ্কালসার মানুষের ছবিতে রাস্তাঘাট ছেয়ে ফেলা হল। ছবির তলায় বড় করে লেখা, 'আজকের ভারতবর্ষ—কে দায়ি ?' কিন্তু দুদিন বাদেই সেই পোস্টারগুলো উড়ে গিয়ে জুড়ে বসল ক্যালেন্ডারে মতো গান্ধী নেহরু রবীন্দ্রনাথের ছবি; পাশে জোড়া বলদ। কলকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো পরস্পরের পোস্টারগুলো বাঁচিয়ে রাখে সৌজন্যবশত, বোঝা গেল এরা তার ধার ধারে না। রেষারেষি শুরু হয়ে গেলে সেটা কিছুতেই থামতে চায় না, খুন-খারাপি অত্যন্ত সামান্য কথা।

পাকিস্তান সীমান্ত খুব কাছেই ; আবার শিলিগুড়ির সঙ্গে দূরত্ব বেশি নয়। একটা বাস যাতায়াত করে দাসপাড়া— শিলিগুড়ির মধ্যে। পশ্চিম বাংলায় কলকাতার পর আধুনিক শহর বলতে শিলিগুড়িকেই বোঝায়। ব্যবসাকেন্দ্র এবং স্মাগলিং-এর কল্যাণে শহরটা কসমোপলিটান চেহারা নিয়ে ফেলেছে। অথচ তার চৌহদ্দি ছাড়ালেই যে গ্রামগুলো সেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক চেহারা বর্তমান। একশো বছর আগেও যে ভাবে জমি চাষ হত, খাদ্যাভাবে ভুগত এবং সন্তান উৎপাদন করত, আজও তার হেরফের হয়নি। এদের কাছে শিলিগুড়ির সঙ্গে নিউইয়র্কের কোনও ফারাক নেই। উত্তরবাংলার পাঁচটা জেলায় পাঁচটা সদর শহরেই যা কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ—তার আঁচ এদের গায়ে লাগে না। মানুষগুলোর চেহারা কুচবিহার জলপাইগুড়িতে মোটামুটি এক। রাজবংশী সম্প্রদায় মাটি থেকে ফসল তোলেন, চিরকালের অবহেলিত হয়ে আছেন ওঁরা। শহরের মানুষেরা এই সুযোগ নিয়ে ওঁদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। সরলতার শিকার হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে নিজেদের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই এখন। রাজবংশীরাই এখানকার মাটির মানুষ, এঁদের ভোটেই জেতা হারা নির্ভর করে। জোড়াবলদের ওপর একটা আত্মিক টান আছে এঁদের। মোড়লদের নির্দেশ সেই টানকে আরও জোরালো করে।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে ইসলামপুরের দিকে এলেই দুপাশের যে গ্রামগুলো তার চরিত্র আলাদা। পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা একটু একটু করে শিকড় গাড়ছে মাটিতে কিন্তু যারা সংখ্যায় ভারী এবং মাটির কর্তৃত্ব যাদের হাতে তাদের মেজাজটাও সবসময় টানটান। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আধিক্যই গ্রামগুলোর চরিত্র একটু অন্যরকম করেছে। এঁরা যা বোঝেন তার বেশি বুঝতে চান না কিছুতেই। কংগ্রেসের বিকল্প কিছু এঁদের ভাবনাতে আসে না। পাশেই সীমান্ত ছাড়িয়ে পাকিস্তান। কিন্তু সে ব্যাপারে এঁদের কোনও ভাবপ্রবণতা নেই। অনিমেষের কাজ এঁদের সঙ্গেই, এই এলাকার মানুষদের প্রভাবিত করতে হবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিতে।

অনিমেষদের পার্টির থেকে যে ভদ্রলোক প্রার্থী হয়েছেন তিনি মুসলমান। জনসংখ্যার হিসেবে ত্রিশ শতাংশ হিন্দু হলেও উভয়পক্ষই হিন্দু প্রার্থী দিতে সাহস করেননি। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। মালদার একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান দীর্ঘকাল পশ্চিম দিনাজপুরের এই প্রান্তদেশ থেকে সম্মানের সঙ্গে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। এবার তাঁর ছেলে দাঁড়িয়েছেন। গতবার কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হিন্দু ছিলেন বলেই কম ভোট পেয়েছিলেন—এমন কথা শোনা যায়। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই ধাক্কা খেল অনিমেষ। তার মানে কোনও মতবাদ বা আদর্শ এখানে কাজ করছে না ? মানুষগুলোর ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে প্রার্থী নির্বাচন করা হচ্ছে! তা হলে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কী পার্থক্য থাকল ? কথাটা সৌমেনবাবুকে বলতেই তিনি কিছুক্ষণ অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, 'মাও সে তুং-এর একটা থিয়োরি হল, দু'পা এগিয়ে যেতে মাঝে মাঝে এক পা পিছিয়েও যেতে হয়।'

এখন বর্ষার চলে যাওয়ার সময়। তবু উত্তরবাংলায় বর্ষা কি সহজে যেতে চায়। হুড়মুড় করে কিছুক্ষণ জল ঝরিয়ে আকাশ বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ভোর হতেই দাসপাড়া থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ে গ্রামগুলোতে চলে যেত। তখন মাঠের কাজ ছিল না। গ্রামগুলোতে সকাল হত দেরিতে, অদ্ভুত ঢিমে চালে ওরা দিন শুরু করে। এক ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গ্রামের মানুষ দেখা অনিমেষের একটা নেশার মতো হয়ে গেল। এক-একটা গ্রাম যেন একটি বাড়িকে কেন্দ্র করেই বেঁচে আছে। জমিদাররা আর বাংলাদেশে নেই, কথাটা কলকাতায় বসে শোনা ছিল। কিন্তু এখানে এসে মনে হল কথাটা একদম মিথ্যে। জমিদারের চেহারা পালটে গেছে কিন্তু চরিত্র একই রকম আছে। জোতদারের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য নেই। সেই জোতদারের বাড়িতে আগে যেতে হত ওদের।

www.MurchOna.com

মোটামুটি পাকা বাড়ি, টিনের চাল। জোতদার ওদের দেখলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন, 'আসেন আসেন বাবুরা, কী সৌভাগ্য, এ গ্রামের কী সৌভাগ্য যে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক।'

তিন-চারটে মাদুর পাতাই থাকে বোধ হয় সবসময় তাঁর দাওয়ায়। অনিমেষরা বসতেই ভদ্রলোক বললেন, 'বলুন, কী সেবা করতে পারি?'

অনিমেষরা তিনজন এই দলে ছিল। সৌমেনবাবুরা অন্য গ্রামে গেছেন। ভদ্রলোকের মুখের ভাবভঙ্গি অনিমেষের ভাল লাগছিল না। এর একটা কারণ এখানে আসতে যে ঘরগুলো ওর চোখে পড়েছিল তার জরাজীর্ণ দশার তুলনায় এই গৃহটি প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছে। শোষক এবং শোষিতের পার্থক্যটা বড্ড স্পষ্ট। গ্রামে এসে বক্তৃতা করার আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমালে অধিকতর কাজ হবে বলা হয়েছিল।

অনিমেষ বলল, 'আপনি তো জানেন, নির্বাচন এসে পড়েছে। আমরা নির্বাচনের কাজেই এই গ্রামে এসেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'শহরে গিয়ে শুনেছিলাম বটে। তা কোন পার্টির মানুষ আপনারা? আগে তো কখনও দেখিনি!'

অনিমেষ বলল, 'আমরা মহম্মদ চৌধুরীর পক্ষে প্রচার করতে এসেছি।'

'চৌধুরী? অ! তা হলে আপনারা গিয়ে হলেন কমিউনিস্ট। হুম্। এবার কমিউনিষ্টরা খুব চাল দিয়েছে, ভাল ভাল। চৌধুরীকে দাঁড় করিয়ে নবাব সাহেবের ছেলেকে বিপদে ফেলেছে জব্বর। তা আপনাদের পরিচয় জানলাম না তো। শহরেও মনে হয় দেখিনি।'

অনিমেষের সঙ্গী বলল, 'আমরা কলকাতা থেকে নির্বাচনের কাজে এখানে এসেছি।' এখন যদি আপনি সহযোগিতা করেন তা হলে খুশি হব।'

হাঁ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক, 'কলকাতা থেকে এসেছেন? অতদূর থেকে এই গ্রামে! তা হলে তো বলতে হবে খুব জব্বর ব্যাপার হবে এবার। একদম রাজধানীতেও সাড়া পড়ে গেছে আমাদের নিয়ে। কী আশ্চর্য!'

অনিমেষ বলল, 'এতদিন আপনাদের এলাকা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না কিন্তু কংগ্রেসের এতদিনের শাসন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা ভাববার সময় এসেছে। এবং সেটা ভেবেই যেন গ্রামের ভাইরা ভোট দেন।'

ভদ্রলোক পিটপিট করে অনিমেষকে দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝলাম না। গ্রামের মানুষ ভোট দেবে তা আমার কী করার আছে। আপনি আমাকে নিজের কথা বলতে পারেন, অন্যের কথা আমাকে বলে লাভ কী!'

অনিমেষ বলল, 'শুনলাম, আপনার অনুমতি ছাড়া—।'

'মিথ্যে কথা, অপপ্রচার। আপনার যেমন খুশি তেমন বোঝান, আমি এর মধ্যে আসি কী করে।' লোকটি প্রতিবাদ করে উঠল।

ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। চাষ-নির্ভর গ্রাম। মানুষগুলো এত দরিদ্র যে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথাও অনেকে ভুলে গেছে। এই মানুষগুলোকে সচেতন করতে হবে, শ্রেণী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মইদুল শেখের উঠোনে বসে কথা বলছিল অনিমেষ। রোগা, পাঁজর বের করা চেহারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের লুঙ্গি শতছিদ্র। মইদুল উবু হয়ে বসে অনিমেষের কথা শুনছিল। মাটির দাওয়ায় অনিমেষ বসে, মাথার ওপর জলো মেঘ অনেকটা নেমে এসেছে। উঠোনময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কতগুলো ন্যাংটো বাচ্চা। মইদুলের বউ দাওয়ার খুঁটি ধরে একমাথা ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মাংস-মেদ-হীন লিকলিকে শরীরটা ঘিরে কাপড়টায় অনেক সেলাই।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মইদুলভাই, তোমার জমিতে বছরে ফসল হয় কটা?'

'জমি? জমি তো আমার নয় বাবু।'

'যে জমিটা তুমি চাষ করো সেটা তোমার নয়? তবে কার ওটা?'

'বড়কত্তার।'

'সে আবার কে?'

'যার ঘরে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলে। তাঁর।'

অনিমেষ লোকটার মুখ স্মরণ করল, কেমন তেল-চকচকে চেহারা। এই গ্রামে ঢুকতে গেলে ওঁর

www.MurchOna.com

সঙ্গে কথা বললে সহজ হবে এ কথা শুনেছিল অনিমেষ। যেন এই গ্রামের মানুষেরা সব ওঁর তাঁবেদার। দু'পা এগোতে হলে এক পা পিছোতে হবে—তাই বুঝি এই লোকটির সঙ্গে সমঝোতা করতে হল।

'তার মানে তুমি ভাগচাষি ?'

মাথা নাড়ল মইদুল, 'ফসল হয় তিনবার। জমি যার তার, পরিশ্রম আমার— দু'ভাগ তিনি নেবেন একভাগ আমি।'

অনিমেষ বলল, 'ওতে চলে সারা বছর ?'

সাদা চোখে অনিমেষের দিকে তাকাল মইদুল। এমন ফ্যাকাসে চোখ কখনও দেখেনি অনিমেষ। ওই দৃষ্টি যেন বুকের ভেতরটা নড়বড়ে করে দেয়। কোনও শব্দ দিয়ে বোধ হয় এমন উত্তরটা দেওয়া যেত না।

অনিমেষ উসখুস করে জিজ্ঞাসা করল, 'এর আগে কখনও ভোট দিয়েছ ?'

ঘাড় নাড়ল মইদুল, 'তা দেব না কেন না দিলে চলে !'

'কাকে ভোট দিয়েছ ?'

'বড়কত্তার পার্টিকে।'

'সেটা কী? '

'ওই যে বাবু, জোড়া বলদ, তাতে ছাপ দিয়েছি আমরা।'

'কিন্তু কেন দিলে তাতে ?'

'ভারী মজার কথা! দেব না কেন ? বড়কত্তা বলল তাই দিলাম।'

'যাদের দিলে তারা ভাল লোক না মন্দ তা না জেনেই দিলে ?'

'সে খবরে আমাদের দরকার কী ! আর যে সব ছবি ছিল এই যেমন কাস্তে ধানের শিষ, সিংহ, ওদের দিয়েই বা কী লাভ হত ? এ তবু চেনা ছবিতে ছাপ দেওয়া। বড়কত্তা বোঁদে খাওয়ালেন সেদিন, সেটাই লাভ।' মইদুল হাসল, এবার বউ-এর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

অনিমেষ অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল, 'শোনো ভাই মইদুল, তুমি যেমন একজন মানুষ, যে দেশের জন্য খাবার উৎপাদন করে ঘাম ঝরিয়ে—' এই অবধি বলেই অনিমেষের মনে হল যে সে ঠিক ভাষায় কথা বলছে না। এই ভাবে কথা বললে মইদুলের কাছে পৌঁছানোই যাবে না। সে আবার শুরু করল, 'শোনো ভাই মইদুল, তুমি নিশ্চয়ই চাও তোমার নিজের জমি হোক, ছেলেমেয়েরা ভরপেট খাক, ভাল জামাকাপড় পরুক, যে ফসল তুমি তৈরি করবে তার ন্যায্য দাম পাও, ঠিক কিনা!'

মউদুল কথা না বলে তার সাদা চোখে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

অনিমেষ আবার বোঝাতে লাগল, 'কিন্তু এতদিন তুমি কী পেয়েছ! জমিটাও নিজের নয়, অন্যের দয়ায় কোনওরকমে বেঁচে আছ। কেন এই অবস্থা ? তুমি ভেবেছ কখনও ?'

আঙুলটা কপালে ঠুকল মইদুল, ঠুকে হাসল।

অনিমেষ বলল, 'মিথ্যে কথা ! ভাগ্যে কিছু লেখা থাকে না। মানুষ নিজেই তার ভাগ্য তৈরি করে। দেশের মানুষকে সুস্থ সবল রাখার দায়িত্ব হল তার সরকারের। আমাদের এই দেশ একদিন ইংরেজের অধীনে ছিল। তারা ছিল বিদেশি। এখান থেকে শোষণ করে নিয়ে যাওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্ষমতা হাতে নিল যারা তারা এতগুলো বছর ধরে কী করল ? তারা গরিবের রক্তে নিজেদের সম্পদ আরও বাড়িয়েছে। কিন্তু দেশের কথা ভাবেনি, দেশের মানুষের জন্য কোনও চিন্তা করেনি। যার জন্য আজ তোমার জমি নেই, খাবার নেই। তুমি এদের সঙ্গে একা লড়তে পারবে না। এদের শক্তি অনেক। আর এদের মদত দিচ্ছে তোমার বড়কত্তার মতো ছারপোকারা। কিন্তু এদের শাস্তি দেওয়ার আর একটা উপায় আছে। এই হল সুযোগ। তুমি এবং তোমরা ইচ্ছে করলে এদের ছুড়ে ফেলে দিতে পারো রাস্তায়। কী করে ? তোমরা যদি সামনের নির্বাচনে ভোট না দাও ওদের তা হলে ওরা নির্বাচিত হতে পারবে না। মন্ত্রী না হতে পারলে দেখবে ওরা সব কেঁচো হয়ে যাবে।'

অনিমেষ একটু থেমে মইদুলকে জরিপ করল। চোখের দৃষ্টি একটুও পালটায়নি। সেই একইভাবে উবু হয়ে বসে আছে সে। অনিমেষ আবার শুরু করল, 'বলদ চিহ্নে নয়, তোমাদের উচিত কাস্তে হাতুড়িতে ছাপ দেওয়া। আমরা চাই সমস্ত সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আমরা চাই যার

www.MurchOna.com

জমি নেই সে নিজের চাষের জমি পাবে, যে ফসল সে উৎপাদন করবে তার উপযুক্ত দাম পাবে, যে কোনও কৃষকের সন্তান শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ পাবে। দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে না। এই সব সম্ভব হবে যদি তুমি আমাদের নির্বাচিত করো।'

'বড় ভাল লাগে বাবু এ সব কথা শুনতে।' মইদুল দুলছিল।

'তা হলে বোঝো, জীবনটা তোমার স্বচ্ছন্দে এরকম করে ফেলতে পারো।'

'কিন্তু সেবার ওনারাও তো এ সব কথা শুনিয়ে ছিলেন, কিন্তু —।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল অনিমেষের, 'কারা?'

'বড়কত্তার দল, জোড়াবলদ যাদের ছাপ দিলাম সবাই, তাঁরা। আপনি যে সব কথা শোনালেন তারাও এই সব খোয়াব আমাদের দেখালেন। আর তাই শুনে শুনে বড়কত্তা আমাদের কত উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কী হল, আমাদের কোনও উন্নতি হল?' মইদুল ঘাড় নাড়ল।

অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না কংগ্রেসিরা কী করে এই সব কথা এদের বুঝিয়েছে। ওরাও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইছে নাকি? এই মানুষটি যদি একই কথা ওদের মুখে শুনে থাকে তা হলে কোনওরকমেই অনিমেষের কথায় আস্থা রাখতে পারে না। খানিকটা চিন্তা করে সে আবার বোঝাতে চাইল, 'তা হলে ওরা মিথ্যে বলেছে এটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। তোমার বড়কত্তা নিজের সম্পত্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন তোমাদের শোষণ করে।'

মইদুল হেসে উঠল আচমকা, যেন অনিমেষ খুব মজার কথা বলেছে, 'এ কী কথা বললেন, সবাই তো চায় নিজের অবস্থা ভাল হোক, নতুন কী!'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু দশজনের সম্পত্তি একজনের ঘরে গিয়ে জমা হবে কেন? আমরা চাই সবাই সমান অবস্থায় থাকুক। লাঙল যার জমি তার। তোমরা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও দেখবে দিন পালটাবেই।'

মইদুল বলল, 'এ সব একদম বাসি কথা। ভোটের আগে আপনি গাঁয়ে এসে আমাকে শোনালেন, আর পাঁচ বছর আপনার মুখই দেখতে পাব না। তখন আমাকে কে বাঁচাবে? না ওই বড়কত্তাই! তাই খামোকা তাঁকে চটিয়ে লাভ কিছু নেই।'

অনিমেষ হতাশ হচ্ছিল। এই লোকগুলোকে কী ভাবে বোঝানো যায়? নিজেদের স্থবির পরিবেশ থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষাটাই যেন মরে গেছে। আচ্ছা, লোকটাকে আহত করলে কেমন হয়? ওর মনে ঘা দিলে যদি নড়েচড়ে বসে।

অনিমেষ বলল, 'দেখো কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না যদি সে নিজে বাঁচতে না চায়। তোমরা, এই গ্রামের মানুষরা যদি এক হয়ে শোষণের বিরুদ্ধে না দাঁড়াও তা হলে চিরকাল এ ভাবেই পড়ে পড়ে মার খাবে। বড়লোকের সেবা করে তোমার কী লাভ হচ্ছে? তোমরা এত ভীরু কেন?'

খুব আস্তে মইদুল বলল, 'কী করতে বলেন!'

উৎসাহিত অনিমেষ জানাল, 'তোমরা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করো। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল নির্বাচন। ভোটের মাধ্যমে আমরা একটা সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জনদরদি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবছে। ভোট হল ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রধান অস্ত্র।'

হঠাৎ মইদুল খেপে গেল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল, গলা স্বর উঁচুতে উঠল, 'তখন থেকে এক কথা ঘ্যানর ঘ্যানর করবেন না তো। ভোট-ফোট সব বুজরুকি। ও দিলেও যা না দিলেও তা। যে জেতার সে ঠিক জিতবেই। আর জিতে গেলে নীচের দিকে তাকাবে না। যতক্ষণ সবার পা খালি ততক্ষণ কাদা লাগুক কেউ কিছু ভাবি না। কিন্তু যেই জুতো দিলাম পায়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা চলা টিপুস টিপুস হয়ে গেল, হবেই। কী সব কথা বলছিলেন, সবাই সমান হবে, পেট ভরে খেতে পাবে, বলছিলেন না! ছাই হবে, যত্ত বুকুনি। ভোট-ফোট না, যদি সবাই জোট করে গিয়ে কেড়েকুড়ে নিতে পারি তবেই ফিরবে। ফালতু খোয়াব দেখাবেন না।'

শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। এই জীর্ণ শরীর থেকে এরকম কথা বেরিয়ে আসবে কল্পনাও করেনি সে। কোনওরকমে বলল, 'তবে সেটাই করছ না কেন!'

মাথা নাড়ল মইদুল, 'করলে কি আর আপনাকে এত কথা বলতে দিতাম! ওটা একটা মুখের কথা, সাহস নেই, শক্তিও নেই, আল্লাই বা মানবেন কেন!'

মইদুল তবু মুখ ফুটে এত কথা বলেছিল। গ্রামের অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। কেউ মুখ খোলে না। সবাই মরা মাছের মতো চোখ চেয়ে থাকে। সারা

www.MurchOna.com

দিন গ্রাম ঘুরে বিকেলে একটা জমায়েত করল ওরা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীর পক্ষে জোরালো বক্তৃতা করে আবেদন জানাল ভোটের জন্য। কিন্তু অনিমেষ অনুভব করছিল এ সব কথা কাউকেই স্পর্শ করছে না। যাত্রা দেখার মতো ওরা ওদের দেখছে। প্রতি মুহূর্তেই সে মনে করছিল তাদের এই বলার ধরণ ও বিষয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের বক্তব্যের বোধহয় কোনও গরমিল নেই। কমিউনিজম কি এভাবে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায়?

মিটিং-এর শেষে ওরা যখন ফিরে আসছে তখন গ্রামের বড়কত্তা ওদের সাদরে আমন্ত্রণ করলেন জলপানের জন্য। সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। খিদেও পেয়েছিল খুব। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুরোধ এড়াতে পারল না ওরা।

মুড়ি নারকোল আর বাতাসা খেতে খেতে ভদ্রলোকের কথা শুনল অনিমেষরা, 'আজ সারাদিন তো ঘুরলেন আপনারা। দেখলেন কেমন?'

অনিমেষ বলল, 'এ ভাবে মানুষ বেঁচে থাকে কল্পনাও করা যায় না।'

ভদ্রলোক বলল, 'এ ভাবে মানুষ বেঁচে আছে। আপনারা যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা তো এদের চেনেন না। এই গ্রামে, ধরেন, আটশো ভোট আছে। প্রতিবার জোড়াবলদ পায় সেগুলো। আগে যিনি দাঁড়াতেন তিনি আমাকে অতীব স্নেহ করতেন। তাঁর ছেলেটা শুনেছি লোক ভাল নয়। তাই আমারও পছন্দ নয়। এখন কী করবেন ঠিক করুন।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'সরল কথা। আটশো ভোটের যারা ন্যায্য দাম দেবে তারাই এগুলো পাবে। যিনি এম.এল.এ. হবেন তিনি পাঁচ বছর ধরে কত পাবেন ভাবুন তো। হাজার রাস্তায় তাঁর পকেটে টাকা ঢুকবে। তাই হবার আগে আমাদের একটু মূল্য দিলে ক্ষতিটা কী, বরং নিশ্চিন্ত। একশো গুণ হয়ে টাকাটা ঘুরে আসবে তাঁর ঘরে।' হাসলেন বড়কত্তা।

'অসম্ভব। কী যা-তা কথা বলছেন? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনি ভোট বিক্রি করার প্রস্তাব দিচ্ছেন। আপনাকে তো জেলে পোরা উচিত।' অনিমেষের এক সঙ্গী চিৎকার করে উঠল।

'গণতন্ত্র!' হা হা করে হাসলেন বড়কত্তা, 'মজার কথা বললেন। ও সব তো বইয়ে থাকে। আরে মশাই কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট, যারা ভোটে দাঁড়ায় তারা একই টাকার এ-পিঠ ও পিঠ। ক্ষমতা পাবে বলে, পার্টির ফান্ড বাড়বে বলে, ক্যাডারদের চাকরি দেবে বলে আর নিজের পকেট ভারী করবে বলে---এই তো মতলব। তা যারা তাদের ভোট দিয়ে এ সব পেতে সাহায্য করবে তারা আঙুল চুষবে?'

অনিমেষরা আর কথা না বলে বেরিয়ে এল। মাঠ ভেঙে দাসপাড়ায় ফেরার সময় অনিমেষের খুব ক্লান্ত লাগছিল। মনে হচ্ছিল সারাদিনের পরিশ্রম কোনও কাজেই লাগল না। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে তাতে দেশের মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন কতটা ঘটেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মইদুলের মতো মানুষেরা তাই ভোটের ওপর কোনও আস্থা রাখে না। কেড়ে নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু সেটা তো স্রেফ ডাকাতি, অরাজকতা।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনিমেষ আর একটি কথা ভাবছিল। নির্বাচনী প্রচার করতে এসে তারা জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে আমাদের ভোট দিন, আমরা আপনাদের সুখের রাজ্যে নিয়ে যাব। কংগ্রেসিরাও নিশ্চয়ই একই কথা বলছে। এ যেন তিন-চারটে সাবানের কোম্পানি দরজায় দরজায় নিজের প্রোডাক্টের গুণাগুণ বলে বেড়াচ্ছে বিক্রি বাড়াবার জন্য। যে সব প্রার্থী দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ নেই। তারা, কর্মীরা, কয়েকদিনের জন্য মধ্যস্থতা করছে মাত্র। কোনওরকম বিশ্বাস থেকে এরা ভোট দেবে না। যদি দেয় তা হলে কথার চটকে ভুলে কিংবা কোনও প্রাপ্তির আশায়। দেশে নতুন সরকার গঠিত হলে তার সঙ্গে মইদুলদের কী সম্পর্ক থাকবে? তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি যদি একটি সংগঠিত আদর্শের ধারক হয় তা হলে এই নির্বাচনের ব্যবস্থায় তার সঙ্গে কংগ্রেসের পার্থক্যটা কী থাকছে? এ দেশের মানুষকে যে বিষাক্ত রাস্তায় হাঁটানো হয়েছে এতদিন তাতে কিছু না পেলে বা পাইয়ে না দিলে তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। এই দেওয়া-নেওয়া পদ্ধতিতে কী কখনও কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

এই ক'দিন নির্বাচনী প্রচার অনিমেষকে আর একটি জিনিস শেখাল। কমিউনিস্ট নেতাদের বিখ্যাত উক্তিগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন হল একমাত্র অস্ত্র। এবং তার ব্যবহার করতে গেলে কোনওরকম কুণ্ঠা রাখা বোকামি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন

www.MurchOna.com

যুদ্ধে কোনও কাজই অসঙ্গত নয়। নির্বাচনে জিততে হলে সবসময় থিয়োরি আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না। বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে ছোট শত্রুর সঙ্গেও সাময়িক বন্ধুত্ব করতে বাধা নেই। নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে গৃহীত পথ যদি কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন না হয় তো ক্ষতি কী। কারণ, দু'পা এগোতে হলে এক পা পিছিয়ে যেতে আপত্তি নেই। অস্থির অনিমেষ দাসপাড়া থেকে এক সকালে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেল, কাউকে কিছু না বলেই।

চব্বিশ

কদমতলায় বাস থেকে নামতেই রিকশার হর্ন আর মানুষের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সঙ্গে একটি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, অনিমেষ চুপচাপ হেঁটে রূপমায়া সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রতি বছর শহরটা একটু একটু করে চেহারা পালটাচ্ছে। নতুন নতুন দোকান এবং তাদের সাজানোর ঢং-এর অভিনবত্ব চোখে পড়ছে। রূপমায়ার আগে নাম ছিল আলোছায়া। জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছিল সে এখানে, ছবিটার নাম দস্যু মোহন। হলটাকে ভালভাবে দেখল অনিমেষ। এতগুলো বছরেও একই রকম আছে। তবে আগে হিন্দি ছবি হত না, এখন তাই চলছে।

খুব চেনা রাস্তায় দীর্ঘদিন পরে হাঁটলে এক ধরনের অনুভূতি হয়। অনিমেষ খুশি-খুশি মেজাজে চারপাশে তাকাচ্ছিল। চৌধুরী মেডিক্যালের কাউন্টারে রামদা বসে আছেন। অনিমেষকে দেখে হাত তুলে ডাকলেন। ভদ্রলোকের হাসিটা খুব সুন্দর। কখনও চুলে তেল দেন না বলে সব সময় ফেঁপে থাকে সেগুলো। ওঁর ওষুধের দোকানের সামনে এলেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় অনিমেষের। নানান ট্যাবলেট ক্যাপসুল এবং ওষুধের বোতল দেখতে দেখতে একধরনের নিরাপত্তা আসে। এখানে বসে থাকলে কোনও অসুখ আক্রমণ করতে পারবে না। দোকানের মধ্যে ঢুকলে যে ওষুধ-মার্কা গন্ধটা নাকে আসে তা বেশ আরামদায়ক মনে হয় তখন।

রামদা হাসলেন, 'কবে আসা হল?'

'এই মাত্র।' কাঁধের ব্যাগটা দেখাল অনিমেষ।

'এইভাবে, শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে?' রামদা বিস্মিত।

'কাজে এসেছিলাম এ দিকে, হঠাৎ চলে এলাম। তা আপনাদের খবর কী?'

'আমি সব সময় ভাল। ও হ্যাঁ, কে যেন বলছিল তুমি এখন পার্টি করছ?'

'বাঃ, এখানেও খবর এসেছে? খুব না, একটু একটু।'

'এইটেই খারাপ লাগে। যখন কিছু করবে তখন হয় পুরোদমে করবে নয় একদম ধারে-কাছে যাবে না। মাঝামাঝি থাকাটা মারাত্মক। জানো তো, অখিলদা মারা গেছেন!'

'অখিলদা, মানে কংগ্রেসের—!'

'হ্যাঁ, তবে ওঁকে তোমার অন্য পরিচয়ে চেনা উচিত ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের খেলাধুলোর উন্নতি যে লোকটা না থাকলে হত না।'

অনিমেষের মনে পড়ল মানুষটাকে। যে কোনও স্পোর্টস বা খেলায় এই লোকটিকে না হলে চলত না। অর্থবান মানুষ, খেলার জন্য দু'হাতে অর্থ বিলিয়েছেন। এমনকী বৃদ্ধ বয়সেও নিজে ফুটবল খেলতে নামতেন। হাফপ্যান্ট পরা ফরসা হাসিখুশি সেই মানুষটি লেফট আউটে দাঁড়িয়ে এই বয়সেও এমন কিক করতেন যেটা রামধনু হয়ে গোলে গিয়ে ঢুকত। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল?'

'মার্ডার! রাত্রে খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে—।' রামদা গম্ভীর হলেন।

'কেন?'

'সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। ওরকম হাসিখুশি মানুষকে কি সুস্থ মাথায় মারা যায়? পুলিশ কোনও হদিশ পাচ্ছে না। শহরটা কেমন পালটে যাচ্ছে। এখন কেউ কাউকে পছন্দ না করলে সহজেই সরিয়ে দিতে পারে।'

অনিমেষ রামদাকে দেখল। ওঁর সুন্দর মুখটা এখন বিমর্ষ। যতদূর জানা আছে রামদা কোনও রাজনীতিতে নেই। বাবুপাড়া পাঠাগারের সূত্রে গল্প-উপন্যাস পত্রিকা নিয়ে ডুবে থাকেন। তা হলে শহরটা ভেতরে ভেতরে পালটে যাচ্ছে! এটা কি রাজনীতির কুপ্রভাব? প্রসঙ্গটা এড়াতে রামদা একটা কাশির লজেন্স বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ক'দিন থাকছ?'

'ঠিক নেই।' বলে লজেন্সটা কাগজ থেকে ছাড়িয়ে মুখে ফেলল অনিমেষ।

রামদা তখনই একজন খদ্দেরকে ওষুধ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অনিমেষ বলল, 'চলি।' ঘাড়

www.MurchOna.com

নেড়ে সম্মতি জানিয়েই রামদা আবার হাত তুলে দাঁড়াতে বললেন। গলায় ঝাঁজ লাগছিল অনিমেষের। ওর মনে পড়ে গেল আগে যখনই এখানে আড্ডা মারতে আসত তখন এই লজেন্সটা তার বরাদ্দ থাকত। কথাটা তার খেয়ালে ছিল না কিন্তু রামদা সেটা মনে রেখেছেন। তার নিজের মনের অবচেতনায় ব্যাপারটা থেকে গিয়েছিল বলেই ওটা নেওয়ার সময় সে অন্যমনস্ক-স্বচ্ছন্দতায় নিয়েছিল। রামদাকে আজ নতুন করে ভাল লাগল তার।

কাজ শেষ করে রামদা ওর সামনে এসে কাউন্টারের ওপর দু'হাত রেখে বললেন, 'তোমার দাদু এসেছিলেন।'

'দাদু?'

'হুঁ। এখন তোমাদের ওঁকে একা রাখা উচিত নয়।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'তুমি কিছু জানো না?'

'না।'

'সত্যি?'

'বিশ্বাস করুন।' অনিমেষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। দাদু তো এই সেদিন গয়া থেকে ওর কাছে ঘুরে ফিরে এসেছেন। চিঠিতেও তো কিছু লেখেননি।

'কিছুদিন হল ওঁর কানে একটা ঘা মতো হয়েছিল।'

'কানের ভেতরে?'

'না, লতিতে। কিছুতেই সারছিল না বলে ডক্টর সেনের কাছে যান। তিনি সাসপেক্ট করছেন—।' অনিমেষের দিকে তাকালেন রামদা। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু ভাবলেন। অনিমেষ বুঝল যে রামদা কোনও অপ্রিয় কথা বলতে দ্বিধা করছেন। সে একটা হাত বাড়িয়ে রামদার হাতে রাখল, 'বলুন, এখন আমি আর বালক নই।'

'ডক্টর সেন এটাকে একধরনের লেপ্রসি বলে সন্দেহ করছেন। কিন্তু, শোনো শোনো, আপসেট হয়ো না, এটা জাস্ট সন্দেহ। তোমার দাদুকে উনি যে সব পরীক্ষা করাতে বলেছিলেন তার একটাও করতে চাননি। সামান্য কয়েকটা টেস্টে এটা ধরা যাবে। আর আজকাল তার প্রচুর ওষুধ আছে, কোনও সমস্যাই নয়। আমার কাছে উনি এসেছিলেন কয়েকটা ওষুধ কিনতে আর ইঞ্জেকশন নিতে। ওঁকে অনেক বোঝাতে চাইলাম কিছুতেই শুনলেন না। বললাম, ডক্টর সেন ভুল করতে পারেন, আপনি আর একজনকে দিয়ে যাচাই করান, স্কিন টেস্ট করুন। বাট হি ইজ টোটালি এ চেঞ্জড ম্যান। তুমি যখন এসে পড়েছ ওঁকে ভাল করে বোঝাও।'

অনিমেষের মাথায় আর কিছু ঢুকছিল না। দাদুর কুষ্ঠ হয়েছে? থেকে থেকে শরীরে একটা কাঁপুনি আসছিল। কাউন্টারের ওপর দুহাতের ভর রেখে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু রামদা, ব্যাপারটা কি ঠিক?'

রামদা দ্রুত হাত নাড়লেন, 'এটা একটা অনুমানমাত্র। অনেক সময় শুধু ভিটামিনের অভাবে শরীরের ঘা শুকুতে চায় না, ডায়েবেটিস থাকলেও হতে পারে। ব্যাপারটা আসলে কী তা পরীক্ষা না করলে কী করে বোঝা যাবে? কিন্তু তার আগেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। শুনছি আজকাল বাড়ি থেকে বেরও হচ্ছেন না। তুমি ওঁকে বোঝাও।'

রামদার দোকান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নেবে কিনা ভাবল অনিমেষ। খবরটা শোনামাত্র শরীর কেমন অবসন্ন হয়ে গেছে। দাদুর যদি সত্যি কুষ্ঠ হয়ে থাকে তা হলে-কোনও হিসাব মেলাতে পারছিল না অনিমেষ। সে দ্রুত হাঁটা শুরু করল নিজেকে শক্ত করতে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে থানার পাশ ঘুরে করলা নদীর ধারে হনহন করে হেঁটে আসার পথে একটাও চেনা মুখ পড়ল না। অনিমেষ এই মুহূর্তে পরিচিত কাউকে দেখতেই চাইছিল না। কারও সঙ্গে কোনও খেজুরে কথা বলার মতো মেজাজও নেই।

বাড়িটাকে রং করা হয়েছিল অনেকদিন আগে কিন্তু এখনও বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে। সরু গলি দিয়ে হেঁটে এসে বাড়ির সামনে গেটটায় হাত রাখল অনিমেষ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ঝিম মেরে আছে চারধার। এখন দুপুর। বাইরে সব দরজা জানলা বন্ধ। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয় অত বড় এলাকা জুড়ে তৈরি বাগান এবং বাড়িতে কোনও মানুষ নেই। সামনের অংশে আগে ভাড়াটেরা থাকত। এখন সেগুলোও যে ফাঁকা তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে দরজায় শব্দ করল।

www.MurchOna.com

বেশ কিছুক্ষণ সাড়া নেই, তারপরই একটা সরু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'কে এল আবার, ও হেম, দ্যাখো না একবার !' অনেক কষ্টে বোঝা যায় এই গলায় সরিৎশেখরের। অনিমেষের মেরুদণ্ডে কেউ যেন বরফ ঘষে দিল। একী গলায় হয়েছে ওঁর! শ্লেষ্মাজড়ানো অথচ ভাঙা কাঁসির মতো বিরক্তি মাখানো এরকম সরু স্বর সরিৎশেখরের কণ্ঠ থেকে বেরুবে চিন্তাও করা যায় না।

পিসিমার গলা শুনল অনিমেষ, 'আপনি দেখুন না, আমার সময় নেই।'

'কেন কী রাজকার্য করছ তুমি, আঁ ?'

'আমার পিত্তি চটকাচ্ছি। এগুলো না রাঁধলে গিলবেন কী ?'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ? রান্না শেখাচ্ছ আমাকে ?'

'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার চাকরানি হয়ে জীবনটা গেল আমার। কেন, ওখান থেকে একটু উঠে গিয়ে দেখতে পারছেন না ?'

অনিমেষ চুপচাপ সংলাপগুলো শুনছিল। দাদু এবং পিসিমার সম্পর্ক প্রায় আগের মতো থাকলেও মনে হচ্ছে কোথাও যেন সুর কেটে গেছে। অনিমেষ আর একবার দরজায় টোকা দিল। গনগনে আঁচের মতো মেজাজ এগিয়ে আসছে বোঝা গেল। দুপদাপ পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। শব্দ করে দরজা খোলার সময় হেমলতা বিড়বিড় করছিলেন, 'আসার আর সময় পায় না, ভরদুপুরেও—।'

দরজা খুলে যেতে ও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু একী হয়েছে পিসিমার চেহারা! শুকিয়ে প্রায় দড়ি পাকিয়ে গেছে শরীর। গায়ে সেমিজ নেই, সাদা ফিতে পাড় ধুতিটা গোড়ালি ঢাকেনি। গাল ভেঙে গেছে। বাইরের কড়া রোদ চোখে পড়তে দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়েছিল একটু পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠলেন, 'বাবা দেখুন কে এসেছে !'

অনিমেষ নিচু হয়ে প্রণাম করতেই উনি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। হেমলতার মুখ অনিমেষের বুকে এবং তখনই ফোঁপানি শুরু হল। কান্নাটাকে আর ধরে রাখতে পারছেন না হেমলতা, দমবন্ধ গলায় শুরু উচ্চারণ করছেন, 'অনিবাবা, অনিবাবা!'

অনিমেষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে শৈশবে এই মহিলার সঙ্গে চলে আসার পর থেকে অনেক মান-অভিমান এবং সুখের স্পর্শ পেয়ে সে যৌবনে পৌঁছেছিল। কিন্তু কখনও এমন করে হেমলতা ব্যক্তিগত আড়াল সরিয়ে তার বুকে মাথা ঠোকেননি। নিজের মাকে এখন আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দু'একটা সুখ এবং দুঃখের স্মৃতিতে আধো আলোছায়ায় মুখ বুজে আছে। কিন্তু একদিকে সরিৎশেখরের ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে হেমলতার স্নেহের প্রশ্রয় তার বালককাল ও কৈশোর জুড়ে ছড়ানো—এ তো অস্বীকার করা যায় না। আজ হেমলতা তার বুকে এমন করে ভেঙে পড়তে অনিমেষের নিজেকে সামলানো মুশকিল হচ্ছিল।

কয়েক মুহূর্ত এই অবস্থায় থাকতেই ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল, 'কে এল, ও হেম, কে এল এখন ?'

হেমলতা ফিসফিস করে অনিমেষকে বললেন, 'অনেক কথা আছে অনিবাবা, তোকে পরে বলব।' তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গলা তুললেন, 'আপনার নাতি এসেছে, অনিবাবা। কী কালো হয়ে গেছে দেখুন।' কথাটা বলতে বলতেই হেমলতা ভেতরে ঢুকলেন। এই মুহূর্তে তাঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। যেন বিশ্বজয় করে এসেছেন এমন ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছিলেন। একটু আগের কান্নাটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যেন অনিমেষ এ বাড়িতে আসতেই তাঁর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, আর কোনও কিছু নিয়ে তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

অনিমেষ আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। এই ঘরের আসবাব, চেহারা এমনকী গন্ধটা অবিকল একই রকম রয়েছে। স্বর্গছেঁড়া থেকে জলপাইগুড়িতে এসে সরিৎশেখর এই ছ' কামরার বাড়িটা প্রথমে তৈরি করেছিলেন মাথা গোঁজার জন্য। তারপর বড় বাড়ি হল, অনেক যত্নে সেটাকে তৈরি করলেন সরিৎশেখর। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওখানো গিয়ে থাকার ইচ্ছে হল না তাঁর। এখনও সেই পুরনো ঘরেই রয়ে গেছেন। অনিমেষ বাড়ির ভেতরে ঢুকেই চমকে গেল।

ভেতরে উঠোন জুড়ে যে কাঁঠালগাছটা ছিল সেটা আর নেই। অনেকটা জায়গা ন্যাড়া দেখাচ্ছে এখন। আর তার ঠিক মাঝখানে বেতের রং-ওঠা চেয়ারে আপাদমস্তক ঢেকে এই রোদে বসে আছেন সরিৎশেখর। একটা নস্যিরঙা চাদরে ওঁর মাথা ঢাকা, শুধু চোখ আর নাক বেরিয়ে আছে বাইরে। বারান্দার কোণে এসে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল। অনিমেষের মনে হল একটা শীতল হাওয়া যেন তার শরীরে কনকনানি ছড়াচ্ছে। এই মাত্র সামান্য ক'দিনের ব্যবধানে একটা মানুষের চেহারায় এতখানি পরিবর্তন ঘটতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কাঁধের ব্যাগটাকে বারান্দার টুলের ওপর রেখে অনিমেষ উঠোনে নামল, 'কী হয়েছে আপনার ?'

www.MurchOna.com

সরিৎশেখর চিৎকার করে উঠলেন। সেই গম্ভীর স্বর নেই, বাচনভঙ্গিতে যে ব্যক্তিত্ব অনেকের সাহস হরণ করত তা উধাও, চিনচিনে গলায় শব্দটা ছিটকে বের হল, 'কাছে এসো না, কাছে এসো না, দূর থেকে কথা বলো !'

অনিমেষ ভাল করে দাদুকে দেখল। নাক চোখ তো স্বাভাবিকই আছে। সে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল আবার, 'কেন, কী হয়েছে ?'

' কেন, শোনোনি কিছু ? এখানে আসার পথে কেউ তোমায় বলেনি ?'

'না।' মিথ্যে কথাটা শক্ত গলায় বলল অনিমেষ।

'সেকী। লোকে আমায় আজকাল দেখলেই সরে দাঁড়ায়। পাড়ায় একটা কম্পাউন্ডার পাই না যে আমাকে ইঞ্জেকশন দেবে আর তোমাকে কেউ কিছু বলল না! কেন, তোমার পিসিমা তো দরজা খুলে অনেকটা সময় নিল, সে কিছু বলেনি ?'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা রান্নাঘরের বারান্দা থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি বলতে যাব কেন ? আপনার দুর্গতির কথা আপনি বলুন। আমার তো আর ভীমরতি হয়নি আপনার মতো'।

'অ।' চাদরে মোড়া মাথাটা একটু দুলল। তারপর অনিমেষকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানালেন, 'শোনো, আমার কুষ্ঠ হয়েছে। জানি, সব কুষ্ঠ সংক্রামক নয়। তবু আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই কেউ এখানে আসুক আমি পছন্দ করি না। তোমার বাবাকে আমি জানিয়েছি, কিন্তু সে কথা শুনতে চায় না। সপ্তাহে একদিন এসে তোমার পিসিমার কাছে খবর নিয়ে যায়।'

হেমলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুনলি অনিবাবা, শুনলি। অন্য কাউকে উনি রোগ ধরাবেন না কিন্তু আমার বেলায় সে কথা একদম মনে পড়ল না। স্বার্থপর কীরকম দ্যাখ তুই। সেই যে ছেলেবেলা থেকে গু-মুত ফেলাচ্ছেন তা থেকে আর নিস্তার নেই।'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, 'নিজের শরীর তো আর আয়নায় দ্যাখো না, হয় তুমি নয় আমি, যে কেউ আগে যেতে পারি। আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। এই বয়সে তোমার যদি আমার রোগ হয় তা হলে কি এমন বেশি হবে। আমার তো এই শরীরের ওপর কোনও মায়া নেই। গয়ায় গিয়ে মুক্তপুরুষ হয়ে এসছি। কিন্তু আমার ওপর তো তোমার খুব মায়া আছে। তাই তোমাকে দূরে যেতে বলছি না। আর তা বললে যে ক'দিন বেঁচে আছি খাব কী ?'

হেমলতার গলাটা আচমকা পালটে গেল, 'ওই আর এক ন্যাকাপনা হয়েছে, বাবা নিজে নিজের শ্রাদ্ধ করে এসেছেন। আর তাই জগতের ওপর শরীরের ওপর ওঁর কোনও মায়া নেই! তাই যদি তবে তো রোগ হয়েছে বলে মানুষের সামনে যাচ্ছেন না কেন ? ভাত একটু শক্ত থাকলে খাবার সময় আমার পিণ্ডি চটকান কেন ? এর নাম মুক্তপুরুষ, না ? আপনার দুটো বউ যে আগে-ভাগে মরে গেছে সেটা তারা কপাল করে এসেছিল বলেই, বুঝলেন ?'

অনিমেষ একটু কড়া গলায় বলল, 'পিসিমা, আপনি একটু চুপ করুন।' তারপর দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সরিৎশেখর চোখ বন্ধ করলেন। এখন ওঁর চামড়া কুঁচকে মুখের আদল দুমড়ে দিয়েছে। সময় বড় নির্মম। অনিমেষ আদেশের গলায় বলল, 'চাদরটা সরান, আমি দেখব।'

'কুষ্ঠ, কুষ্ঠ, অনেক পাপ করেছি সারাজীবন, তার ফল।' চাদর সরাবার চেষ্টা না করে সরিৎশেখর বিড়বিড় করলেন।

'আপনি অশিক্ষিতের মতো কথা বলছেন। সামান্য ক'দিন আগেও আপনি এরকম কথা বলতেন না। চাদরটা সরান।' সরিৎশেখর বুঝলেন আর প্রতিরোধ করে লাভ নেই। একান্ত অনিচ্ছায় তিনি মাথা থেকে চাদর সরালেন। সাদা কদমফুল দেখল অনিমেষ। আধ ইঞ্চি খোঁচা খোঁচা পাকা চুলে ছাওয়া মাথাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সরিৎশেখরকে চেনা যেত না আচমকা দেখলে। অনিমেষ সতর্ক চোখে সরিৎশেখরের কানের দিকে তাকাল। বাঁ কানটা সামান্য ফুলেছে। লতির পেছন দিকটা ঘা হয়েছে বেশ। বোধহয় কানের ভাঁজ থেকে চটচটে রস জড়ানো ক্ষত ছড়িয়েছে। একটা লালচে ওষুধ বোধহয় লাগানো হয়েছে সকালে। অন্য কানটা একদম স্বাভাবিক। কানের লতিতে, নাকের পাটায় লালচে ভাব বা ফোলা নেই। গলা, কপালের ওপরের চামড়ায় বয়সের জন্য যেটুকু বিধ্বস্ত তার অতিরিক্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনিমেষ এই অল্প বয়সে অনেক কুষ্ঠরোগী দেখেছে। জীবনের প্রথমবার সেই তিস্তার ওপরে নৌকায় বসে থেকে শুরু করে কংগ্রেসের হয়ে বন্যার সাহায্য দেওয়ার সময় পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে লক্ষ করেছে। আজ সেই সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে বুঝতে পারল রোগটা কুষ্ঠ নয়। কিন্তু ডাক্তারের সন্দেহ এবং দাদুর এই আচরণ শুধু অনুমানের ওপর তা কী করে হয় ? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার রক্তে চিনি আছে ?'

www.MurchOna.com

'চিনি ?'

'ব্লাড সুগার !' অনিমেষ জোর করে রসিকতার চেষ্টা করছিল।

'জানি না। থাকলেও থাকতে পারে।'

'পরীক্ষা করিয়ে দেখবেন ?'

'পয়সা নষ্ট করে লাভ কী ?'

'যদি রোগটা সেই কারণেই বেড়ে থাকে তা হলে স্বস্তি পাবেন। ঠিক চিকিৎসা হবে।'

'লাভ কী ?'

'মানে ?'

'এই শরীরটা নিয়ে আমি এক ফোঁটা চিন্তা করি না।'

'কিন্তু অন্য লোককে বিব্রত করছেন।'

'বিব্রত না হলেই হয়।'

'আপনি কানের কাছে ওই রোগ হয়েছে বলে চেঁচাবেন আর লোকে তা শুনবে না ? শুনলাম ইঞ্জেকশন নিতে গিয়েছিলেন।'

'কে বলল ?'

'একটু আগে আপনিই তো কম্পাউন্ডারের কথা বললেন।'

'অ। হ্যাঁ, ডাক্তার সেন অনুমান করছিলেন। যদি হয় তা হলে লেপ্রসির প্রাথমিক ওষুধপত্র এবং ইঞ্জেকশন লিখে দিতে বলেছিলাম।'

'ব্যস। নিজে নিশ্চিন্ত না হয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে লাগলেন! দাদু, আপনি তো এরকম অবৈজ্ঞানিক চিন্তা কখনও করতেন না ?'

হঠাৎ সরিৎশেখর দুহাতে মুখ ঢাকলেন। কিছুক্ষণ তাঁর শরীরটা নিশ্চল হয়ে রইল। জলপাইগুড়িতে ভরদুপুরের খরা রোদেও হাওয়া বয়। সেই হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ নতুন চোখে দাদুকে দেখল। এই সেই সরিৎশেখর যিনি তার সামনে এতকাল বিশাল বৃক্ষের মতো মাথা উঁচু করে ছিলেন। এখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে কিছুতেই মন চায় না।

অনিমেষ বুকের গভীর থেকে ডাকল, 'দাদু!'

সরিৎশেখর খানিকবাদে মুখ তুললেন। একবার সতর্ক চোখে চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। হেমলতাকে ধারে-কাছে দেখতে না পেয়ে বললেন, 'বারান্দা থেকে টুলটা নিয়ে এসো।'

অনিমেষ সামনে বসলে সরিৎশেখর কিছুটা সামলে নিলেন, 'আমি আর পারছি না। এ ভাবে বেঁচে থাকতে আমি পারব না।'

অনিমেষ নড়ে উঠল, 'কী হয়েছে আমাকে বলুন।'

সরিৎশেখর একটা কালো পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন। শুধু ওঁর ঠোঁট দুটো নড়ছিল, 'সারা জীবনে আমি কিছু পাইনি। দু'বার বিয়ে করেছিলাম কিন্তু ভাগ্যে সইল না। বড় মেয়েটা সেই বাল্যকালে বিধবা হয়ে ঘাড়ে চেপে রইল। বড় ছেলে দুষ্টগ্রহের মতো সারাজীবন আমার চারপাশে ঘুরছে আর আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তোমার বাবা আমাকে টাকা দেয় কিন্তু আমি বুঝি সে বাধ্য হয়েই দেয়। কারণ তার মনে একটা নরমভাব আমার সম্পর্কে আছে। কিন্তু আমার সমস্যা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। তার ভাইদের ব্যাপারে সে নাক গলাতে চায় না। ছোটজনের সম্পর্কে আমি কিছু ভাবি না। শুনেছি সে এখন মস্কোতে আছে।'

সরিৎশেখর একটানা কথা বলে দম নিতে থামলেন।

অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। ছোটকাকা প্রিয়তোষ এখন মস্কোতে ? কথাটা সে জানত না। কমিউনিজম শব্দটা যাঁর জন্য সে প্রথম শুনেছিল তিনি নাকি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন—এরকম কথা কানে এসেছিল। এতদিন কলকাতায় থেকেও ছোটকাকাকে সে দেখেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে খোঁজখবর নেয় কিন্তু তেমন উৎসাহ পায়নি। আবার এও শুনেছিল ছোটকাকা দিল্লিতে আছে। এখন দাদুর মুখে ছোটকাকার রাশিয়ায় থাকার খবর পেয়ে সব হিসেব গুলিয়ে গেল তার।

সরিৎশেখর বললেন, 'প্রিয় ইজ ডেড টু মি। যে ছেলে ওই অবস্থায় গিয়ে নিজের বাবাকে স্মরণ করে না তার কোনও অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। ছোট মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সারাজীবন সে শুধু অসম্মানের কারণ হয়ে থাকল। তোমার মাকে নিয়ে এসেছিলাম নিজে পছন্দ করে, সেও চলে গেল। সারাজীবন আদর্শ নিয়ে কঠোর মানুষ হয়ে কাটিয়ে এই সব জুটল। ধর্মকর্ম কোনও দিন

www.MurchOna.com

মানতে পারিনি। শান্তির জন্য সেখানে যাওয়া কাপুরুষতা বলে ভাবতাম। কিন্তু গত কয়েক বছরে আমি শেষ হয়ে গেছি। তোমার বাবা যে টাকা দেয় তাতে চলে না। এর কাছে ওর কাছে হাত পাতি। নিজেকে কেমন ভিখিরির মতো মনে হয়। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে শুনতে পাই কেউ অবাক হয়ে বলছে এই বুড়োটা এখনও বেঁচে আছে! এতদিন যে ভাবে কাটিয়ে এসেছি এখন সেটা তাড়া করে বেড়ায় আমাকে। কেঁচোর মতো থাকতে ইচ্ছে করে না একদম। আমার মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে বুঝে তোমার জ্যাঠা যখন এসে জুড়ে বসেন তখন আমি প্রতিবাদ করতে পারি না। ভাবলাম নিজের শ্রাদ্ধ করে এলে শরীরের প্রতি জগতের প্রতি কোনও মায়া থাকবে না। ভুল সব ভুল। অনিমেষ, আত্মহত্যা করতে পারব না, কিন্তু দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকার মতো পাপ আর কিছু নেই।'

অনিমেষ এতক্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। অজান্তেই নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল সে। দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুষ্ঠরোগ একটা বাহানা?'

ঘাড় নাড়লেন সরিৎশেখর, 'কাজ হয়েছে খুব। যেই শোনে আমার কুষ্ঠ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে পালিয়ে যায়। তোমার জ্যাঠামশাই আর কাছ ঘেঁষছে না। ছোট পিসি আসবে না যদ্দিন বেঁচে আছি। শুধু তোমার বাবা মনে হয় কথাটা আধা বিশ্বাস করেছে। প্রতি সপ্তাহে আসে, আমার আপত্তি বলে কাছে আসে না। শহরের লোকজন প্রায় একঘরে করে দিয়েছে আমাকে। যতই আধুনিক হোক, মানুষ যখন কল্পনা করে নিজের শরীরের মাংস খসে খসে পড়ছে তখন সব আধুনিকতা ফুস করে উধাও হয়ে যায়। আমাকে এখন কেউ বিরক্ত করে না। আমার যা কিছু অভাব তাই নিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকি। শুধু তোমার পিসিমাকে ঠকাতে আমার খারাপ লাগছে। মেয়েটা আমার যাই হোক আমাকে ছেড়ে যাবে না। কুষ্ঠ বলে সে আমলই দেয় না।

অনিমেষ অবাক হয়ে গেছিল। এ ভাবে কোনও মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কখন! কেন? এইসময় হেমলতা হড়বড় করে বারান্দায় চলে এলেন, 'একদম ভুলে গেছি। হ্যাঁরে তুই খেয়ে এসেছিস?'

'কেন বলুন তো?'

'না হলে আবার রান্না শুরু করি। শুধু সেদ্ধভাত ছাড়া আমরা কিছু খাই না। গোয়ালাটা যা বাজার করে দেয়—।'

একটা বেজে গিয়েছিল খেয়াল আছে। এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। অনিমেষের ভেবে নিতে একটুও সময় লাগল না। পিসিমা যদি রান্না শুরু করেন তা হলে ওঁর নিজের খেতে হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে। সে স্বচ্ছন্দে বলল, 'আমি শুধু স্নান করব। আসার সময় খেয়ে এসেছি।'

'ঠিক বলছিস তো অনিবাবা?'

অনিমেষ হাসল, 'ঠিক বলছি। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'বেশ। তা হলে স্নান করে একটু বাতাসা দিয়ে জল খাস। স্নানটা করে নে বরং। গল্প করতে করতে বাবার আর খেয়াল নেই। আসুন খাবেন।'

অনিমেষ চমকে উঠল, 'এখনও খাওয়া হয়নি?'

'হবে কী করে? সকালে একটু সুজি দিয়ে দুধ দিয়েছিলাম তাই খেয়েই তো পেট ঢাক হয়ে আছে। সারাদিন একবারই তো ভাত খায়, তাও এই সময়। কই আসুন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।' হেমলতা ডাকলেন।

সরিৎশেখর কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। অনেকটা বেঁকে গেছেন এরই মধ্যে। হাঁটতে গিয়ে টলে গেলেন সরিৎশেখর। অনিমেষ চট করে তাঁকে ধরে ফেলে ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে হাঁটিয়ে আনল। সরিৎশেখর ফিসফিস করে বললেন, 'মনে রেখো আমার কুষ্ঠ হয়েছে।' অনিমেষ হাসল।

বারান্দার এক কোনায় টেবিলে খাবারের ব্যবস্থা। ধরে ধরে ওঁকে সেখানে তুলে দিতেই একই স্বরে বললেন, 'মাঝে মাঝে এক একটা দুপুর উপোস দেওয়া ভাল, ওতে শরীর সুস্থ থাকে।'

অনিমেষ এবার আর হাসতে পারল না।

স্নান সেরে বাইরে বেরোতেই মনে হল পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। অথচ এখন আর খাওয়ার কথা বলা চলে না। চুল আঁচড়ে সে রান্নাঘরের সামনে আসতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। চামচে করে দাদু ভাত মুখে দিচ্ছেন আর পিসিমা একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে করতে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ একটা ঢোক গিলতে গিয়ে দাদু কাশতে শুরু করলেন। সমস্ত শরীর বেঁকেচুরে একাকার, চোখ উলটে যাচ্ছে। পিসিমা দুহাতে বুক মালিশ করতে করতে বিড়বিড় করতে লাগলেন। অনিমেষ ভয় পেয়ে একলাফে দাদুর সামনে গিয়ে হাজির হল। সরিৎশেখরের সামনে বড় বাটিতে

www.MurchOna.com

ভাত ডাল আর একটা তরকারিগোছের কিছু গুলে একেবারে কাই করে দেওয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে শক্ত কিছু খেতে অসুবিধে বলে দাদুর জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাও তো গলায় আটকে গেছে ওঁর।

একটু সামলে ঘাড় নেড়ে দাদু উঠে পড়লেন। তারপর এগিয়ে বেসিনে ঝুঁকে পিসিমার দেওয়া জলে মুখ ধুতে লাগলেন। অনিমেষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই বমির শব্দ শুনতে পেল। হুড়হুড় করে এতক্ষণের কষ্টের খাওয়া বেসিনে উগরে দিলেন, সরিৎশেখর। অনেকটা শ্লেষ্মা খাবারের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর যেন খুব আরাম হল ওঁর। পিসিমার গলা শোনা গেল, 'আঃ, এতক্ষণে যা খেলেন সব বমি করে দিলেন। ছি ছি ছি। এই করলে শরীর টিকবে? দেখলি অনিবাবা, কাণ্ডটা দেখলি?'

তোয়ালেতে মুখ মুছে সরিৎশেখর আবার বাইরে এসে বসলেন। অনিমেষ দেখল দাদু এখনও হাঁপাচ্ছেন। কাছে গিয়ে বসতেই হাসবার চেষ্টা করলেন। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বোধ করছেন!' দাদুর পেট তারই মতো শূন্য ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছিল।

'ভাল। পেটে কিছু পড়লেই খারাপ বোধ হয়।'

একটা প্লেটে বাতাসা আর জল নিয়ে পিসিমা সামনে দাঁড়াতেই অনিমেষ খেয়ে নিল। অত্যন্ত সামান্য; কিন্তু খেয়ে নিতেই খিদে বোধটা চাপা পড়ে গেল। পিসিমা জিজ্ঞাসা করল, 'ক'দিন ছুটি তোর?'

'পুজোর ক'টা দিন থাকব।'

"পুজো তো দুদিন বাকি। তা এখানে থাকবি না স্বর্গছেঁড়ায় যাবি?'

'আজ একটু ওখান থেকেই ঘুরে আসি।'

'সেই ভাল। আমি আজকাল আর মাছ ডিম রাঁধতে পারি না। এইরকম নিরামিষ ঘ্যাঁট তোর একদম ভাল লাগবে না।'

পিসিমা চলে যেতে দাদু বললেন, 'মানুষ সবসময় প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু একা একা থাকতে থাকতে একটা সময় আসে যখন অন্যলোকের ছায়াও সহ্য হয় না।'

অনিমেষ বুঝতে পারল। পিসিমা-দাদুর এখনকার যে জীবন তা তাদের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে নিজেদের মতো করে তৈরি। সেখানে একদিনের জন্য এসে দাঁড়ালেও সেই নিয়মটা ওদের পালটাতে হবে। আর তার পরে যখন আবার ওঁরা একা হয়ে যাবেন তখন এই পালটানো নিয়মটার কথা ভেবে ওঁরা কষ্ট পাবেন। তার চেয়ে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাওয়াই উচিত।

অনিমেষ দেখল দাদু ওর দিকে অদ্ভুত শান্ত মুখে চেয়ে আছেন। হঠাৎ যেন তার মাথায় একটা চিন্তা ছিটকে গেল। সে বলল, 'মাঝে মাঝে একটা দুপুর উপোস দেওয়া ভাল, ওতে শরীর সুস্থ থাকে।'

কথাটা শুনে সরিৎশেখর চমকে উঠলেন। তারপরই সরু গলায় হো-হো করে হাসতে লাগলেন। হেমলতা অনেকদিন পরে বাবার গলায় হাসি শুনে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল, হঠাৎ হাসছেন যে?'

হাসি না থামিয়ে ঘাড় নেড়ে সরিৎশেখর বললেন, 'ও তুমি বুঝবে না।'

পঁচিশ

তিস্তার ওপর সুন্দর ব্রিজ তৈরি হয়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেঁড়া মাত্র এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আগের আসাম রোড এখন নাম পালটে ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। বাষট্টি সালের পর থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্যই রাস্তাগুলো চওড়া এবং ঝকঝকে চেহারা নিয়ে সীমান্ত অবধি চলে গেছে। স্কুলে পড়তে অনিমেষ দেখেছিল বসার জায়গা না থাকলে কেউ বাসে উঠত না। আর এবার দেখল ছাদেও লোক বসেছে। শহরের মধ্যে উঠেছিল বলে সে কোনওক্রমে জায়গা পেয়েছিল বসার, এখন মানুষের চাপে নিশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু গাড়িটা ছুটছে খুব দ্রুত, এখানেই কলকাতা থেকে ফারাক।

ডুয়ার্সে লোক বাড়ছে। মদেশিয়া, নেপালি বা রাজবংশী নয় ভাষা থেকেই বোঝা যায় পূর্ববাংলার মানুষেরা এখানে স্থায়ী বসতি করেছেন। ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা আচারেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় আসবে যখন উত্তরবাংলার সঙ্করসংস্কৃতি গড়ে উঠবে, যার সঙ্গে পূর্ব বা পশ্চিমবাংলার কোনও মিল থাকবে না।

www.MurchOna.com

জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু জলপাইগুড়ি শহর, তিস্তার ব্রিজ ছাড়ালেই দু'ধারে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল। ক্বচিৎ কখনও খড়ের চালের ঘর বা দূরে ছোট গ্রামের ইশারা, ময়নাগুড়ি ধুপগুড়ির আধাশহর, এলাকাটুকু ছাড়ালে ঐই দৃশ্য পালটাবে না। আর ধুপগুড়ির পরই কেমন একটা পাহাড়ি গন্ধ নাকে আসে। গাছপালার চেহারা পালটে যায়। ডুডুয়া নদী ছাড়ালেই দু-পাশে জঙ্গল ঘন হয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মাঝখানের চওড়া হাইওয়ে দিয়ে বাস যখন ছোটে তখন ঝিঁঝির শব্দ কানে আসে। দেখতে দেখতে অনিমেষের মনে হচ্ছিল, এই জায়গাগুলোর অদ্ভুত একটা নির্জন চেহারা আছে কিন্তু খুব শিগগির মানুষ তা নষ্ট করবে। যে ভাবে ডুয়ার্সে জনসংখ্যা বাড়ছে এরা আর নির্জন থাকবে বলে মনে হয় না। নিজের প্রয়োজন মেটাতে মানুষ অত্যন্ত নির্মম হতে পারে। যদি জানা যেত গোলাপের কুঁড়ি সুখাদ্য তা হলে আমরা কখনওই একটা ফুটন্ত গোলাপকে দেখতে পেতাম না।

এই মাঠ জঙ্গল ঝরনাগুলো চিরকাল একই রকম চেহারা নিয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এতগুলো সরকার এল গেল কিন্তু এই জায়গাগুলোকে দেশের জন্য ব্যবহার করার কথা কারও খেয়ালই হল না। ফলে এখানকার বিভিন্ন গাঁয়ে ছড়িয়ে থাকা গরিব রাজবংশীদের জীবন সেই অন্ধকূপে আটকে আছে। সে যেমন গতকাল ভোট ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, এদের কাছেও ভোটের বাবুরা পাঁচ বছরে একবার আসে, স্বপ্ন দেখায়, তারপর কাজ মিটিয়ে চলে যায়। কলকাতার আশেপাশের গ্রামগঞ্জ পশ্চিমবাংলাকে যা দিতে পারে ডুয়ার্সের এই অবহেলিত জায়গাগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সরকার যেমন এ ব্যাপারে উদাসীন তেমনই এখানকার মানুষরাও দেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে নিস্পৃহ। কিন্তু একটা সময় আসবেই যখন এই নিঃস্ব মানুষগুলো জ্বলে উঠবে, তখনই অবস্থা পালটাতে পারে।

আংরাভাসা নদী পেরিয়ে এসে রাস্তাটা বাঁক নিতেই বুকের ভেতরটা আচমকা হালকা হয়ে গেল। খুব শান্ত একটা আরামবোধ তিরতির করে সমস্ত শরীরে জুড়ে বসল। অনিমেষ বাঁ দিকের দিগন্ত ছোঁয়া চায়ের গাছগুলোর দিকে তাকাল। এখন বিকেল। শেষ আলোর রঙে এক ধরনের মায়া জড়ানো থাকে। দূরের খুঁটিমারি জঙ্গলের মাথায় নেমে আসা সূর্যের দিকে তাকালে সেই মায়াটাকেও যেন স্পর্শ করা যায়। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ফ্যাক্টরির ছাদ চায়ের গাছের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই আলো মেখে। রাস্তায় এখন ঘরে-ফেরা কুলিকামিনের ভিড়। অনিমেষ ভিড় বাঁচিয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

বুকের অ্যালবাম থেকে উঠে আসা ছবির মতো কোয়ার্টারগুলো দাঁড়িয়ে, কোথাও সামান্য পরিবর্তন হয়নি। এই বিকেলে মনে হচ্ছে কেমন একটা ঝিমুনি চারধারে। সামনের ফাঁকা মাঠে চাঁপা ফুলের গাছ দুটো প্রায় নিষ্পত্র হয়ে দাঁড়িয়ে। এখন কি আর ছেলেমেয়েরা ওই মাঠে খেলে না? রাস্তা থেকে নামতেই ওদের বাড়ির সামনে যে পাতাবাহারের গাছগুলো গার্ড অফ অনার দেবার মতো দাঁড়িয়ে থাকত তারা অনেককাল আগেই উধাও। এখন কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে চারধার।

বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজা দেখে সে মত পালটাল। একটু ঘুরে বাগানের টিনের দরজা খুলে ভেতরের উঠোনে ঢুকল। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এদিকের লিচুগাছগুলো বেশ ঝাঁকড়া হয়ে গেছে। উঠোন পরিষ্কার, তুলসীতলাটা নিকানো। কয়েক পা এগোতেই অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। সেই বুড়ো কাঁঠালগাছটা নেই। ঝাড়ি কাকুর মুখে শোনা অদেখা ঠাকুমাদের স্মৃতিজড়ানো ওই রসালো ফলের গাছটাকে না দেখে বুকের ভেতর কেমন হু-হু করে উঠল। তার নিজের শৈশবে ওই গাছ যেন স্বপ্নের মতো ছিল। মাটির তলায় কাঁঠাল পাকত যখন তখন সেটাকে খুঁড়ে বের করতে কী মজাই লাগত! গাছটা যেন তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। অনিমেষের মনে হল, এই বাড়ি থেকে তার ভাললাগার স্মৃতিগুলো একটা একটা করে এইভাবে সরে যাবে। মন খারাপ হয়ে গেল ওর।

উঠোন ধরে একটু এগোতেই রান্নাঘর চোখে পড়ল। দরজা খোলা। একটা বাচ্চা মদেশিয়া ছেলে পা ছড়িয়ে বসে কাঠ টুকরো করছে। একে আগে কখনও দেখেনি অনিমেষ। তাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটি বিস্মিত হয়ে গলা তুলল, 'মাইজি!'

ছোটমার গলা ভেসে এল, 'কী রে!'

ছেলেটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে অনিমেষের দিকে। বোধহয় কী বলবে ঠিক করতে পারছে না। অনিমেষ তাকে সুযোগ দিল না, কণ্ঠস্বর ভারী করে বলল, 'একটু বাইরে আসুন।'

কয়েক মিনিট নীরবে চলে গেল। তারপরে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে ছোটমায়ের শরীরের অর্ধেকটা দেখা গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে দেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে, গলা থেকে স্বরটা বেরিয়ে পড়েছিল, 'কে?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ হাসতেই মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল ছোটমা, 'ওমা তুমি! কী আশ্চর্য! কোত্থেকে এলে ? গলা শুনে আমি একদম চিনতেই পারিনি। ওরকম করে কথা বলতে হয়! আমি ভাবলাম কে এমন হুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল!' একটানা কথাগুলো বলে গেল ছোটমা। অনিমেষ ছোটমাকে দেখছিল। একটা মানুষের চেহারা এত দ্রুত পালটে যেতে পারে! গোলগাল মুখ, শরীর বেশ ভারী, মাথার সামনের দিকের চুল একটু হালকা, দস্তুরমতো গিন্নিগিন্নি ভাব এখন। সেই রোগাটে অল্পবয়সী শরীরটা একদম হারিয়ে গেছে।

ছোটমা ওর দেখার ধরনে একটু নড়েচড়ে বলল, 'কী দেখছ অমন করে ?'

'মা কী ছিলেন কী হয়েছেন !' অনিমেষ হাসল।

'এই মায়ের সঙ্গে ইয়ার্কি ?' তারপরই গলা পালটে বলল, 'খুব মোটা হয়ে গেছি, না ? বিশ্রী দেখাচ্ছে ?'

'উঁহু, এতদিনে তোমাকে মা মা দেখাচ্ছে।' কথাটা বলার সময়েই অনিমেষের খেয়াল হল ছোটমার কোনও ছেলেপুলে হয়নি।

'যাক, বাঁচা গেল। তা হলে এখন একটু মান্যিগন্যি করবে। কিন্তু নিজের চেহারাটা কি আয়নায় দেখা হয় ? কী ছিরি হয়েছে!'

'কেন? খুব খারাপ দেখতে লাগছে?'

'রোগা, মাথায় বাবুই পাখির বাসা, মুখে একরাশ জঙ্গল। খেতে পাও না নাকি ? এই চেহারা নিয়ে তুমি দেশের কাজ করবে ?'

'দেশের কাজ ?' অনিমেষ চমকে উঠল, 'এ খবর তোমাকে কে দিল ?'

ছোটমা বলল, 'বলছি, আগে বারান্দায় উঠে আরাম করে বসো, হাত মুখ ধোও। তোমার বাবা বলল এবার আসবে না তুমি, কিন্তু আমার মন বলছিল ঠিক আসবে। দ্যাখো কেমন মিলে গেল। আঃ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?'

হাতমুখ ধোওয়ার পর ভেতরের বারান্দায় বসে মুড়ি-মুড়কি দিয়ে চা খেতে খেতে অনিমেষ ছোটমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনল। তার কাজকর্মের কথা এখানে পৌঁছে গেছে। এমনকী অ্যারেস্টেড হয়ে থানায় যাবার গল্পও। নীলার বাবা জানিয়েছেন এখানে। সে-চিঠি পাবার পর থেকে মহীতোষ নাকি খুব গম্ভীর হয়ে গেছেন। ছোটমা বলল, 'আমার সঙ্গে তো কোনওদিন মন খুলে কথা বলেন না কিন্তু তোমার জন্য উনি খুব ভেঙে পড়েছেন এটা বুঝতে পারছি। তোমার কি পড়াশুনা করার ইচ্ছে নেই ?' অনিমেষ তখন অন্য চিন্তা করছিল। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই অনেককাল। সে নিজে নীলাদের বাড়িতে যায় না আর উনিও ওর খোঁজখবর নিতে আসেন না। তা হলে এত খবর কোত্থেকে পেলেন উনি। নীলা এখন ইউনিভার্সিটিতে আসা ছেড়ে দিয়েছে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসার আগে না এলেও চলবে তার। ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই অনিমেষের। তা হলে ? নিজের অজান্তেই দেবব্রতবাবুদের ওপর রেগে গেল অনিমেষ।

ছোটমা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি পড়াশুনা করবে না ?'

অনিমেষ বলল, 'এম-এ পরীক্ষা দেব, তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।'

ছোটমা মাথা নাড়ল, 'তা হলে তোমার বাবা এত ভাবছে কেন ? এম. এ. পাশ করলেই তো তুমি বড় চাকরি পেয়ে যাবে, তাই না ?'

'নাও পেতে পারি।'

'কেন ?'

'এ দেশে এম. এ. পাশের চেয়ে চাকরির সংখ্যা কম, তাই।'

'আমি এতসব বুঝি না।'

'তোমাকে বুঝতে কে বলেছে। তারপর বলো, তোমরা সব কেমন আছ ?' প্রশ্নটা করা মাত্র ছোটমায়ের মুখের আলো নিভে গেল। খুব বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি জলপাইগুড়ি হয়ে আসছ ?'

'কেন ?'

' তোমার দাদুর —।' ছোটমা ইতস্তত করল একটু 'খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। কারও সঙ্গে মিশছেন না। দিদি লোকজনকে ধরে বাজার করায়। তোমার বাবা রবিবার রবিবারে দেখা করতে যান। তোমার দাদু ওনার সঙ্গেও কথা বলেন না। খুব মন ভেঙে গেছে তোমার বাবার। ভেবেছিলেন তোমাকে চিঠিতে জানাবেন, তারপর—।'

www.MurchOna.com

ঠিক এইসময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা উঠে দাঁড়ালেন, 'উনি এসে গেছেন। শোনো, উনি বকাবকি করলে চুপ করে থেকো, মানুষটা খুব অশান্তিতে আছে।' দ্বিতীয়বার শব্দটা হতেই ছোটমা দ্রুত ছুটে গেলেন। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। মহীতোষের সঙ্গে এবার মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু কোনওরকম আড়ষ্টতা বোধ করছে না সে।

ঘরের ভেতরে জুতোর শব্দ এবং ছোটমায়ের চাপা গলা শুনতে পেল অনিমেষ। মহীতোষের গলা শোনা যাচ্ছে না। মিনিট কয়েক পরে মহীতোষ খালি পায়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই অনিমেষ কাছাকাছি হল। ছেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এলি?'

'মিনিট কুড়ি হবে।'

'এখন তো ট্রেন ছিল না, জলপাইগুড়ি হয়ে এলি?'

'হুঁ।'

'শুনেছিস?'

'হুঁ।'

'আমি গেলে আমার সঙ্গেও দেখা করেন না। একমাত্র বড়দি ছাড়া কথা বলার কেউ নেই। প্রথমে চিকিৎসা নিজেই করাতে গিয়েছিলেন, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছেন। আমি কী করব বুঝতে পারি না। চোখের সামনে আত্মহত্যা করছেন উনি, আমি পাগল হয়ে যাব।' মহীতোষ একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলেন। অনিমেষ দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ছোটমা ভাঁড়ার ঘরে বসে লণ্ঠন জ্বালছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। স্বর্গছেঁড়ায় সন্ধে নেমে গেছে। পাতলা তুলোর মতো আঁধারে বসে থাকা মহীতোষের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। ঝড়ে বিধ্বস্ত গাছের মতো লাগছে ওঁকে। ভাবভঙ্গিতে সেই তেজ একদম নেই। কেমন ম্রিয়মান হয়ে বসে আছেন মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে। ছোটমায়ের আশঙ্কা মতো দেবব্রতবাবুর চিঠি পেয়ে অনিমেষের ওপর ক্ষিপ্ত হবার কোনও প্রকাশ এখনও দেখা যাচ্ছে না। বাবাকে এমন করে ভেঙে পড়তে দেখে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। মহীতোষ এর মধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছেন, মাথার চুল প্রায় সাদা।

'দেখা করেনি নিশ্চয়।'

মহীতোষের বলার ধরনে প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি অনিমেষ, 'কে?'

'তোর দাদুর কথা বলছি।'

'ও। হ্যাঁ, হয়েছিল।' অনিমেষ কথাটা বলতেই মহীতোষ ঘুরে ছেলের দিকে তাকালেন। অনিমেষ টের পেল ছোটমাও সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অনিমেষ এক ফলক চিন্তা করল সত্যি কথাটা বলবে কি না। দাদু যে আড়াল করে নিজেকে রেখেছেন সেটার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের নিজের মতন করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। দাদু যদি ও ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে শান্তি পান—। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল ও ভাবে কি শান্তি পাওয়া যায়? এও কি একরকম আত্মহত্যা নয়? দাদু অবশ্য তাকে নিষেধ করেছেন কারও কাছে ফাঁস করতে কিন্তু সেটা মান্য করার অর্থ হল দাদুকে আত্মহননে সাহায্য করা। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল বাবা যেভাবে ভেঙে পড়েছেন তাঁকে সাহায্য করা অবশ্যই কর্তব্য।

মহীতোষ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মুখের ওপর ছোটমার হাতে ধরা লণ্ঠনের আলো কাঁপছে। অনিমেষ খুব ধীরে ধীরে বলল, 'দাদু খুব কষ্টে আছেন।'

'শরীর কেমন দেখলি? লেপ্রসির চিহ্ন—।' কথাটা শেষ করে উঠতে পারলেন না মহীতোষ। ওঁর গলায় কান্না এসে গেছে বুঝতে পারল অনিমেষ।

কয়েক পা এগিয়ে বাবার মুখোমুখি আর একটা মোড়ায় বসল অনিমেষ। তারপর বলল, 'দাদুর কষ্ট আপাতত অর্থের। তুমি যা দাও তাতে কুলোয় না। জ্যাঠামশাই, ছোট পিসিমা তো আছেনই, আমরাও বোধহয় ওঁকে শান্তিতে থাকতে দিতে পারিনি।'

'জানি না। আমি তো ছেলে হিসেবে কখনও কর্তব্যে ত্রুটি করিনি। তোকে টাকা পাঠিয়ে সাধ্যের মতো যতটা সম্ভব ওঁকে দিই। কিন্তু প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাননি কেন? মুখেটুখে ঘা দেখলি?'

'না। কারণ ওঁর লেপ্রসি হয়নি।'

অনিমেষের কথা শেষ হতেই মহীতোষ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। ছেলের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। দুটো চোখ বড় হয়ে গেছে, মুখ হাঁ। ছোটমা লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী বলছ?'

www.MurchOna.com

এবার অনিমেষ সমস্ত কথা খুলে বলল। দাদুর বাড়িতে যাওয়ার পর যা যা হয়েছিল সব। ভেবেছিল এসব শুনলে ছোটমা এবং বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তার বদলে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ঘটল। মহীতোষ শিশুর মতো কাঁদতে আরম্ভ করলেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে তাঁর ফোঁপানি সামলাতে পারছিলেন না। ছোটমা আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নেমে রান্নাঘরে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মহীতোষ শান্ত হলেন। কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারছিল এখনও কথা বলার মতো মনের অবস্থা তাঁর হয়নি। ব্যাপারটা ঘোরাতেই সে বলল, 'দেবব্রতবাবুর চিঠি পেয়েছ?'

'কার?' অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করলেন মহীতোষ।

'দেবব্রতবাবুর।'

'ও হ্যাঁ।'

কিন্তু তারপর আর কোনও কথা নেই। অনিমেষ ভেবেছিল এ কথা মনে পড়লেই মহীতোষ ওর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু এমন নিরুত্তাপ আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পেল না সে। দুজনে চুপচাপ বসে আছে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না অনিমেষ, অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ মহীতোষ বললেন, 'ওঁর মেয়ের সঙ্গে তোর দেখা হয়?'

'বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি, কেন?'

'তুই ওদের বাড়ি যাস না?'

'সময় পাই না—।'

'মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। এমন একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে যে মোটেই ওর যোগ্য নয়। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে খুব ঝগড়া হয়েছে ওর, তিনি মেয়ের মুখ দর্শন করবেন না বলে জানিয়েছেন।'

'নীলা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে?' অনিমেষ যেন আকাশ থেকে পড়ল। নীলার মতো প্রাকটিক্যাল মেয়ে এমন কাজ করল! তা হলে কি নীলা মোটেই প্র্যাকটিকাল ছিল না, ভান করত! কয়েকদিন আগে শচীন ওর সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে চেয়েছিল, তা কি এই ব্যাপারটাই। কাকে বিয়ে করল নীলা? অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল।

মহীতোষ নিজের মনেই বললেন, 'ছেলেমেয়েদের ওপর যদি ভরসা না রাখতে পারি তা হলে বেঁচে থাকব কী জন্য? দেবব্রতবাবু মেয়েটাকে মনের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন যাতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে কিন্তু তার বদলে কী পেলেন? সাবালক হলে প্রত্যেকের নিজের মতো চলার স্বাধীনতা আছে কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত, যারা তাকে ঘিরে এতদিন স্বপ্ন দেখে এল, তাদের প্রতি একটা দায়িত্বও রয়েছে। তোর জ্যাঠামশাই বা কাকা সেটা মনে রাখেনি কিন্তু আমার পক্ষে তো এড়ানো সম্ভব হয়নি।'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল এ সব কথা তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। কোনও কারণে মহীতোষ তাকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারছেন না। কারণটা কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছেন উনি। নীলার ব্যাপারটায় এতখানি অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ যে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না। চুপচাপ সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। এর মধ্যে একসময় মহীতোষ উঠে বাথরুমে গেছেন। অন্ধকারে চোখ রেখে অনিমেষ বুঝতে পারল একটা বয়স হলে খুব নিকট সম্পর্কগুলোর মধ্যে ছোট বড় দেওয়াল তৈরি হয়ে যায়। তখন পরস্পরকে স্পর্শ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। দাদু পিসিমা যে বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করছেন তার সঙ্গে বাবা এবং ছোটমায়ের খুব একটা ফারাক এখন নেই। আর এবার আরও সত্য হল, তার সঙ্গে ওঁদের ব্যবধানটা অনেক বেড়ে গেছে। হয়তো বাবা কিংবা দাদু ঠিক একই জায়গায় রয়ে গেছেন কিন্তু সে নিজে এমন দূরত্বে চলে গেছে যে ব্যবধান কমানোর কোনও উপায় নেই। কিন্তু এ জন্য কোনওরকম দুঃখবোধ তার হচ্ছিল না। আবার নিষ্কৃতি পাওয়ার আনন্দ টের পাচ্ছিল না মোটেই।

রুটিন মতো মহীতোষ তাসের আসরে চলে গেলে অনিমেষ ভেবেছিল ছোটমায়ের সঙ্গে বসে গল্প করবে। কিন্তু এই ছোটমাকে দেখার পর থেকেই সেই কৈশোরের ছেলেমানুষ মেয়েটাকে সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এখন এই মহিলা অনেক গিন্নিবান্নি ধরনের, স্নেহপ্রবণা এবং বাবার সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক হয়ে গেছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সুন্দর কিন্তু অনিমেষ ওঁর সঙ্গে আড্ডা মারার মেজাজটাকে খুঁজে পেল না। রাত বেশি হয়নি দেখে সে বাড়ি ছেড়ে স্বর্গছেঁড়া ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল।

মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই অনিমেষ টর্চের আলোগুলো দেখতে পেল। রাস্তার দুধারে ঝাঁকড়া লম্বা গাছগুলোর গায়ে নীচ থেকে আলো ফেলা হচ্ছে যাতে বাদুড় শিকার করা যায়। মদেশিয়া

www.MurchOna.com

ছেলেদের এই কর্মটি সে ছেলেবেলাতেও দেখেছে এবং এখনও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনিমেষের মনে হল পশ্চিমবঙ্গের এখানে ওখানে বিপ্লবের যত কথাই হোক, কমিউনিজমের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং প্রচার যাই চলুক না কেন, সাধারণ মানুষের ভঙ্গুর এবং অন্ধ আর্থিকদীনতাপ্রসূত আদিম জীবন একটুও পালটায়নি। মাঝে-মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ির আলোয় ছেলেগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল সে। হাতে গুলতি নিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে রয়েছে।

এদিকে বিদ্যুৎ নেই কিন্তু ও পাশের স্বর্গছেঁড়া আলোয় ঝলমলে। চা-বাগানের কোয়ার্টার ছাড়িয়ে সে বাজার এলাকায় ঢুকল। চমকে যাওয়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ঝকঝক দোকানপাট, মাইকে চাপা স্বরে গান বাজছে। এতরকমের দোকান স্বর্গছেঁড়ায় কখনও ভাবা যায়নি। হাঁটতে হাঁটতে চৌমাথায় চলে এল অনিমেষ। চারধার দিনের মতো পরিষ্কার। স্বর্গছেঁড়া তার সেই রহস্যময় চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছে। এখন একটা ছোট শহরের থেকে এর কোনও প্রভেদ নেই। ব্যাপারটা ভাল কিংবা মন্দ সেটা পরের কথা কিন্তু ব্যক্তি-চেহারা হারিয়ে গিয়ে যখন দলের মধ্যে কিছু ঢুকে পড়ে তখন এক ধরনের নিঃস্বতা বোধ হয়।

পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করতে ইচ্ছে করছিল। ওরা কি আর রাস্তাঘাটে আড্ডা মারে না? এখনও তো রাত তেমন বেশি হয়নি। কয়েক পা এগোতেই থমকে গেল সে। তাদের পার্টির অফিস হয়েছে স্বর্গছেঁড়ায়। ওপরে পতাকা টাঙানো রয়েছে। অফিসঘরের সামনে রাস্তার ওপর কয়েকজন অচেনা মানুষ গুলতানি করছে। হঠাৎ অনিমেষের খেয়াল হল, সে কাউকে না জানিয়ে নির্বাচনী প্রচারকর্ম ছেড়ে চলে এসেছে। এইজন্য তাকে নিশ্চয়ই কৈফিয়ত দিতে হবে। বলা যায় না পার্টিবিরোধী কাজের জন্য তাকে বহিষ্কার করাও হতে পারে। বহিষ্কার কথাটা মনে হতেই সুবাসদার কথা মনে এল। সে তো ভেতরে ঢোকার অনুমতিই পায়নি তাই বহিষ্কার হবার যোগ্যতাও নেই তার। শুধু দলের হয়ে কাজকর্ম করতে তাকে আর দেওয়া হবে না। একদম না বলে-কয়ে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে। নিয়মশৃঙ্খলা অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এই কারণে শাস্তি পাওয়া সঙ্গত। কিন্তু গতকাল রাত্রে মনে হয়েছিল এই নির্বাচনীপ্রচার ব্যাপারটা পুরোটাই ভাঁওতা। কমিউনিজমে যারা বিশ্বাস করে তারা কেন জনসাধারণের কাছে ভোট ভিক্ষে করবে? প্রসববেদনার কথা কোনও মেয়েকে কি স্মরণ করিয়ে দিতে হয়? কমিউনিস্টরা যদি তাদের আচরণ এবং কাজকর্মে ওই মতবাদকে জনসাধারণের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পারে তা হলে নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ যতই প্রচার করুক না কেন মানুষ নিজের প্রয়োজনেই কমিউনিস্টদের ভোট দিতে আসবে। তা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এ-দেশের কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি।

পার্টি অফিসের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকেরই নজর পড়েছিল। এমন সময় ভেতর থেকে নিজের নাম ভেসে আসতে শুনল অনিমেষ। আর তার পরেই বিশুকে দেখতে পেল দরজায়। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে বিশুর। পাজামা, হ্যাভলুমের পাঞ্জাবি পরায় মনে হচ্ছে একটা হ্যাঙারে সেগুলোকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। অনিমেষ এগিয়ে গেলে বিশু জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলি?'

'আজই।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

ছোট ঘর, শতরঞ্জিও পাতা। একদিকে কিছু পোস্টার স্তূপ করে রাখা। দু'তিনজন লোক একটা লিস্ট নিয়ে কাজ করছে। দেওয়ালে লেনিনের ছবি।

অনিমেষ বলল, 'এখানে পার্টির অফিস হয়েছে জানতাম না তো।'

বিশু বলল, 'কী জানিস তোরা। শহরে থেকে গ্রামের খবর রাখিস?'

ওদের ঘিরে আরও কয়েকজন এসে বসল। অনিমেষ বিশুর কথাটা গায়ে মাখল না। হেসে বলল, 'তুই পার্টি করছিস জানতাম না তো।'

বিশু বলল, 'আবার বলতে পারতাম কী জানিস তোরা —!' বলে হাসল, 'কিছু হল না, না পড়াশুনা না চাকরি, পার্টির কাজ করছি। একটা নিয়ে তো থাকতে হবে। তবে এটা করার জন্য একটা উপকার হয়েছে। সুনীল পালের স-মিলে সামনের মাস থেকে জয়েন করব।'

সুনলী পাল এ তল্লাটের একজন বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী। কিন্তু পার্টি করলে তিনি কেন চাকরি দেবেন সেটা বুঝতে পারল না অনিমেষ। বুঝিয়ে দিল বিশু, 'ওদের মিলে মারাত্মক ধরনের শ্রমবিরোধ হয়েছিল। শিবুদা, আমাদের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি, মিটিয়ে দেন। আজই এই প্রতিশ্রুতিটা পাওয়া যায়।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এটা তো প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘুষ।'

বিশু বলল, 'প্রতিক্রিয়াশীল ? বড়লোক হলেই প্রতিক্রিয়াশীল হবে! কী চিন্তা সব ! তা ছাড়া আমরা সমাজের চারধারে ছড়িয়ে পড়তে চাই। সে জন্য কিছু কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতেই হবে। শুনেছি বিড়লা টাটাদের পি.আর. ও. যারা তারা এককালের পাকা কমিউনিস্ট।'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'তা হলে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে পার্টি করছ!'

'কে করছে না ? সবাই করছে। আমরা পাঁক তুলব আর নেতারা চাটনি খাবে ? এদেশের মানুষ কখনওই কমিউনিস্ট হবে না। তারা যেই নিজের স্বার্থে ঘা পড়বে তখনই কমিউনিজমকে বাতিল করবে। এইরকম ঠুকঠাক করতে করতে যতটুকু এগোনো যায় ততটুকুই ভাল।'

বেনোজল চারধারে। অনিমেষ উঠে পড়তে চাইল। বিশু এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজি নয় তাকে। দরজায় দাঁড়িয়ে বাপির কথা জিজ্ঞাসা করল অনিমেষ। বিশু বলল, 'বাপি এখন বিগ বিজনেসম্যান। দশটা ট্যাক্সি, গোটা চারেক লরি। দুনম্বর করে লাল হয়ে গেছে। শালা এখন কংগ্রেসকে ব্যাক করে। আমরা চাইলেও পয়সাকড়ি দেয়। তুই কি কলকাতা থেকে এলি না জলপাইগুড়ি হয়ে — ?'

'আমি দাসপাড়ায় এসেছিলাম ইলেকশনের কাজে।'

'ইলেকশন ?'

'তোদের পার্টির হয়ে প্রচারের জন্য।'

'গুরু, তুমি আমাদের লোক ? শালা এতক্ষণ নকশা করছিলে ?' দুহাতে জড়িয়ে ধরল সে অনিমেষকে, 'তবে ওখানে কংগ্রেসকে হারানো মুশকিল। কেমন বুঝলি ?' খুব অন্তরঙ্গ গলায় বলল বিশু।

'আমি না বলে-কয়ে চলে এসেছি।'

'সেকী, কেন ?'

'আমার মনে হয়েছে পার্টি যা করছে তার কোনও ভিত্তি নেই।'

'সবকিছুর মানে থাকে নাকি ? আমরা যদি ক্ষমতা পাই কোনওদিন তা হলে সুদে আসলে পুষিয়ে যাবে।'

'তাতে দেশের কী হবে ?'

'একটু একটু করে পালটাবে। এই রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়। তুই চলে এসে ঠিক করিসনি। আখেরে নিজেরই ক্ষতি করলি।' বিশু গম্ভীর হয়ে গেল।

সে-রাতে বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে এবং কিছুদিন পরে কলকাতামুখী ট্রেনের কামরায় বসে অনিমেষ একটা সিদ্ধান্ত নিল। আমরা যতই নানান ডিজাইনের বস্ত্র শরীরে চাপাই না কেন তাতে শরীরের কোনও হেরফের ঘটে না। পোশাকের চমকে ও ঔজ্জ্বল্যে চোখে সুখ লাগে হয়তো কিন্তু যতক্ষণ না শরীরটাকে সুস্থ করা যায় ততক্ষণ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবেই। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো শুধু পোশাকের কথাই ভেবে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য কিছু করার পথ কোথায় ? কলকাতায় ফিরে গিয়ে পার্টির নেতাদের খোলাখুলি কথাগুলো বললে কেমন হয়! পরক্ষণেই মনে হল তারও কি দু-পা এগোনো এক-পা পিছিয়ে যাওয়া নীতি অনুসরণ করা উচিত নয় ? এখন চুপচাপ দেখে যাওয়া দরকার। সে যেমন পার্টির এই পথ মেনে নিতে পারছে না তেমনি ওর মতো অনেকেই সে-কথা ভাবতে পারে। তাই সময় এলে পথ পরিষ্কার হতে বাধ্য। ফোঁড়া পেকে গেলে পুঁজ না বেরিয়ে থাকতে পারে ? অতএব এখন অপেক্ষা করা দরকার। এইসময় সে পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে পারে। মহীতোষ তাঁকে একটুও গালমন্দ করেননি। এ-থেকেই বোঝা যায় তাকে পেছনে জড়িয়ে রাখার মতো কেউ নেই। এই দেশে এম.এ. পাশ করা নিতান্তই অর্থহীন, তবু কাউকে খুশি করার জন্য আমাদের তো প্রতিনিয়ত অনেক অর্থহীন কাজ করে যেতে হচ্ছেই। এই যেমন পার্টি করছি এমন অহঙ্কার করা।

ছাব্বিশ

অনিমেষের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল বিমান। ঘরে সুদীপ ছাড়া আর কেউ নেই। এতক্ষণ গড়গড় করে কিছুটা মিথ্যে বলার পর অনিমেষ এখন ভেতরে ভেতরে নার্ভাস বোধ করছিল। এই সময়টার জন্যে সে মনে মনে অনেক রিহার্সাল দিয়ে আসা সত্ত্বেও বুঝতে পারছিল তার দেখানো কারণ খুব জোরালো নয়।

www.MurchOna.com

বিমান সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী মনে হচ্ছে?'

নেভা চুরুট দেশলাই কাঠি দিয়ে ঠিক করতে করতে সুদীপ বলল, 'চট করে মনে হবে ও মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু মফস্বলের ছেলেদের মানসিকতা বড্ড ঘোলাটে। দেশের কাছাকাছি গেলে সব রকম দায়িত্ব বিস্মৃত হতে ওদের বেশি সময় লাগে না।'

বিমান বলল, 'অনিমেষ, আমি তোমার কথায় কোনও লজিক খুঁজে পাচ্ছি না। দাসপাড়ায় বসে তুমি খবর পেলে তোমার দাদুর অসুখ হয়েছে এবং কাউকে কিছু না জানিয়েই জলপাইগুড়ি চলে গেলে। সেখানে এতদিন থাকলে অথচ আমাদের কাউকে একটা চিঠি দিয়ে ব্যাপারটা জানাতে পারলে না। প্রথম কথা, দাসপাড়ায় তোমাকে ওই খবর দেবার জন্য কে বসে থাকবে? দ্বিতীয়ত, খবর পেলে তোমার টিমকে জানানোর সময় ছিল না এটা অবিশ্বাস্য। তৃতীয়ত, জলপাইগুড়ি থেকে তুমি দাসপাড়ায় ব্যাক করতে পারতে কিংবা আমাকে চিঠি দিতে পারতে।'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'আপনাকে তো বললাম, খবরটা শুনে আমি এমন আপসেট হয়ে গেলাম যে কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। চিঠি দেবার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু কোন ঠিকানায় দেব বুঝতে পারিনি।'

সুদীপ বলল, 'তোমাকে তো এতটা নির্বোধ বলে মনে হয় না! তুমি এই কথাটা স্পষ্ট বলতে পারছ না কেন অত কাছাকাছি গিয়ে তোমার খুব মন কেমন করছিল দেশে যাওয়ার জন্য এবং তুমি জানতে যে পারমিশন পাবে না তাই কেটে পড়েছিলে চুপচাপ।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না, এ কথা ঠিক নয়।'

বিমান বলল, 'আমি তোমার ব্যবহারে মর্মাহত। তোমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের জন্য আমাকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে। তুমি উধাও হয়ে গেলে, তুমি তো খুনও হয়ে যেতে পারতে! সেক্ষেত্রে পার্টি কী জবাব দিত? মোদ্দা কথা তুমি পার্টির কাছে আমাকে অপদস্থ করেছ।'

হঠাৎ সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দাদুর খবরটা যদি আমরা যাচাই করি?'

'স্বচ্ছন্দে।' অনিমেষ নড়েচড়ে বসল, 'শহরের অনেকেই জানে এখন।'

'কী হয়েছিল ওঁর?'

'লেপ্রসি।'

অনিমেষ দেখল দু'জনেই একসঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দু'জনের মুখের অবস্থা দেখে খুব কষ্টে হাসি চাপল সে। আমরা যতই মুখে প্রগতির কথা বলি না কেন, এইসব অকারণ আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটাকে সে কাজে লাগাল, 'ওই খবর পাওয়ার পর আমার মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারে? আমার ছেলেবেলায় দাদুর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি।'

গলার স্বর বদলে গেল বিমানের, 'দুঃখিত। কথাটা যদি ইউনিয়নের ঠিকানায় জানিয়ে দিতে তা হলে এই ভুল বোঝাবুঝি হত না। যা হোক, উনি কেমন আছেন?'

'চিকিৎসা চলছে। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব শকিং।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমি চেষ্টা করব যাতে পার্টি তোমার সম্পর্কে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত না নেয়। কিন্তু এটাই শেষ সুযোগ। আমাদের মনে রাখা উচিত পৃথিবীর যে কোনও ব্যক্তিগত সমস্যার চাইতে দলের কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' বিমান খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করল।

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'আমার মনে থাকবে।'

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চুকে যাবে বুঝতে পারেনি অনিমেষ। সে নিশ্চিত ছিল ছাত্র ফেডারেশন তাকে বাতিল করে দেবে। সেটা হলে তার আপাতত কিছুই করার থাকছে না। দেশের জন্য কেউ যদি কিছু করতে চায় তা হলে তাকে একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের বিকল্প দল এখন একটাই। যদিও ঘোলাজলের মতো একই জায়গায় পাক খাচ্ছে তবু যা কিছু নাড়াচাড়া এই দলেই। বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের কাজকর্ম, মতবাদ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনও রকম আশা করার কিছু না থাকলেও খুব সামান্য কাজ এই দলে থাকলেই করা যাবে। সেই দু-পা এগোনো এবং এক-পা পিছিয়ে যাওয়া ব্যাপার আর কি।

কলকাতায় ফিরে এসে তার মনে হয়েছিল কেউ তাকে মাথার দিব্যি দেয়নি যে রাজনীতি করতে হবে। তার সহপাঠীরা, কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষেরা এ সব না করে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। এম. এ. পাশ করে একটা যে কোনও চাকরি জুটিয়ে নিয়ে হাজারটা সমস্যার মধ্যে ওইরকম কাটিয়ে দেওয়া যায়। আজকের ভারতবর্ষে কেউ কি দেশের কথা ভেবে রাজনীতি করে? ব্রিটিশ আমলে যাঁরা দেশের কথা ভাবতেন তাঁদের স্বদেশি বলা হত। এখন বলা হয় না কেন? ব্রিটিশের বিকল্প যদি

www.MurchOna.com

প্রতিক্রিয়াশীল শোষকরা হয় তো তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও তো স্বদেশি করা হতে পারে। মুশকিল হল, স্বাদেশিকতাকে এখন সংকীর্ণ মনোভাবের প্রকাশ বলা হয়। অথচ বৃহত্তর ব্যাপারটার কোনও মাথামুণ্ডু নেই এ-কথা জানলেও কেউ মানতে চাইবে না।

কেন তার মনে হয় আমাদের দেশের মানুষগুলো স্বাধীন নয় ? কেন মনে হয় লক্ষটা সংস্কার এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা থেকে লাভবান হয় একটিমাত্র শ্রেণী। যদি এই দেশের মানুষের আর্থিক কাঠামোটা এক করা যেত তা হলে দেশের চেহারাটাই পালটে যেত। এটা ঠিক, আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় কোনও দলেরই সেই কাজ করা সম্ভব নয়। সুদীপরা বলবে সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যে যেটুকু কাজ করা যায় তাই করা উচিত। অনিমেষের মনে হয় এ একধরনের ফাঁকিবাজি। বিরোধীদল হিসেবে কংগ্রেসের সমালোচনা বা বিক্ষোভ দেখানোর মধ্যে একধরনের বাহাদুরি আছে কিন্তু গঠনমূলক কাজকর্ম, যাতে দেশের সমগ্র মানুষ সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে তা করা সম্পূর্ণ আলাদা। কমিউনিজমের থিয়োরি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি দেশের মাটি এবং মানুষের মনের চেহারা এক নয়। কিন্তু এ-সব চিন্তা তার মাথায় আসে কেন ? অনেক ভেবেছে অনিমেষ, কিন্তু নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার স্বপক্ষে কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। চারপাশে এতরকম অসাধুতা যে নিজের মনের কাছেই দোষী হয়ে থাকতে হয়।

এই এবার জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার সময় চোখের সামনে টিকিট চেকারকে ঘুষ দেবার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়ি করতে দেখল। যারা দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে তাদের কেউ তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পড়ে না। এ-সব দেখে তার মধ্যে কেন ছটফটানি শুরু হয় ? সেই কোন শৈশবে বন্দেমাতরম শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে সমস্ত শরীরে এক ধরনের আবেগের কাঁটা উঠত, তাই বা কেন হত ? সেই সময় রক্তে রোপিত স্বদেশি চিন্তাটা এতকাল নানান তাপে চেহারা পালটে কি তাকে এই ছটফটানি দিয়ে গেছে ? তাই যদি হয় তবে সুদীপ-বিমানদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকাই উচিত। ওরা কিছু করুক না করুক কথাবার্তায় অনেক কিছু করার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এটুকুই লাভ। অনিমেষের খেয়াল হল আজ বিমানদের আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য দাদু তাকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন। এই একটি মানুষের কাছে তার ঋণ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে এবং পৃথিবীর কোনও দামে তা শোধ করা যাবে না।

কংগ্রেসের অবস্থ এখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। নেতৃত্ব চিরকালই বৃদ্ধদের হাতে থাকে। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসিরা বিধান রায়ের পর নিজেরা কে কতখানি স্থবির প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস গান্ধীজির নামের মধ্যে একটা জাদুমন্ত্র আছে যার দ্বারা দেশের মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এই দেশ মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়। বিরোধীরা শুধু চিৎকারেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাই ওদের কাছ থেকে কোনও ভয় নেই, মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো রুটি ছুড়ে দিলেই যথেষ্ট। তাঁরা যে মেহনত করে দেশের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তার দাবিতে চিরকাল তাঁদের গদিতে বসিয়ে রাখা দেশবাসীর পবিত্র কর্তব্য। এইসব ধারণা থেকেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সৃষ্টি ; যে গণতন্ত্রকে ধনিক-গণতন্ত্র বলা যায়। এই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি দিয়ে সমাজতন্ত্র হয় না। কংগ্রেস সেটি আমদানি করেছে। বামপন্থী দলগুলো যদি নির্বাচনে জেতে তা হলে ওই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির মধ্যে দিয়েই তাদের যেতে হবে।

বামপন্থী দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে সরাতে চাইছেন। ধনিক শ্রেণীর ব্যাকিং যদি না থাকে তা হলে ফললাভ কষ্টকর। আর সত্যিই যদি ফল পাওয়া যায় তা হলে বুঝতে হবে এতকালে দেশের মানুষ নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা বামপন্থীদের ভোট দিচ্ছে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু একটা সাইকেলকে প্যাডেল ঘোরালে সামনের দিকেই নিয়ে যাওয়া যায়, পেছনদিকে প্রয়োজনেও চালানো যায় না। নির্বাচনে জিতলে তাই বামপন্থীদের সম্পর্কে জনসাধারণ বাধ্য হয়ে মোহমুক্ত হবেন।

কিন্তু পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার অনিমেষ লক্ষ করছিল। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আগামী নির্বাচনের কথা স্মরণ রেখে কৃষক সভার মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। খাস জমি বণ্টন, বর্গাস্বত্ব, খাদ্য, কাজ, মজুরি হল তালিকাভুক্ত। একটু একটু করে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া থেকে নিম্নবিত্তশ্রেণী গণতান্ত্রিক অধিকার ও ক্ষমতা দখলের জন্য ভাবতে শুরু করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক রাজনৈতিক নির্যাতন জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছিল। জনগণের একাংশ এর থেকে মুক্তি পাবার আশায় ক্রমশ রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা করতে শুরু করেছে। এই

www.MurchOna.com

চেতনাটাকে কাজে লাগাচ্ছে বামপন্থীরা। যদিও তাঁদের পথ বুর্জোয়া ডেমোক্রেসির বাঁধা পথেই শেষ হবে কারণ ব্যবস্থাটা যে এক। তবু এই আলোড়নের সময় যুক্ত থাকাই যে কোনও কর্মীর উচিত। অনিমেষ বিমান-সুদীপের সঙ্গে মিশে গেল।

আজকাল অনিমেষের হাতে তেমন পয়সা-কড়ি থাকে না। এবার বাবার কাছে সে মুখ ফুটে বেশি টাকা চাইতে পারেনি। দাদুর অবস্থা দেখার পর তা সম্ভবও নয়। পরমহংসের মতো টিউশনি যে তার পক্ষে করা সম্ভব নয় এটা বুঝতে পেরেছে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য ওরকম বাঁধা জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব। অথচ কোনও আশু সমাধান নেই।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে অনিমেষ শুরু করল সেটা হল পড়াশুনা। এতদিন তার ঘরের টেবিল জুড়ে কমিউনিজমের ওপর লেখা নানান বই পত্রপত্রিকা ছড়ানো থাকত। সব কাজ চুকিয়ে রাত্রের খাওয়ার পর বই নিয়ে বসত অনিমেষ। পড়তে গিয়ে অনিমেষ প্রথমে ভেবেছিল সে অসীম সমুদ্রে পড়বে। দীর্ঘদিন সংশ্রব না থাকায় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাংলা এমন একটা বিষয় যে সামান্য মস্তিষ্ক থাকলে দখল নেওয়া কষ্টকর নয়। একমাত্র ভাষাতত্ত্ব বুঝতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। ব্যাপারটা ফাঁকিবাজি দিয়ে সম্ভব নয়। পালি প্রাকৃতও প্রথমে ওইরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পঠনের ফলে সব কিছুর মেডইজি বেরিয়ে যায়। অনিমেষ ঠিক করল, যাই হোক না কেন এম.এ-টা এবারেই সম্মানের সঙ্গে পাশ করতে হবে। কোনও ফলশ্রুতি নেই, পাশ করলেও অন্ধকার—এ সব জেনেও করতে হবে। কারণ নিজেকে অযোগ্য ভাবতে সে রাজি নয়। যে বাসনা নিয়ে এ দেশের মানুষ রাজনীতি করে সেই বাসনাতেই তাকে পাশ করতে হবে।

মাধবীলতা এখন অদ্ভুত চুপচাপ। দাসপাড়ার অভিজ্ঞতা এবং তার পরের ঘটনা অনিমেষ ওকে বুঝিয়ে বলেছে। মাধবীলতা শুনেছে কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যেন অনিমেষ যা করবে তা সে বুঝে-সুঝেই করবে। ক্রমশ মেয়েটা যেন তার ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে ফেলছে। এ নির্ভরতা প্রতি মুহূর্তের অর্থনৈতিক চাহিদার নয়, মানসিকতার। অনিমেষ কোনও অন্যায় করতে পারে না এরকম একটা বিশ্বাস ওর মনে অটল। সেই প্রথম দিকের জ্বলে ওঠা মেয়েটা যেন কোনও জাদুমন্ত্রে এখন সমর্পণের ভঙ্গিতে বসে থাকে তার কাছে। যদি কোনও কথায় বা কারণে ব্যথা পায় তা হলে চোখ তুলে শুধু চাহনিতেই বুঝিয়ে দেয় সে কথা। এরকম মেয়েকে আঘাত দেওয়া যায় না। অনিমেষ অনুভব করে, মাধবীলতা তার জীবনে থাকলে কোনও অশুভ শক্তি তার ক্ষতি করতে পারবে না।

ভিয়েতনামে আমেরিকা তার চূড়ান্ত আঘাতটি হানল। যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মরিয়া হয়ে যায় তখন তার অন্ধতা আসে। কিন্তু এই নৃশংস আঘাতেও ভিয়েতনামিরা ভেঙে পড়ল না। আমেরিকানরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে সমস্ত বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ আমেরিকার বিরুদ্ধে ধিক্কারে উত্তাল। বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। এমনকী আমেরিকাতেও একই দৃশ্য দেখা গেল।

পর পর কয়েকদিন ওরা আমেরিকান দূতাবাস আর চৌরঙ্গি তথ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করল, আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কুশপুত্তলিকা পোড়াল। ট্রাফিক বন্ধ, নেতারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন ভিয়েতনামিদের স্বপক্ষে। অনিমেষরা শ্লোগান দিচ্ছিল, দুনিয়ার, সর্বহারা এক হোক।

কিন্তু ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিরক্ত মানুষেরা চাপা উষ্মা প্রকাশ করছিল। অবশ্য এত বড় মিছিলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা বা সাহস কারও নেই। অনিমেষ শুনল, একজন চাপা গলায় আর একজনকে বলছে, 'শালা আমাদের হাজারটা সমস্যার সমাধানের নাম নেই, কোথায় ভিয়েতনামে আমেরিকা কী করছে তা নিয়ে কুমিরের কান্না কাঁদছে।'

অনিমেষ কথাটা বিমানকে বলতেই বিমান ক্রুদ্ধ হল। সুরেন ব্যানার্জী রোডের রোদে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই মানসিকতা কংগ্রেসি কুশাসনের ফসল। আমার ঘরে জল পড়ছে বলে অন্যের ঘরের আগুন নেভাতে ছুটব না?'

অনিমেষ বলল, 'আমরা প্রতিবাদ করছি ঠিক আছে। কিন্তু ভিয়েতনামিদের জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।'

বিমান বলল, 'আমাদের সমর্থন ওদের কাছে পৌছে দিলে ওরা জোর পাবে।'

'তা ঠিক।' অনিমেষ বলল, 'অন্যভাবেআমরা যদি,সাহায্য করি তা হলে ওদের উপকার হয়, আমরাও কাজে কিছু করতে পারলাম বলে তৃপ্তি পাব।'

'কী ভাবে?'

'জামাকাপড়, ওষুধ, খাবার এ সব পাঠিয়ে।'

'ভাল। কিন্তু আমাদের ফরেন সার্ভিস সেগুলো পৌছে দেবে কি না কিংবা সরকার তাতে

www.MurchOna.com

অনুমতি দেবে কি না তা তো জানি না। ঠিকই বলেছ, ভিয়েতনামি সংগ্রামীদের জন্য সাহায্য তোলা যায়।' বিমান বলল।

সংগ্রামী শব্দটার পাশে সাহায্য কথাটা খুব খারাপ শোনাল অনিমেষের কানে। সে বলল, 'না, লোকের কাছে ভিক্ষে করব না। আমরা একটা বড়সড় অনুষ্ঠান করে টিকিট বিক্রি করে টাকা তুলে ওষুধ কিনতে পারি। আপনি কথা বলে দেখুন।'

অনুমতি পাওয়া গেল। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন থেকে ভিয়েতনাম এইড কমিটি হল। সুদীপ কনভেনার, অনিমেষ সম্পাদক। কয়েকদিন ধরে জোর আলোচনা চলল। ঠিক হল মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠানটি হবে। সকালে হলে কম ভাড়া লাগে। যেরকম ভাবে হোক খরচ কমাতে হবে। সবাই একমত হল যে কোনওরকম হালকা গান-বাজনা বা নাটক হবে না। জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতে পারে এইরকম অনুষ্ঠানসূচি করা দরকার। তখনই পালটা কথা এল, অর্থসংগ্রহ যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তা হলে জাগরণের গান-ফান হলে টিকিট বেশি বিক্রি হবে না। দেখা গেল, কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘের সঙ্গে একদা যুক্ত থেকে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হয় পার্টি ছেড়ে দিয়ে লঘু অনুষ্ঠান করছেন নয় ডানপন্থী কমিউনিস্ট বলে পরিচিত। ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কালচারাল ফোরামে কোনও জনচিত্তজয়ী শিল্পী নেই। তা হলে ? দু' একজন তাত্ত্বিক কিংবা প্রচুর কর্মী এবং বক্তা থাকা এক আর প্রকৃত শিল্পী থাকা অন্য কথা। তখন ঠিক হল কমিউনিজমের প্রতি অনুগত অথচ কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নন এমন শিল্পীর সন্ধান করতে হবে। এই অবস্থায় সুদীপ প্রস্তাব দিল নাটক অভিনয় করানোর। কলকাতার প্রখ্যাত দল 'জনবাণী' সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহল এবং শ্রদ্ধা প্রচুর। কারণ এই দলের বিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা এখন বাংলাদেশের নাট্যজগতের অন্যতম স্তম্ভ। চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে সফল হলেও নাট্যকর্মেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তিনি। তাঁর দল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন তিনি। কিন্তু 'জনবাণী' দল সব সময় সর্বহারার পক্ষে নাটক করে। প্রতিটি নাটকই প্রচণ্ড জনসমর্থন পেয়েছে তার পরিবেশনা, প্রযোজনা এবং প্রধান অভিনেতা পরিচালক সুবিমল গুপ্তের জন্য। সুবিমলবাবুর নাটকগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রচণ্ড সমর্থন করছে জনমানস গঠন করতে। মাঝে মাঝে পার্টির হয়ে পথ-নাটকও করছেন তিনি। এবং সবচেয়ে বড় কথা ওঁর সাম্প্রতিক নাটক 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল।

অনিমেষ আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে সুবিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। মাধবীলতা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যাওয়ার জন্য। সুবিমলবাবুর ফ্যান প্রত্যেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকের চোখে ঠেকবে বলে সে এল না। সুবিমলবাবুর বাড়িতে ঢুকে অনিমেষ হকচকিয়ে গেল। সুন্দর সাজানো গোছানো এবং চারপাশে বৈভব ছড়ানো। একজন সংগ্রামী কমিউনিস্ট মানসিকতার মানুষ এত আরামে এ দেশে থাকেন ? ঘরের দেওয়ালে লেনিনের বিরাট ছবির পাশে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন। চোস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে হাতে চুরুট নিয়ে সুবিমলবাবু মোটা গলায় বললেন, 'আরে বসো বসো। তোমরা ঠিক সময়েই এসেছ বলে খুশি হলাম। তুমি বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো ?'

অনিমেষ প্রথম দেখল সুবিমলবাবুকে কিন্তু তার সঙ্গীরা বেশ গদগদ হয়ে পড়েছে। তারা বলল, 'না না, আপনি তুমিই বলুন।'

'ভেরি গুড। আমাদের দেশের তরুণ কমরেডদের দেশে খুশি হলাম। নাউ, টেল মি, তোমাদের প্রব্লেম কী ?' মুখে চুরুট রেখেই কথা বললেন সুবিমলবাবু।

অনিমেষ নিজেই সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'প্রব্লেম নয়। ভিয়েতনামে আমরা কিছু ওষুধ পাঠাতে চাই।'

'খুব ভাল কথা। কনস্ট্রাকটিভ কাজ।'

'হ্যাঁ। এইজন্য অর্থ দরকার। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠান করে টাকাটা তুলব। আমরা চাই আপনি সাহায্য করুন।' অনিমেষ হাসল।

'কীভাবে ?'

'ভিয়েতনাম লাল সেলাম অভিনয় করুন। আপনি পাশে দাঁড়ালে হাউসফুল হয়ে যাবে।'

'কবে ?'

'বারো তারিখে সকালে হল পাওয়া যাবে।'

'তোমাদের বাজেট কত ?'

'বাজেট ?'

www.MurchOna.com

'এ-বাবদ আমার দলকে কত দেবে ?'

'আমরা ভাবিনি কিছু। খরচ যতটা কমানো যায় তত আমরা সাহায্য পাঠাতে পারব।'

'বুঝলাম। বোধহয় ওইদিন আমি খালি আছি। ওয়েল, আমার দল কল শো-এর জন্য অনেক বেশি নেয়। যে ভাবে খরচ বাড়ছে সামলানো মুশকিল। তবু তোমরা তিন দিয়ো।'

'তিন, তিন হাজার ?' হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ।

'নো বারগেন।'

অনিমেষ পাথর হয়ে গেল। এই মানুষটি সর্বহারাদের বন্ধু ? কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে পথসভা করেন ? ভিয়েতনামিদের সমর্থক ? সে খুব নিচু গলায় বলল, 'এত টাকা দিলে আমরা তো কিছুই ওখানে পাঠাতে পারব না।'

'আই কান্ট হেল্প। একবার যদি সবাই জেনে যায় ওর কমে আমি শো করেছি তা হলে আমার বাড়ির সামনে একমাইল লাইন পড়ে যাবে কল শো-র। সবাই বলবে ওই টাকায় করুন। কাকে ঠেকাব তখন ? তুমি হয়তো ভাবলে আমার মুখে এ কী কথা! রাইট। কিন্তু আমার রাজনৈতিক চিন্তা আর প্রফেশনাল এটিকেট এক নয়। হতে পারে না। একজন সরকারিকর্মী যেমন সরকার বিদ্বেষী শ্লোগান দিলেও সরকারের কাজ করে মাইনে নেন পেটের জন্য। আমিও দুটোকে এক করতে পারি না।'

অনিমেষ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছিল সে। কোনও চিন্তা মাথায় আসছিল না। এ কী ধরনের কমিউনিজম-মনস্কতা ?

সুবিমলবাবু হঠাৎ হাসলেন, 'ঠিক আছে ? তোমরা এক হাজার দিতে পারবে ? ওনলি ওয়ান থাউজেন্ড।'

সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল অনিমেষ, 'নিশ্চয়ই।'

'দেন, টিকিট বিক্রি করো। বারো তারিখ বললে না ? এগারোতারিখে বিকেলে টাকাটা পৌঁছে দিয়ো। আই উইল বি দেয়ার।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সঙ্গীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। অনিমেষের খারাপ লাগছিল নিজের কথা ভেবে। ভদ্রলোক যে ওকে নিয়ে খেলা করছিলেন তা সে বুঝতে পারেনি, না পেরে আজেবাজে চিন্তা করেছে। সুবিমলবাবুকে নিয়ে আজ সবাই গর্ব করে, তিনি কি ভিয়েতনামের সাহায্যে অনুষ্ঠানে না এসে পারেন ?

হু-হু করে একদিনের টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের আগের দিন টাকাটা পৌঁছে দেওয়া হল। মহাজাতি সদন টইটুম্বুর। সকালবেলাতেই 'জনবাণী' এসে গেছে। মেকআপ নিচ্ছেন তাঁরা। অনিমেষকে নানান ঝামেলা সামলাতে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। সুদীপের সঙ্গে সুবিমলবাবু কথা বলছিলেন। অনিমেষ দেখল উনি এখনও মেক-আপ নেননি।

অভিনয় শুরুর একটু আগে সুদীপ বলল, 'আজকের অনুষ্ঠানের আগে কেন এটা করছি তা দর্শকদের বলা দরকার। সুবিমলবাবুও বলবেন।'

পরদা উঠল। অত মানুষের সামনে এই প্রথম অনিমেষ কথা বলল মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দর্শকদের এবং জনবাণীকে ধন্যবাদ দিল সে। তারপর সুদীপ এসে বলল সে সুবিমলবাবুকে অনুরোধ করছে কিছু বলার জন্য। সুবিমলবাবুর নামের আগে অনেক জনদরদি বিশেষণ দিল সে। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত অনিমেষ দেখল সুবিমলবাবু আর একজন সঙ্গীর ওপর ভর দিয়ে কোনওক্রমে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন, 'আমি অত্যন্ত অসুস্থ। ডাক্তার আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছেন। কিন্তু ভিয়েতনামের জন্য ছাত্রবন্ধুরা যখন এই অনুষ্ঠান করছেন তখন কি আমি শুয়ে থাকতে পারি ? না, আমি কোনও বিশেষণের যোগ্য নই। একটু অভিনয় করতে চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল লড়ে যাব, জনসাধারণকে বোঝাব তাঁরা কী অবস্থায় আছেন। আমি একজন সৈনিক মাত্র। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তবু না এসে পারলাম না। আমার দল অভিনয় করবে, আপনারা সহযোগিতা করুন। আমার সঙ্গে বলুন আপনারা, ভিয়েতনাম লাল সেলাম।' সঙ্গে সঙ্গে হল ফেটে গেল শব্দে, 'লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে অনিমেষের মুখোমুখি পড়ে গেলেন সুবিমলবাবু। চুরুট বের করে বললেন, 'একটা দেশলাই দাও তো।'

চোয়াল শক্ত করে অনিমেষ বলল, 'আমার কাছে নেই।' আর একজন ছুটে এসে দিল তাঁকে। সেটা নিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অনিমেষকে দেখলেন সুবিমলবাবু। তারপর অদ্ভুত কায়দায় হাসলেন,

www.MurchOna.com

'দেশলাই-এর বাক্সটা দেখেছ ? বারুদমাখানো কাঠিগুলোকে জলবাতাস থেকে বাঁচানোর জন্য এই বাক্সটা দরকার। কোনটা দামি ? বাক্স না কাঠি ? দুটোই। তাই না ?'

কথাটা শেষ করে স্মার্টলি বেরিয়ে গেলেন হল থেকে। সেখানে তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করছে। তখন নাটক শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকান মিলিটারির অত্যাচার দেখে দর্শকরা ধিক্কার দিচ্ছে। জনবাণী দারুণ অভিনয় করছে, সুবিমলবাবুর বদলে যিনি করছেন তিনিই সর্বহারাদের কথা সমান দরদে মঞ্চে বলছেন।

অনিমেষ নাটক দেখছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে সাজানো, রঙিন বেলুনের মতো মনে হচ্ছিল। বেলুনটা বাড়ে না কারণ সে জানে তা হলে ফেটে যেতে পারে। কিন্তু একটা সূচ দরকার, অবিলম্বে।

সাতাশ

দাসপাড়ার উপনির্বাচনে কংগ্রেসপার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। কলকাতার মানুষ খবরের কাগজের এই সংবাদটাকে তেমন গুরুত্বই দিল না, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, না-জেতাটাই ছিল আশ্চর্যের। ভোটের ফলাফল বের হলে অনিমেষরা হিসেব করেছিল মোট ভোটের সত্তর শতাংশ বাক্সে পড়েছে। বাকি ত্রিশভাগ যারা ভোট দেয়নি তাদের সমর্থন পেলে কী কাণ্ড হত বলা যায় না। দেখা গেল আগের বার বিরোধী প্রার্থী যত ভোট পেয়েছিল এবার তা থেকে হাজার খানেক বেড়েছে।

বিমান বা সুদীপ এই নির্বাচন নিয়ে কোনও কথা বলছে না। যা গিয়েছে তার সম্পর্কে ভেবে কিছু লাভ নেই। পার্টির নেতারা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ত্রুটিগুলো সামলে নেবেন সামনের বার। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করতে বিমান জবাব দিয়েছিল, 'পর্যালোচনা চলছে।'

সুবিমলবাবুর ব্যাপারটার পর থেকে অনিমেষ নিজের ভেতরে যেন আর উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছিল না। এই মানুষটির দ্বৈতসত্তার কথা জেনেও পার্টি তাঁকে মূল্যবান বলে মনে করে, কমরেডের সম্মান দেয়, এটা কেমন কথা ? ক্রমশই সে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছিল। এখন অভ্যেসবশত ইউনিয়ন অফিসে যায়, কথা শোনে কিন্তু আলোচনায় উৎসাহ পায় না।

এই সময় ভারতবর্ষ আর পাকিস্তান একটা যুদ্ধে লিপ্ত হল। সন্ধের পরই কলকাতা শহর অন্ধকারে ডুবে যায়, তড়িঘড়ি মানুষ ঘরে ফিরে যাচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তেই পাকিস্তানের বোমারু-বিমান কলকাতার আকাশে দু-একটা বোমা টুক করে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে। তবে চিনের সঙ্গে যখন গোলমালটা লেগেছিল তখনকার মতো দিশেহারা অবস্থা এখন নয়। মানুষ জানে পাকিস্তান যতই গর্জাক ভারত দখল করার হিম্মত নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতবাসী কংগ্রেস সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে, বহুমুখী বিরোধীরাও মূক হয়ে আছে। তবু যুদ্ধটা ঠিক জমছে না।

এই যুদ্ধ অনেকটাই সাজানো, ফলাফল জানাই আছে—এইরকম বোধ পার্টির নেতাদের থেকে শুরু করে ক্যাডার পর্যন্ত সঞ্চারিত। সাধারণ মানুষও বেশ মজা পেয়ে গেছে। সিনেমা দেখার ভঙ্গিতে কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ে কারণ তারা সবাই জানে পাকিস্তানিরা কখনওই তাদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু যুদ্ধের কারণেই কংগ্রেস সম্পর্কে তিক্ততা ক্ষীণ হয়ে এল।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আঁচ গায়ে লাগল। হু-হু করে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ভারতবাসীর মতো সব-সইয়ে জাত পৃথিবীতে বিরল। কোথাও কোনও প্রতিবাদ নেই, যেন যুদ্ধ হলে দাম বাড়াটাই স্বাভাবিক কথা। চোখের সামনে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে এবং সেটাকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই গ্রহণ করে সবাই। অনিমেষের মনে হয়, সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টেই এ দেশের মানুষের মেরুদণ্ডটিকে খুলে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন-সাহেব দেশে চলে গেছেন।

যুদ্ধটা যখন থেমে গেল খুব আফশোস হচ্ছিল ওর। পাকিস্তান কেন পূর্ববঙ্গকে ব্যবহার করল না ? কেন ঢাকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু-বিমান উড়ে এসে কলকাতার ওপর বোমা ফেলল না ? যদি কোনও জাদুমন্ত্রে পাকিস্তানি সেনা পশ্চিমবাংলায় ঢুকে পড়ত তা হলে উত্তেজনার আগুন পোয়ানোর বিলাসিতা ছাড়তে হত এ দেশের মানুষকে। নিজস্ব সুবিধের ছকে সাজানো রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা তখন হারিয়ে যেতে বাধ্য হত। প্রতিরোধ শক্তি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেই ওই সব নেতাদের ছুড়ে ফেলতে একটুও সময় লাগত না। এই দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সশস্ত্র যুদ্ধ চাই। ঘরে আগুন না লাগলে ঘরের প্রতি ভালবাসা টের পাওয়া যায় না। স্বার্থের পৃথক

www.MurchOna.com

খোলসগুলোকে চূর্ণ করতে যুদ্ধ চাই, নইলে এই নিরাসক্তির ভান কখনওই ঘুচবে না।

অনিমেষ এখন বিশ্বাস করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কমিউনিস্ট পার্টির নেই। শুধু প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ করলে হয়তো একটা সাময়িক সমর্থন পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, সেটিই করা হচ্ছে না। যা কিছু চটজলদি আবেগকে পরিচালিত করে সাধারণ মানুষ তাকেই গ্রহণ করে। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তাবড় তাবড় নেতাদের চালচলন কথাবার্তার সঙ্গে বেশিরভাগেরই ব্যক্তিগত জীবনের কোনও মিল নেই। তাঁদের দেখে কোনওরকম অনুপ্রেরণা যদি সাধারণ মানুষ না পায় তা হলে তাঁদের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল হবে কী করে ? সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা কমিউনিস্ট পার্টির মতো সুশৃঙ্খল সংস্থা কংগ্রেস নয়। কমিউনিস্ট ক্যাডাররা নিঃস্বার্থ হয়ে নেতাদের হুকুম মেনে নেয়। এরকম শক্তিশালী একনিষ্ঠ কর্মী পেয়ে নেতারা কী করতে চান বোঝা যাচ্ছে না। দলের নীচের তলার কর্মীরা কাজ করে ভাবাবেগে, নেতাদের পদক্ষেপ হিসেব করে। তাঁরা আবেগ আনেন বক্তৃতার সময়, ব্যক্তিগত স্বার্থ হারাতে কেউ বিন্দুমাত্র রাজি নন।

মোটামুটি এই যখন দেশের রাজনৈতিক চেহারা তখন ঘোলাজলে পাক খেয়ে কী লাভ ? অদ্ভুত হতাশাজনিত ক্লান্তি ক্রমশ অনিমেষকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই সময় ছাত্র ইউনিয়নগুলো দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিল। আন্দোলন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে মনুমেন্ট পর্যন্ত গিয়ে নেতাদের বক্তৃতা শোনা—এই হল আন্দোলনের চেহারা। অনিমেষ দুদিন কংগ্রেস সরকার নিপাত যাক, খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, দুনিয়ার ভুখা মানুষ এক হও, এক হও শ্লোগান দিতে দিতে গিয়েছে মিছিলের সঙ্গে। মাধবীলতাও ছিল সঙ্গে।

মিছিল মনুমেন্টের নীচে পৌঁছালে জায়গাটা একসময় সমুদ্রের চেহারা নিল। বাঁশের খুঁটির ওপর লাল কাপড়ের মঞ্চে নেতারা বসে সেই সমুদ্র দেখছিলেন। মাধবীলতা এই প্রথম এতসব নেতাদের একসঙ্গে দেখতে পেয়ে বেশ উত্তেজিত। এঁরা বিধানসভায় প্রায়ই শোরগোল তোলেন। কিন্তু এই গান্ধীজিমার্কা আন্দোলনে কী ফলবে অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ এই কথাটুকু বোঝানোর জন্যই যদি এত আয়োজন তা হলে সেটা কি কংগ্রেসি নেতাদের আজ অজানা আছে ? তারা যদি সেই তথ্যটিকে উপেক্ষা করতে পারে তা হলে এই মিছিলের বিক্ষোভে কী এসে যায় তাদের। জনসাধারণের প্রাণশক্তির হাস্যকর অপব্যবহার ছাড়া ব্যাপারটা অন্য কিছু মনে হচ্ছে না অনিমেষের কাছে।

পর পর দু'জন নেতা একই ভাষা এবং ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিলেন। দেশ আজ বিপন্ন, কংগ্রেসি সরকারের শোষণে দিশেহারা। এই সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো বলার সময় গলা কাঁপিয়ে, অনেকটা যাত্রার ঢঙে হাত নেড়ে একটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করে ফেললেন ওঁরা দুজনেই। কথা বলার সময় আবেগে মাঝে মাঝে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওঁদের চিৎকৃত ভাষণ যখন শেষ হল তখন বঙ্গে বর্গি পালার শেষে যে হাততালি পড়ে তারই অনুরণন মনুমেন্টের তলায় ছড়িয়ে পড়ল। বক্তৃতায় ক্লান্ত নেতাদের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা এইমাত্র ঘরে ঘরে অন্ন বিলিয়ে ফিরে এলেন। সবশেষে যিনি উঠলেন তাঁর জন্যেই জনতা উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। এর আগেও দেখেছে সে, আজও দেখল। গানের অনুষ্ঠানে ছোট বড় শিল্পীরা একে একে গেয়ে যান, কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায় না, শ্রোতাদের মধ্যে। কিন্তু শেষ নামটি যেই ঘোষিত হয় এবং বিখ্যাত শিল্পী যখন মঞ্চে এসে দাঁড়ান তখন হাততালি পড়ে, যেন এতক্ষণে অনুষ্ঠানটি সার্থক হল।

এখন যিনি বলতে এলেন তাঁরও সেই ইমেজ। উনি যখন বলেন তখন যুক্তি দিয়ে বলবেন এটাই সবার ধারণা। এর আগের মিটিং-এ উনি প্রথমে বলেছিলেন বলে বাকি বক্তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ তাঁদের কথা শোনার জন্য কেউ অপেক্ষা করেনি।

জনতাকে নড়েচড়ে বসতে দেখে অনিমেষ মাধবীলতাকে বলল, 'চিনতে পারছ ওঁকে ?'

মাধবীলতা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে, না ?'

অনিমেষ বলল, 'অন্তত যাত্রা করবেন না এটা বলা যায়।'

মাধবীলতা বলল, 'তুমি অমন বেঁকা বেঁকা কথা বলছ কেন ? তোমাদের পার্টির নেতা না?'

অনিমেষ তর্ক বাড়াল না। শুধু মাধবীলতার দিকে একবার তাকিয়ে বক্তৃতায় মন দিল। খুব শান্ত ভঙ্গি, প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করেন। আবেগের বাড়াবাড়ি নেই। যেটা বলছেন তা কেন বলছেন তা ওঁর জানা আছে। স্বভাবতই কংগ্রেসি সরকারকে আক্রমণ করে উনি কথা বলছিলেন।

www.MurchOna.com

কিন্তু একসময় অনিমেষের মনে হল উনি খুব ভাল কথাশিল্পী। সুন্দর সাজানো কথা বিশ্বাসযোগ্য করে বলেন কিন্তু কোনও ধরাছোঁয়ার মধ্যে যান না। তাঁর কথায় এমন একটা জাঁকজমক আছে যে লোকে সেইটে বুঝতেই পারে না। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় কারাবরণ এবং তারপরে বাংলা বন্ধ।

ধর্মতলা থেকে ফেরার সময় অনিমেষ সিদ্ধান্ত নিল এই রাজনীতি থেকে সে কিছুদিন সরে থাকবে। দশহাজার লোককে পুলিশ এসপ্লানেড ইস্ট থেকে ধরে বাসে করে খিদিরপুরে নামিয়ে দিলে কী ধরনের রাজনৈতিক লাভ হয় তা ওর মাথায় ঢুকবে না। এই কি কারাবরণ ? অথবা সারা দেশ একদিনের জন্য অচল করে মোক্ষ লাভ হবে ? এতে কি মনে হবে দেশের মানুষ তাদের পাশে আছে ? এখনও যখন সাধারণ মানুষ মনে করে কমিউনিস্টদের ভোট দিলে তারা দেশটাকে রাশিয়া কিংবা চিনের হাতে তুলে দেবে ! পার্টির মধ্যে ইতিমধ্যেই বিরোধ শুরু হয়েছে। বেশ কিছু সক্রিয় কর্মী নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে বিরাগের পাত্র হয়েছেন। পার্টির মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা চলছে এ সংবাদ বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। অনিমেষ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যাক মন দিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করে।

মৌলালির মোড়ে হেঁটে এসে মাধবীলতা বলল, 'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, কোথাও বসি চলো।'

অনিমেষ দেখল মেয়েটার মুখটা কালো হয়ে গেছে, চোখের তলায় বেশ কালি। ওর হঠাৎ মনে হল মাধবীলতার এই চেহারা সে কোনওদিন দেখেনি। মুখের মধ্যে একটা খসখসে ভাব এসে গেছে, চাহনিতে ক্লান্তি বোঝা যায়।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

মাধবীলতা ভ্রূ কুঁচকে সেই চাহনিটা ব্যবহার করল, 'আমার! কী হবে ?'

অনিমেষ বুঝতে পারল মাধবীলতা যদি নিজে থেকে কিছু না বলে তা হলে শত চেষ্টা করেও ওর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানা যাবে না।

মাধবীলতা হাসল, 'কী থেকে কী কথা! বললাম কোথাও চলো বসি, না তোমার কী হয়েছে! বসতে চাইলেই কিছু হতে হয় বুঝি !'

অনিমেষ একটা ছোটখাটো চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে বলল, 'চলো এখানে বসি। তবে শুধু চা খেতে হবে।'

মাধবীলতা বলল, 'সেটা আমি বুঝব।'

দোকানটা নিচু ধরনের। অবস্থা যে ভাল নয় তা চেহারা দেখেই মালুম হয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা আড্ডা মারছিল তারা বেশ উৎসুক চোখে ওদের দিকে তাকাল। অনিমেষ সেটা দেখেও গা করল না। একটা ছোঁড়া এলে মাধবীলতা তাকে দুটো করে টোস্ট আর চা দিতে বলল। তারপর অনিমেষের দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিন্তু আজকাল সব কথা আমার কাছে বলো না!'

'কী কথা ?'

'বিমানদের সঙ্গে তোমার ঠিক মিলছে না, না ?'

'কী করে বুঝলে ?' অনিমেষ অবাক হল। এ সব কথা ও কখনও মাধবীলতার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

'আমি কি ঠিক বলছি ?'

'মোটামুটি।'

'যাক। তা হলে তোমাকে বুঝতে আমার ভুল হয় না।'

অনিমেষ মাধবীলতার চোখে চোখ রাখতেই সে মুখ নামিয়ে নিল। কথাটায় এমন সুখ জড়ানো যে তা অনিমেষকেও স্পর্শ করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আসলে আমি এই দলের কাজকর্ম মানতে পারছি না। এরা যেভাবে চলছে সেভাবে চললে এ দেশে কোনওদিনই কমিউনিজম আসবে না। বুঝেসুঝে অন্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।'

মাধবীলতা বলল, 'তুমি কি অন্য কোনও দলে যাবে ?'

অনিমেষ বলল, 'অন্য দল ? ধ্যুৎ! সেগুলো তো আরও খারাপ। না, কোনও দলফল নয়, ভাবছি এখন মন দিয়ে পড়ব।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি তোমার রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না। তবে একটা অনুরোধ করব। হুট করে কিছু করে ফেলো না। তুমি যদি বিমানদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাও তবে ঝগড়া করে নয়, চুপচাপ কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই সরে দাঁড়াও। একদিনে করলে সেটা ধরা পড়ে যাবে তাই কয়েকদিন সময় নাও।' তারপর হেসে বলল, 'কিন্তু-এম.এ-র রেজাল্টটা যেন ভাল হয়।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'তোমার চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল হবে না।'

মাধবীলতা দিয়ে যাওয়া টোস্টের ওপর গোলমরিচ ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'আমার বোধ হয় পরীক্ষা দেওয়াই হবে না।'

চমকে উঠল অনিমেষ, 'সেকী! কেন?'

মুখ না তুলে মাধবীলতা বলল, 'ও সব ছেড়ে দাও। বাড়িতে চিঠি দিয়েছ?' চোয়াল শক্ত হল অনিমেষের। কিছুক্ষণ ধরেই ও বুঝতে পারছিল মাধবীলতার কিছু হয়েছে, যার জন্য ওকে চিন্তা করতে হচ্ছে খুব এবং তার ছাপ পড়েছে চোখমুখে। এতদিন ব্যাপারটা লক্ষ করেনি বলে সে নিজের ওপরই বিরক্ত হল। খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি যদি কিছু না বলতে চাও তা হলে আমার পক্ষে এ সব খাওয়া অসম্ভব।'

হেসে ফেলল মাধবীলতা, 'ওমা! কী ছেলে মানুষ! এখন কি আর রাগ করে খাবার নষ্ট করার বয়স আছে! খোকা কোথাকার!'

'ইয়ার্কি মেরো না। তুমি যদি না চাও তা হলে অবশ্যই তোমার ব্যাপারে আমি কথা বলব না। কিন্তু সেটাই জানা দরকার।' অনিমেষ বলল।

মাধবীলতা বলল, 'অমনি রাগ হয়ে গেল!'

অনিমেষ বলল, 'আমাকে কি এতই অপদার্থ ভাব যে রাগ করবার যোগ্যতাও নেই!' টেবিলের ওপর দুই কনই, হাতের ওপর চিবুক, মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে সামলাতে পারল না। বুকের মেঘ কখন যে টুক করে জল হয়ে চোখে গড়ায় তা যদি বোঝা যেত আগেভাগে। অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'এটা চায়ের দোকান!'

দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চট করে দু-চোখ সামলে নিল মাধবীলতা। কিন্তু তার ভেতরটা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগল আরও কিছুক্ষণ। ওরা নীরবে টোস্ট খেয়ে চায়ের কাপে হাত দিল। অনিমেষ কোনও কথা বলছিল না। মাঝে মাঝে তার মাধবীলতাকে এত গভীর মনে হয় যে সে হাজার চেষ্টা করেও ডুব দিয়ে তল দেখতে পাবে না। চটুল হালকা টাইপের মেয়েদের সহজেই উপেক্ষা করা যায় কিন্তু মাধবীলতাকে নয়।

চা খেয়ে দাম দিল মাধবীলতা। তারপর রাস্তায় নেমে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'বাবার জন্যই বোধহয় আমার এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া হবে না!'

'মানে?'

'উনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি ওঁকে বলেছি এ সব চিন্তা ছাড়তে। আমার মুখে এরকম কথা উনি আশা করেননি। ফলে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। যা ইচ্ছে তাই বলছেন! আমাকে এখান থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করছেন। যে পাত্রটিকে ওঁরা নির্বাচিত করেছেন সে বোধহয় আমার কথা শুনে হাতছাড়া হয়ে গেছে, ফলে আরও দিশেহারা অবস্থা। আমি বলেছি পরীক্ষা অবধি অপেক্ষা করতে কিন্তু ভাবগতির দেখে মনে হচ্ছে তা করবে না।' মাধবীলতা মাথা সোজা করে হাঁটছিল। যেন কথাগুলোর মধ্যে নিজের অবস্থাটাকে জরিপ করছিল।

অনিমেষের বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠল। সে মাধবীলতার জন্য কিছু করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। না, যে কোনও ভাবেই ওর এম.এ. পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

'কিন্তু, কেন ওঁরা এমন করছেন?'

'ওঁরা আমার ভাবগতিক দেখে ভাল বুঝছেন না তাই।' হাসল মাধবীলতা, 'বোধহয় বুঝতে পেরেছেন আমি মনের দিক থেকে একা নই।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কোনও পিতামাতাই মেয়েদের নির্বাচনের ওপর আস্থা রাখতে পারে না। সবসময় ভাবে এই বুঝি বোকামি করল!'

'তুমি আমার কথা ওঁদের বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন ওঁরা?'

'নাই বা শুনলে। শোনো, আমি গত রবিবার একটা স্কুলে ইন্টারভিউ দিয়েছি। আমার এক বন্ধুর দিদি ওই স্কুলে কাজ করে। যদি চাকরিটা হয়ে যায় তা হলে বেঁচে যাব।'

'তুমি চাকরি করবে? পড়াশুনা করবে না?'

'সে পরে দেখা যাবে। প্রাইভেটেও পরীক্ষা দেওয়া যায়। হয়তো চাকরিটার জন্যই দিতে হবে।

www.MurchOna.com

সে সব এখনই ভাবছি না। এখন যেটা সমস্যা হল সেটা হল একটা ভাল হোস্টেল। তোমার জানাশোনা কোনও হোস্টেল আছে?' মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না। তবে হোস্টেলের খোঁজ নিতে পারি। কিন্তু তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে?'

মাধবীলতা দাঁড়িয়ে পড়ল। দুপাশে বাড়ি ফেরা মানুষের ভিড়, হকারের চিৎকার। তারই মধ্যে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি চাইছ না বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসি?'

'তুমি কি যথেষ্ট ভেবেছ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।'

অনিমেষ একটুও ভাবল না। বলল, 'ওঁরা তোমাকে জোর করে অন্য কোথায় পাঠিয়ে বিয়ে দেবেন এটা আমি মানতে পারি? কিন্তু এতদিনের পরিচিত পরিবেশ আর আত্মীয়স্বজন ছেড়ে তুমি একা হোস্টেলে এসে উঠবে—এ ব্যাপারে তোমার কোনও দ্বিধা আছে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। নিজের কাছে পরিষ্কার হলে পৃথিবীতে কে কী মনে করল তাতে কিছু এসে যায় না।'

'আমার সব কিছু পরিষ্কার যদি তুমি পাশে থাকো। আমি কোনও অন্যায় করিনি। বা যদি না মানতে পারেন তা হলে সেটা দুঃখের। আমি তো হোস্টেলে একা থাকছি না! তুমি তো আছ। তুমি কখনও আমায় ফেলে না গেলেই হল।' মাধবীলতা হাসল। আত্মবিশ্বাস এবং লজ্জা একসঙ্গে চলকে উঠল যেন।

অনিমেষ বলল, 'বড্ড আফশোস হচ্ছে।'

মাধবীলতা ঘাড় বেঁকাল, 'কেন?'

'নিজেকে খুব অপদার্থ মনে হচ্ছে। তুমি যখন এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছ তখন আমার হাতে এক ফোঁটা জোর নেই। এখনও আমি বাবার পাঠানো টাকার ভরসায় থাকি। আমার উচিত তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচানো, কিন্তু দ্যাখো, শুধু কথা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারছি না। দেখি, কী করতে পারি।' শেষের কথাটা একটু চিন্তা-জড়ানো গলায় বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা বলল, 'এই, তুমি কি চাও আমি এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদি?'

'মানে?'

'আর একবার ওইসব কথা বললে আমি এমন সিন করব যে মজা বুঝবে!'

'কিন্তু —।'

'কোনও কিন্তু নয়। আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এম.এ. পাশ করে—।' না ভেবে কথাটা শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল মাধবীলতা।

'থামলে কেন?' হাসল অনিমেষ, 'বাংলায় এম.এ. পাশ করে কেউ চাকরি পায় না আমি পরীক্ষা দেব দু'তিন জন মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ করতে। কিন্তু চাকরি যদি করতে হয় তা হলে বি.এ. পাশের ডিগ্রিটাই যথেষ্ট। তা ছাড়া, যদি বলি রাজনীতি করতে চাই লোকে আমাকে হাম্বাগ ভাববে। যেন ওটা করার জিনিস নয়। এককালে যারা সিরিয়াসলি কমিউনিস্ট পার্টি করত, গণনাট্য করত, এমন কয়েকজনকে আমি জানি কী দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা সারাজীবনে চাকরি পাননি। অবস্থা যদি না পালটায় তা হলে এ দেশে যারা রাজনীতি করতে চায় তারা হয় না খেয়ে মরবে কিংবা চোরাপথে টাকা নিয়ে বিত্তশালী হবে। দ্বিতীয়টি আমার দ্বারা হবে না। অতএব আমার সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে হয়তো তুমি সারাজীবনের জন্য পাকাপাকি অশান্তি ডেকে আনলে।'

মাধবীলতা খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল। শেষ হলে বলল, 'আমি এখন কোনও কথা বলব না। যদি চাকরিটা পাই তা হলে এর জবাব পাবে। আমি যা করব তা করেই দেখাতে চাই। আগে থেকে লম্বাচওড়া কথা বলে কোনও লাভ নেই। শুধু তুমি আমার একটাই কাজ করে দাও, এ মাসের মধ্যে একটা ভদ্র হোস্টেল খুঁজে দাও। চাকরিটা যেহেতু দক্ষিণেশ্বরের দিকে, নর্থে হোস্টেল হলে ভাল হয়।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আজ হঠাৎ মাধবীলতাকে ওর ভীষণ আপন মনে হচ্ছে। এই মেয়েটা শুধু অনিমেষের জন্যই তার সবরকম নিরাপদ জীবনের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে এর চেয়ে বড় অহঙ্কার আর তার কী আছে! কিন্তু এ কথাটা ভাবলেই নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়। তার সামনে কত কী করার আছে অথচ সে কিছুই পারছে না। একজন প্রেমিক হিসেবে যেমন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তেমনি, কোনও ফারাক নেই। দুটো হাত আছে কিন্তু তাতে একটাও আঙুল নেই। ক্রমশ একটা অপদার্থ ছাড়া

www.MurchOna.com

নিজেকে অন্য কিছু মনে হচ্ছে না।

ট্রেনে উঠে মাধবীলতা বলল, 'শোনো, একদম মাথা গরম করবে না। সব কিছু আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'সব কিছু মানে ? আমি সুদ্ধু ?'

'আমার সব তো তুমিই।'

ট্রেন চলে গেলে অনিমেষ যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তার পা ভারী, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে হঠাৎ। মাধবীলতার শেষ কথাটা অন্য সময় শুনলে নিজেকে সম্রাট মনে হত, আনন্দে বুকের ভেতরটা আশ্বিনের সকাল হয়ে যেত। কিন্তু এখন, এখন সে খুশি হতে পারছে না কেন ? সেই যে দুপুরটা যার শরীরে রোদ নেই, মরা আলো ন্যাতানো, মাথায় মেঘের জলজ ছাতা, সময়টা যেন কাটতেই চায় না, ঠিক সেইরকম লাগছে।

হোস্টেলে ফিরেই শুনল তাকে কে একজন ডাকতে এসেছিল। দারোয়ান নাম বলতে পারল না। বলল, সাহেব ওপরে গিয়েছিলেন। সাহেব ? অনিমেষ অবাক হল। কোনও সাহেবের সঙ্গে তো তার আলাপ নেই। নিজের ঘরের তালা বন্ধ। অনিমেষ এ দিক ও দিক দেখল। কে এসেছিল না জানলে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতার বাড়ি থেকে কেউ আসেনি তো ? ওর বাবা ? অনিমেষ ঠোঁট কামড়াল। যদি তিনি আসেন তা হলে সে কি তর্ক করবে না ভদ্রলোককে বোঝাবে যে তিনি মেয়ের ওপর ভুল করছেন!

ঠিক সেইসময় তমাল ঘর থেকে বেরিয়ে ওকে দেখে বলে উঠল, 'কখন ফিরলে ?'

'এই তো।'

'তোমার কাকা এসেছিলেন।'

'কাকা ?'

তমাল আবার ঘরে ফিরে গিয়ে একটা কার্ড বের করে এনে ওর হাতে দিল, 'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন আগামিকাল সকালে যেন তুমি অবশ্যই যাও। গ্র্যান্ড হোটেলে আছেন।'

অনিমেষ চকচকে কার্ডটায় দেখল, প্রিয়তোষ মিটার লেখা, আর কিছু নেই।

আঠাশ

কার্ডটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ। প্রিয়তোষ মিটার যে ছোটকাকা তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু এরকম আচমকা ছোটকাকা এই হোস্টেলে এলেন কোত্থেকে ? ওঁর তো এখানে থাকার কথাই নয়। সেই কবে বাইরে চলে গেছেন, মস্কো বোধহয়, দাদু তো সেরকমই বলছিলেন, কবে ফিরে এলেন ? কার্ডটায় আর কিছু লেখা নেই কিন্তু কাগজটা খুব দামি, ছুঁলেই বিদেশি বলে মনে হয়। ওর ইচ্ছে করছিল তমালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু তমাল ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে। অনিমেষ নিজের ঘরে ঢুকল।

মিত্রকে মিটার বলা দুচক্ষে দেখতে পারে না অনিমেষ। বাঙালি পদবিগুলোকে এ ভাবে বিকৃত করলেই সাহেব হওয়া যায় ? দারোয়ান অবশ্য ওঁকে সাহেব বলেছে। তার মানে ছোটকাকার চেহারাটা পালটে গেছে ? সেই রোগাটে পাজামা পাঞ্জাবি! ভাবতে গিয়েই সচকিত হল। এই চেহারাটা তো সেই সময়ের যখন পুলিশ তাদের বাড়ি সার্চ করতে এসেছিল। কিন্তু তারপর যখন ছোটকাকা কলকাতা থেকে প্লেনে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন তখন তো রীতিমতোই সাহেব। মন্ত্রীর পেছন পেছন প্লেন থেকে নেমে এসেছিলেন ছোটকাকা। চোখ বন্ধ করতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল অনিমেষ, অ্যাশ কালারের স্যুট, লম্বা সরু নীল টাই, চোখে চশমা, হাতে বড় অ্যাটাচি ব্যাগ। তা হলে তো ছোটকাকা এতদিনে আরও কড়া সাহেব হয়ে গেছেন। আট নয় বছর তো হয়ে গেল। অনিমেষের মনে পড়ল পুলিশ আসার আগে যে রাতে ছোটকাকা নিঃশব্দে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সেই রাত্রে সে প্রথম একটা কাগজে 'মার্কসবাদী' শব্দটা দেখেছিল। ছোটকাকা তখন কট্টর কমিউনিস্ট ছিলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন তখন তিনি কী, বুঝতে পারেনি অনিমেষ। কংগ্রেসি বিরাম করের সঙ্গে যেমন দোস্তি তেমনি কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গেও ভাব করার চেষ্টা ছিল তখন। দালাল বলে একটা বিক্ষোভও হয়েছিল তখন। আর এখন ছোটকাকা কোন ভূমিকায় ? যে ভূমিকাতেই হোক সরিৎশেখর যখন প্রচণ্ড অর্থকষ্টে জর্জরিত তখন তিনি সাহেবি করে বেড়াচ্ছেন, এটাকে ক্ষমা করা অসম্ভব। অনিমেষ ঠিক করল সে গ্র্যান্ড হোটেলে যাবে না। যে মানুষ অবহেলায়

www.MurchOna.com

নিজের স্বার্থের জন্য বাবা দিদিকে ছেড়ে এতকাল বাইরে ডুব দিয়ে বসেছিলেন তাঁর সম্পর্কে আজ আর কোনও দুর্বলতা তার নেই।

সকালবেলায় একজন দাড়িকাটা পঞ্জাবি তার কাছে এল। অনিমেষ তখন বইপত্র নাড়াচাড়া করছে, দেখে অবাক হল। নমস্কার করে লোকটা বলল, 'সাব, গাড়ি লেকে আয়া।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কীসের গাড়ি?'

'সাব ভেজ দিয়া গ্রান্ড হোটেলসে।'

ছোটকাকা তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন। অনিমেষের আর অবাক হওয়ার মতো নার্ভ ছিল না। তাকে এত খাতির কেউ করতে পারে? সামনে দাঁড়ানো লোকটার বিনীত ভঙ্গি দেখে ও দ্বিতীয়-চিন্তা করল। যে কোনও কারণেই হোক ছোটকাকার তাকে দরকার। সে যতই এড়াতে চাইবে তিনি ছাড়বেন না। এই লোকটিকে ফিরিয়ে দেবার পর তিনি যদি নিজে আসেন তা হলে খামোকা বিব্রত হতে হবে। মুখের ওপর তাঁকে কালকের ভাবনাগুলো বলা যাবে না। সম্পর্কটাকে তিক্ত না করে মানসিক-সম্পর্কহীন একটা সাক্ষাৎকার সেরে আসাই ভাল।

ইচ্ছে করেই পাজামা পাঞ্জাবি পরল অনিমেষ। গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে হলে যেসব পোশাকের কথা মনে পড়ে তা অবশ্যই ওর নেই। না থাকলে মানুষ যেমন একটা বোহেমিয়ান ভাব দেখিয়ে উপেক্ষা করতে চায় সেও তেমনি ইস্ত্রি-না করা পাঞ্জাবি গায়ে চাপাল। গাড়িতে বসে অনিমেষ বুঝতে পারল, এগুলোকে লাক্সারি ট্যাক্সি বলে। খুব যত্ন করে রাখা বলে বেশ আরামদায়ক। জিজ্ঞাসা করে জানল হোটেলের বড় সাহেবরা কলকাতায় থাকাকালীন দিনরাতের জন্য এরকম গাড়ি ভাড়া করেন। সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে এ-গাড়ির ভাড়া।

গ্র্যান্ড হোটেলে সে কখনও আসেনি কিংবা সে সুযোগই হয়নি। চৌরঙ্গি দিয়ে যেতে যেতে অনেকদিন সে ওদিকে তাকিয়েছে। একজন দীর্ঘদেহী পঞ্জাবি দারোয়ান দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার পাশের গালচে বিছানো আলো-ঝলমল প্যাসেজ দিয়ে সুবেশ মানুষরা যাতায়াত করেন। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মতন ওরও মনে হত ভেতরটা নিশ্চয়ই রহস্যময়। আজ সেই প্যাসেজ দিয়ে হাঁটবার সময় সে অকারণেই স্মার্ট হতে চাইল। ড্রাইভারই তাকে বলে দিয়েছে ছোটকাকার স্যুট নম্বর। কয়েকজন বিদেশি নারীপুরুষ হাসতে হাসতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। রিসেপশনে হদিস নিয়ে অনিমেষ ওপরে উঠে এল।

এই কলকাতা শহরের বুকেই এমন টিপটপ সাহেবি পরিবেশ অনিমেষের জানা ছিল না। মিছিল শ্লোগান অভাব-দৈন্যতার বাইরে ইংরেজি ছবির মতো ছিমছাম আবহাওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ নির্দিষ্ট নম্বরের সামনে এসে কপালের ঘাম মুছল। ঘর নয়, একটা পুরো স্যুট নিয়ে আছেন ছোটকাকা। নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ লাগছে এ জন্য। অথচ দাদু জলপাইগুড়িতে, ব্যাপারটা মনে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। না, আজকে এ সব চিন্তা করবে না সে। দেখা করতে এসেছে, দেখা করেই চলে যাবে।

বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। খুব সামান্য সময়, কিন্তু ছোটকাকাকে চিনতে পারল অনিমেষ। প্রচুর পরিবর্তন হয়ে গেছে চেহারার। একটু রোগাটে অথচ ছিমছাম শরীর। ঠোঁটের ওপর বেশ ঝোলা গোঁফ, মাথার চুল পাতলা কিন্তু যথেষ্ট লম্বাটে। চিনতে দেরি হওয়ার কারণ গোঁফ এবং চুলের রং লালচে আর গায়ের রং এত ফরসা যে চট করে বিদেশি বলে ভুল হতে পারে। সুন্দর একটা গন্ধ আসছে ওঁর শরীর থেকে। অনিমেষ প্রণাম করবে কি না বুঝতে না পেরে বলল, 'কেমন আছেন?'

ছোটকাকার মুখ এতক্ষণ অপরিচয়ের আড়াল সরাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনা মাত্রই দুহাতে ওঁর কাঁধ ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে ব্বাস, ইউ, অনি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! একদম অ্যাডাল্ট? আরে রাস্তায় দেখলে তো আমি চিনতেই পারতাম না। আয়, আয়, ভেতরে আয়।' দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে ঘরে ঢোকালেন ছোটকাকা।

ওঁর স্পর্শে অনিমেষ একটু আড়ষ্ট হল; এ ভাবে অনেকদিন তাকে কেউ জড়িয়ে ধরেনি এবং ছোটকাকার শরীর থেকে এমন মূল্যবান গন্ধ বের হচ্ছে যাতে সে অভ্যস্ত নয়।

ঘরটা বেশ বড়। সুন্দর করে সাজানো। একটি মানুষ যত রকমের আরামের উপকরণ না পেলে বিরক্ত হবে তার সবগুলিই আছে। অনিমেষ ঘরে আর তিনজন মানুষকে দেখতে পেল। একবার তাকানোতেই মনে হচ্ছিল তাদের মধ্যে একজনকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ছোটকাকার উচ্ছ্বাস তাকে এত বিব্রত করছিল যে কিছু ভাববার সুযোগই পাচ্ছিল না। ছোটকাকা এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আরে অনি, তুই আমাকে ছাড়িয়ে গেছিস লম্বায়? এই সেদিন জন্মালি আঃ, সময়টা

www.MurchOna.com

এত দ্রুত চলে যাচ্ছে যে তাল রাখা মুশকিল। দেখি তোর চেহারাটা কেমন হয়েছে! হুম, গুড, দাড়ি রেখেছিস কেন ? কারণ, শুধু রাখলেই হল, না, ওটার কিছু যত্ন-আত্তিও দরকার। এখন কী পড়ছিস যেন!'

'এবার এম.এ. দেব।' অনিমেষ কথাটা বলতেই প্রিয়তোষের চোখ কপালে উঠে গেল যেন, 'য়্যাঁ, এম. এ. ? নো, দেন ইউ আর কোয়াইট অ্যাডাল্ট। নাঃ, তোকে দেখে মনে হচ্ছে আমি এবার বুড়ো হয়ে যাব।'

ছোটকাকা শিশুর মতো ওর হাত ধরে কথা বলছিলেন। অনিমেষ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ওঁর সম্পর্কে নরম হতে লাগল। এই আচরণ যদি আন্তরিক না হয় তা হলে মানুষ সম্পর্কে কখনওই কারও বিশ্বাস করার কারণ নেই। হঠাৎ ছোটকাকা অপেক্ষারত তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। এ হল আমার ভাইপো। দীর্ঘকাল বাদে ওকে আমি দেখলাম। ন্যাচারালি—।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন মানুষ প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

ছোটকাকা বললেন, 'আপনারা আমাকে মিনিট দশেক সময় দেবেন। আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে নিচ্ছি। না না, আপনাদের উঠতে হবে না, আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি। ততক্ষণ কিছু ড্রিঙ্ক বলছি আপনাদের জন্য।' টেলিফোন তুলে রুমসার্ভিসকে নির্দেশ দিয়ে ছোটকাকা ওকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ওঁকে এখন খুব স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে।

এটি শোওয়ার ঘর। অমন লোভনীয় বিছানা অনিমেষ কখনও দেখেনি। একপাশে সুন্দর বেঁটেখাটো সোফাসেট। ছোটকাকার সঙ্গে সেখানে বসল অনিমেষ। অনিমেষ দেখল ছোটকাকা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, 'একদিন আমি তোর মতন ছিলাম।'

'গতকাল। তোর হোস্টেলে গিয়েছিলাম। কত রাতে ফিরিস ?'

'কাল একটু দেরি হয়েছিল।'

'নো নো, আমি কিছু মনে করছি না এ জন্য। দেরি করে ফেরার বয়স তো এটাই। এবার কলকাতায় এসে আমার একটাই অভিজ্ঞতা হল, তুই বড় হয়ে গেছিস। প্রেম করছিস ?'

আচমকা প্রশ্নটা শনে অনিমেষ লাল হয়ে গেল। কোনওরকমে বলল, 'কী যে বলেন !'

ছোটকাকা তখনও হাসছেন দেখে কথা ঘোরাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ঠিকানা কোথেকে পেলেন ?'

ছোটকাকা হাত নাড়লেন , 'সেটাও বেশ কাকতালীয়। অনেকদিন আগে জলপাইগুড়ি থেকে বাবার চিঠি পেয়েছিলাম। দ্যাট ওয়াজ লাস্ট ওয়ান। তাতে জেনেছিলাম তুই কলকাতায় স্কটিশে ভরতি হয়েছিস। এখানে এসে সে কথা মনে পড়তেই স্কটিশ কলেজে ফোন করলাম, ওরা কিছুই বলতে পারল না। তখন খেয়াল হল তুই কলকাতায় এলে নিশ্চয়ই হোস্টেলে উঠবি। কলেজ থেকে নাম্বার নিয়ে পর পর হোস্টেলগুলিতে রিং করতে লাগলাম। আলটিমেটলি তোকে পেয়ে গেলাম। আমার যদি খেয়াল হত তুই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস অনেক আগেই তা হলে এ বুদ্ধি মাথায় আসত না এবং দেখাও হত না।'

'আপনি কি মস্কোয় আছেন ?'

'হ্যাঁ। এখন ওখানেই সেটল্ড।' তারপর গলা পালটে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবার খবর কী? কেমন আছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এই বিলাসবহুল হোটেলে বসে দাদুর কথা জিজ্ঞাসা না করে ছোটকাকা তো সরাসরি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারেন। কী উত্তর দেবে ঠিক করার আগেই ছোটকাকা একটা হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরলেন, 'বুঝতে পারছি প্রশ্নটা শুনে তুই ডিস্টার্বড্। তাই তো ?'

অনিমেষ খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল, 'না, তা কেন হবে! আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্নটা করতে পারেন। দাদুর শরীর ভাল নেই।' উত্তরটা দিতে পেরে অনিমেষ স্বস্তি পেল। এখানে, এই হোটেলে বসে ছোটকাকাকে রূঢ় কথা বলে সে দাদুর সমস্যার কোনও সমাধান যখন করতে পারবে না তখন বলে লাভ কী।

'তুই সত্যিই বুদ্ধিমান।' ছোটকাকা উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা সাদা বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই ভদকা খাবি ?'

'ভদকা ? না, না।'

'ঠিক আছে।' গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে ছোটকাকা বিছানার ওপর বসলেন এবার, 'তুই জানিস কিনা

www.MurchOna.com

জানি না, জলপাইগুড়ি ছাড়ার পর আমি বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলাম। লাস্ট যে বার ওখানে যাই সে খবর তো তুই জানিস। তারপর নানান ঝামেলায় আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এইসময় বড়দার চিঠি পাই—বাবা চলে গেছেন। তখন আমার বাইরে যাওয়া ঠিকঠাক। সেদিনই দিল্লি যাব। ভাবলাম বাবা যখন নেই তখন আর জলপাইগুড়িতে ফিরে কী হবে! বড়দা টাকা চেয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিলাম। মস্কোতে গিয়ে তোর বাবাকে চিঠি দিলাম। মেজদা যে আমার ওপর চটেছে তা উত্তর পেয়ে বুঝলাম আর সেই সঙ্গে জানলাম বড়দা আমাকে ব্লাফ দিয়েছে, বাবা বেঁচে আছেন। তুই বোঝ ব্যাপারটা! বাবাকে চিঠি দিয়েছি তারপর, উত্তর পাইনি। দিল্লি থেকে এক বন্ধুকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছিলাম, উনি রিফিউজ করেছেন। নাউ, আই হ্যাভ নাথিং টু সে। কেউ যদি আমাকে এজন্য দোষী করতে চায় করতে পারে এবং তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বাবা ভাল নেই বললি, কী হয়েছে?'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল ছোটকাকা নিজেও জানেন তাঁর কথাগুলোর পেছনে খুব জোরালো যুক্তি নেই। তাই স্রেফ জেদের বশে কথাগুলো বলে যাওয়া। এবং ঘুরে ফিরে দাদুর কথা জানতে চাওয়ার মধ্যেই সেই দুর্বলতা প্রকাশিত।

অনিমেষ বলল, 'বয়স হয়েছে, টাকা পয়সা হাতে নেই, খুব কষ্টে চলতে হচ্ছে।'

ছোটকাকা বললেন, 'খুলে বল, ইন ডিটেইলস।'

অনিমেষ তাকাল, 'আপনার ভাল লাগবে না। এখন ওই বাড়িটুকু ছাড়া দাদুর কোনও সম্বল নেই। তাই পাবার জন্য আত্মীয়রা যাওয়া আসা করছে বলে দাদু সবাইকে বলেছেন ওঁর লেপ্রসি হয়েছে।'

'লেপ্রসি! বাবার কুষ্ঠ হয়েছে?'

'হয়নি। কিন্তু হয়েছে বলে বেড়ালে ভিড় এড়ানো যায় তা জানেন দাদু। আমি এবার গিয়ে দাদুকে চিনতে পারিনি। খুব বেশি দিন মনে হয় বাঁচবেন না।'

'বড়দি?'

'শরীর ভাল নেই। একবেলা খান। শুকিয়ে গেছেন।'

ছোটকাকা হাতের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করলেন। তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'শুনলাম তুই রাজনীতি করিস। এস. এফ.?'

বিস্মিত অনিমেষ কাকার মুখে হাসি দেখতে পেল, 'হ্যাঁ।'

'তুই সি পি এম-এর কাজকারবারে বিশ্বাস করিস?'

'খানিকটা।'

'খানিকটা? হোয়াই?'

'ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে তো সি পি এম-ই। কিন্তু এই দলের কাজকর্ম আমার ভাল লাগে না, অথচ উপায় নেই।'

'ও। তা ভাল না লাগলে রাজনীতি করতে কে বলেছে! এম.এ. পাশ করে চাকরি জোগাড় করে সংসার কর।'

'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

ছোটকাকা ওর মুখের দিকে সকৌতুকে তাকালেন, তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলেন। শেষে খুব ধীর গলায় বললেন, 'অনি, রাজনীতি করতে এসে কোনও আদর্শ বা ফর্মুলা সামনে রেখে এগোয় বোকারা। যখন যা তখন তা যে হতে পারে সেই ভাল পলিটিসিয়ান। গতকাল তোর হোস্টেলের একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে তোর সম্পর্কে জানতে পারলাম। তোকে দেখে আমি আমার অতীতকে দেখতে পাচ্ছি। পার্টি যখন নিষিদ্ধ হল তখন ওই একটা আদর্শ নিয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। কিন্তু তাই যদি আঁকড়ে থাকতাম তা হলে আমাকে আজ খুঁজে পাওয়া যেত না। রাজনীতি করবি একটা মজবুত সিঁড়ির কাছে পৌঁছাবার জন্য। যেই সেই সিঁড়িটা পেয়ে যাবি আর পেছন দিকে তাকাবি না। তোদের এখানে যারা বড় নেতা তাদের অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্র আমি জানি। সে সব জানলে তুই শিউরে উঠবি। যারা বাইরের ঘরে বসে আছে তাদের তুই চিনিস?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। না।

'এরা এসেছে আমার মন গলাতে। মস্কো যাওয়ার প্রবেশপত্র পাওয়া ওদের উদ্দেশ্য।

না, এরা সি পি আই নয়। আজ সারাদিন আমি দফায় দফায় মিটিং করব তোদের নানান নেতাদের সঙ্গে। তুই যেমন করেই হোক একটু সামনের সারিতে চলে আয়, তারপর তোর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দে।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ আর পারছিল না। ছোটকাকা যে সব কথা বলে যাচ্ছে তা হয়তো সত্যি কিন্তু এ কীরকম চিন্তা-ভাবনা। চোখের সামনে জলপাইগুড়ির বাড়ির সামনে সেই বিক্ষোভটার ছবি ভেসে উঠল। ছোটকাকা যেটা এড়াতে বিরাম করের বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। সে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কে. জি. বি-র এজেন্ট ?

'এ্যাঁ! শুড! এখন কি সি. আই. এ-র সঙ্গে কে. জি. বি-র এজেন্ট বলা আপ টু ডেট গালাগালি ? আরে বোকা, সি. আই. এ. কিংবা কে. জি. বি. অনেক বুদ্ধিমান সংগঠন। তারা এমন লোককে কাজ করতে পাঠায় না যাকে দেখে তুইও বুঝতে পারবি। তোর উদ্দেশ্য কী ?'

'কী ব্যাপার ?'

'কেন রাজনীতি করছিস ?'

'এ দেশের মানুষ যাতে শোষিত না হয়, কোনও ধাপ্পায় না ভোলে—'

ওর কথা থামিয়ে ছোটকাকা জিজ্ঞাসা করল, 'এটা তো সি পি এমও বলছে —।'

'বলছে। কিন্তু এই সংবিধানের মধ্যে সেটা করা সম্ভব নয় তা ওরা জানে।'

'দেন, ইউ আর থিংকিং সাম আদার ওয়ে। সেটা কী ?'

'জানি না।'

'এনি আর্মড রেভ্যুলেশন ?'

'জানি না।'

'পাগলামি করিস না। এ দেশের মানুষের মনে লোভের পোকা থিকথিক করছে। এদের নিয়ে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। আমি যা বললাম তাই কর।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনি ওঁদের দশ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।'

হাসল ছোটকাকা, 'দরকার হলে ওরা দশ ঘন্টা অপেক্ষা করবে।'

'আমি চলি।'

'যাবি ?'

'হ্যাঁ।'

ছোটকাকা একটা ব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বের করে ওর হাতে দিলেন, 'আমি আজ রাত্রেই ফিরে যাব। তোর যদি কখনও দরকার হয় এই ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিবি।' এটা অন্য ধরনের কার্ড, গতকালের মতো নয়। একসঙ্গে ইংরেজি এবং সম্ভবত রাশিয়ান, যা অনিমেষ বুঝতে পারল না, লেখা আছে। অনিমেষ ওটা পকেটে রেখে বেরিয়ে আসছে, ছোটকাকা আবার ডাকলেন, 'অনি, আমার একটা উপকার করবি ?'

'বলুন।'

' তোকে প্রমিস করতে হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে অনিমেষ সেটাকে ঝেড়ে ফেলল, 'বলুন।'

'আমি তোকে দুটো প্যাকেট দেব, তুই দুজনকে ও দুটো পৌঁছে দিবি ?'

'কাদের ?'

ছোটকাকা একটা স্যুটকেস খুলে দুটো সুদৃশ্য প্যাকেট বের করে অনিমেষের সামনে ধরে বললেন, 'ওপরে নাম লেখা আছে।'

খুব বেশি ওজন নয়, অনিমেষ প্যাকেট দুটোর নাম পড়তে গিয়ে খুব কষ্টে নিজেকে সংযত করল। একটাতে সরিৎশেখর মিত্র, অন্যটায় ছোট্ট করে লেখা, তপু মানে তপু পিসি। অনিমেষ বিহ্বল চোখে ছোটকাকাকে দেখল। এতগুলো বছর চলে গেছে অথচ ছোটকাকা এখনও তপুপিসিকে মনে রেখেছেন ? একসময় ছোটকাকার ওপর সে রেগে গিয়েছিল তপুপিসিকে অবহেলা করার জন্য। অথচ একটা মানুষ যে গোপনে গোপনে আর একজনকে মনে রেখে দেয় চিরকাল, এটা জেনে সব গোলমাল হয়ে গেল তার। রূপশ্রী সিনেমার সামনে বাচ্চাদের নিয়ে তপুপিসি যেদিন পথের পাঁচালী দেখতে যাচ্ছিল সেদিনই বোধহয় ছোটকাকার সঙ্গে তার শেষ দেখা। কী নির্লিপ্ত হয়ে তপুপিসি ছোটকাকাকে এড়িয়ে গিয়েছিল। আর নীল কাগজে ছোটকাকাকে লেখা তপুপিসির সেই চিঠিটা যেটাকে সে বাড়ি সার্চ করার আগে পুলিশের চোখ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, যা কিনা পরে ছোটকাকার হাতেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তার কথা মনে পড়ল। সেই লাইন দুটো কখনওই ভুলবে না অনিমেষ, 'তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি আর কেউ নই। তাই তুমি যত ইচ্ছে রাজনীতি করো, আমি দায় তুলে দিলাম।'

www.MurchOna.com

'তপুর সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে?'

প্রশ্নটা শুনেই ঘাড় নেড়ে না বলল অনিমেষ। তপুপিসি কি এখনও জলপাইগুড়ি গার্লস স্কুলে আছে? কী জানি।

'ওর কোনও খবর জানিস না তুই?'

'না।'

'তা হলে?'

'যদি দায়িত্ব দেন তা হলে খুঁজে বের করে দিয়ে দিতে পারি।'

'এটুকু অন্তত কর।'

হঠাৎ অনিমেষের মাথায় চিন্তাটা চলকে উঠল, 'কিন্তু তপু পিসি যদি না নেয়!'

ছোটকাকা স্থির হয়ে গেলেন। এতক্ষণ যে মানুষটা প্রচণ্ড প্রতাপে নানান কথা বলছিল এই সময় তাঁকে কী নিঃসহায় দেখাচ্ছে। মৃদু গলায় বললেন, 'যদি না নিতে চায় তা হলে তিস্তায় ফেলে দিস।' তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আমার ভাগ্যটা এমন। কোনও সম্পর্ককেই আমি সহজ স্বাভাবিক রাখতে পারলাম না অনি, তোকে দেখে আমার এই ভয়টাই হচ্ছে। আমি যে ভুল করেছি তুই তা করিস না।'

অনিমেষ প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

'তুই কি আজকে আবার আসবি?'

'কখন?'

'কখন বলি! সারাদিন ঝামেলা লেগেই থাকবে। এয়ারপোর্টে আসতে পারবি ছ'টা নাগাদ?'

'এয়ারপোর্ট?

'তখন কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে।'

'দেখি।'

'তুই সিগারেট খাস অনি?'

দ্বিধা না করে উত্তর দিল অনিমেষ, 'মাঝে মাঝে।'

'দেন ওয়েট।' ছোটকাকা ঘরের কোনায় ফিরে গিয়ে একটা সুদৃশ্য প্যাকেট আর ছোট্ট অথচ সুন্দর লাইটার এনে ওর হাতে গুঁজে দিলেন। অনিমেষ প্যাকেটটা দেখল। রাশিয়ান সিগারেট। বিদেশি সিগারেট সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। বন্ধুদের দেখেছে খুব লালায়িত হতে। লাইটারের বোতামে চাপ দিতেই একটা নীল হলকা বেরিয়ে এল। খুব দামি নিশ্চয়ই এটা। ছোটকাকা বললেন, 'গ্যাসের। ফুরিয়ে গেলে কিনে নিস।'

'আমার অত পয়সা নেই। এটা রেখে দিন। আমার কাজে লাগবে না।'

'কেনার দরকার নেই। ওটা গ্যাস শেষ হয়ে গেলে কাউকে দিয়ে দিস।'

বাইরের ঘরে বেরিয়ে আসতেই লোক তিনটে উঠে দাঁড়াল। তাদের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য তারা একটুও অসন্তুষ্ট হয়নি। বরং বেশ নেশা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একজন অকারণেই হাসছিল। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ—। ছোটকাকা বললেন, 'সরি, দেরি করিয়ে দিলাম আপনাদের। বসুন বসুন। কী খাচ্ছেন? সিভাস রিগ্যাল? আমার আবার ভদকা না হলে চলে না।' অনিমেষ বেরিয়ে যাচ্ছিল, ছোটকাকা ওকে দাঁড়াতে বললেন, 'আমার ভাইপো; অনিমেষ মিত্র, খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে।' লোক তিনটে তাকে নমস্কার করছে দেখে অনিমেষ প্যাকেট-হাতেই সেটা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। ছোটকাকা তখন বলছেন, 'এম. এ. পড়ছে, ছাত্র ফেডারেশন করে। খুব অ্যাকটিভ।'

'আচ্ছা!' সেই চেনা চেনা লোকটি বলল, 'বিমানকে চেনো?'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ জবাব দিল।

'কী নাম যেন?'

'অনিমেষ মিত্র।'

'ঠিক আছে মিত্রসাহেব, মনে থাকবে।' লোকটি ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তবে ওকে মানে —, বুঝতেই পারছেন!'

'অফ কোর্স।' ছোটকাকা অনিমেষকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এদের যে তুই এখানে দেখলি কাউকে বলার দরকার নেই।'

'কেন?' চাপা গলায় বলল অনিমেষ।

www.MurchOna.com

'রাজনীতিতে সাফল্য পাওয়ার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি হল চোখ খোলা আর মুখ বন্ধ রাখা। এটার সঙ্গে যে মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারে তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।' ছোটকাকা হাসলেন।

অনিমেষ খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আর হৃদয় ?'

'ওটার ব্যবহার নির্বোধরাই করে। ইমোশনাল ফুলদের জায়গা রাজনীতিতে নেই। ও-কে, চেষ্টা করিস এয়ারপোর্টে আসতে আর ইন কেস অফ এনি ডেঞ্জার চিঠি লিখবি। এই ভারতবর্ষের যে কোনও অসাধ্য সাধন মস্কোয় বসে করা যায়।' দরজা বন্ধ করলেন ছোটকাকা।

সেদিন দুপুরে ইউনিয়ন অফিসে গেল অনিমেষ। ইদানীং এই ঘরটাকে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। বিমান, সুদীপ এবং অনেকে কথা বলছিল। ওকে দেখেই সুদীপ বলল, 'তোমার কী হয়েছে ? আজকাল অন্যরকম লাগছে।'

'কী হবে !' অনিমেষ হাসল, 'খুব ব্যস্ত ছিলাম।'

'কী ব্যাপার ?' বিমান জিজ্ঞাসা করল।

'আমার কাকা এসেছেন মস্কো থেকে। এখানে পলিটিক্যাল কনফারেন্স আছে। ওঁর সঙ্গে থাকতে হয়েছিল।' অনিমেষ বলল।

বিমান জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম বলো তো ?'

'প্রিয়তোষ মিত্র।'

'আচ্ছা! আমি ঠিক জানি না। তুমিও তো কখনও বলোনি।'

'এমন কী ব্যাপার যে বলব! তবে দেখলাম নেতারা জানেন।' অনিমেষ দেখল ওদের খুব পাজলড দেখাচ্ছে। সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুদীপের সামনে রাখল, 'কাকা দিয়েছেন তোমাদের খেতে।'

নির্লিপ্তের মতো প্যাকেটটা তুলেই চেঁচিয়ে উঠল সুদীপ, 'আরে রাশিয়ান সিগারেট! এ প্যাকেট ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ কমিউনিজম।' সবাই হুমড়ি খেয়ে প্যাকেটটাকে দেখতে লাগল। সুদীপ সন্তর্পণে প্যাকেটটা খুলে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজে বলল, 'থ্যাঙ্ক অনিমেষ, আমি যেন মস্কোর গন্ধ পাচ্ছি।' চারপাশ থেকে আরও কতগুলো আগ্রহী হাত এগিয়ে এল সিগারেটের জন্য।

প্রচণ্ড একটা জ্বলুনি অনিমেষকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এল। তিরিশের বি বাসে চেপে এই প্রথম দমদমে যেতে যেতে অনিমেষ আজ সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যত ভাবছিল ততই জ্বলুনিটা বাড়ছিল ! ছোটকাকা হঠাৎ মস্কো থেকে উড়ে এলেন কেন ? ওঁর ঘরে যাঁরা বসেছিলেন কিংবা যাঁদের সঙ্গে মিটিং করেছেন তাঁদের সঙ্গে ওঁর কী সম্পর্ক ? সকালবেলায় তার মস্তিষ্ক ঠিক কাজ না করায় ছোটকাকা একতরফা কথা বলে গেছেন। হয়তো তিনিই সঠিক, আজকাল যে সুবিধেবাদী-রাজনীতির শিকার সবাই তাতে ওই পথেই চলা লোভনীয়। কিন্তু অনিমেষের মনে হল ছোটকাকাকে কিছু কথা স্পষ্ট বলা দরকার।

এয়ারপোর্টে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল অনিমেষের। স্টেশনের যাত্রীদের থেকে এখানকার মানুষগুলোর হাবভাব আলাদা। কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর সে ছোটকাকাকে দেখতে পেল। সেই তিনটে লোক এখনও সঙ্গে আছে।

ওকে দেখে ছোটকাকা এগিয়ে এলেন, 'এসেছিস।'

'হ্যাঁ।'

'খুব দেরি হয়ে গেছে আমার। তোকে যা বললাম তা করিস।'

'কী ব্যাপারে ?'

'ওঃ, ওই প্যাকেট দুটোর কথা বলছি।'

'আচ্ছা!'

'আর, হ্যাঁ, এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস, আখেরে কাজ দেবে।' ইঙ্গিতে পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখিয়ে দিলেন উনি, 'মনে রাখিস, প্রত্যেকটা স্টেপ সামনে এগিয়ে যাবার জন্যই ফেলতে হয়।' কথাটা বলে ছোটকাকা ঘুরে স্যুটকেস হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, অনিমেষ পেছন থেকে ডাকল।

'কী হল ?'

'এই লোকগুলোকে কি আপনি লোভ দেখিয়ে গেলেন ?'

www.MurchOna.com

কথাটা শোনামাত্র ছোটকাকার মুখ বিস্ময়ে চুরমার। অবাক চোখে দেখছেন তিনি অনিমেষকে। তারপর কয়েক পা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছিস?'

'আপনি যে রাশিয়ান সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়েছিলেন সেটা পাওয়ার জন্য আমার কমরেড বন্ধুরা লালায়িত হয়েছে। এঁরা নিশ্চয়ই আরও বড় কিছু প্রাপ্তির আশায় আপনার পেছনে ছুটছে। এদের নষ্ট করে আপনার কী লাভ হচ্ছে?' অনিমেষ খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'উত্তরটা তোকে দেব না। তোকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। তোরা কী চাস?'

'এই করাপশন থেকে দেশটাকে বাঁচাতে চাই। শুনুন, যে সব লোকেদের আপনি দেখে এসেছেন কিংবা নিজের মতো মনে করেন তার বাইরেও কেউ কেউ আছে।' অনিমেষ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানাল।

'গুড। একই ভ্রান্ত আবেগ! অনি, ভারতবর্ষের এই সিস্টেমে তোর ওই কেউ কেউ লোকগুলো হয় না খেয়ে মরবে নয় একদিন দালাল হয়ে যাবে। অতএব ভেবে দ্যাখ। আই ফিল পিটি ফর ইউ।'

ছোটকাকা আর দাঁড়ালেন না। সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। অনিমেষের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে টের পেল তার কোনও জোর নেই। কীসের ওপর ভিত্তি করে এইসব লোভী মানুষগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলবে? সামনে যে কোনও পথ খোলা নেই। চুপচাপ রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া সেও তো একরকম এস্‌কেপিজম। তা হলে? এই ঘোলাজলে পাক খাওয়া যেখানে অবধারিত সেখানে ছোটকাকাকে মুখের ওপর জবাব দেবার কোনও উপায় নেই।

এয়ারপোর্ট থেকে বাস স্ট্যান্ড অনেকটা দূর। অনিমেষ হেঁটে যাচ্ছিল। ঠিক সেইসময় পেছনে গাড়ির শব্দ হওয়ায় সে ঘাড় ঘোরাল। গাড়িটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সেই তিনজন। ছোটকাকাকে সি-অফ করে ফিরছেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলকাতায় যাবে তো?' অনিমেষ ঘাড় নাড়াল।

'উঠে এসো।' কথার মধ্যে একটা নকল ভালবাসা টের পাওয়া যাচ্ছে। অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপরই হাসল, 'না। আপনারা যান। আমার এখানে একটু দরকার আছে। দেরি হবে।'

তিনটে লোক স্বাভাবিক হয়ে গেল। চলে যাওয়ার আগে সেই ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার কাকার সঙ্গে কথা হয়েছে। একদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। কোনও চিন্তা নেই।'

ছুটন্ত গাড়ির পশ্চাদ্দেশ দেখতে দেখতে অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল, 'শালা।'

অনেক রাত্রে হোস্টেলে ফিরল অনিমেষ। উল্টোডাঙা থেকে সোজা হেঁটে এসেছে। ভীষণ ক্লান্তি শরীরে। আশেপাশের দোকান বন্ধ এখন। হোস্টেলের গেট আধভেজানো। হঠাৎ পাশের ল্যাম্পপোস্টের ছায়া থেকে কেউ দ্রুত সরে এল ওর কাছে। চমকে অনিমেষ তাকাতে হতভম্ব হয়ে গেল। সুবাসদা। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা। চাপা গলায় ডাকল সুবাসদা, 'অনিমেষ!'

'সুবাসদা! আপনি?' যতটা না দেখে তার চেয়ে ওর হাবভাবে অবাক হল সে।

'অনিমেষ, তুমি কি আমাকে একটা রাত থাকতে দিতে পারো?'

অনিমেষ একটু দ্বিধা না করে বলল, 'নিশ্চয়ই, আসুন।'

উনত্রিশ

দারোয়ানকে ম্যানেজ করে সুবাসকে নিজের ঘরে আনতে কোনও অসুবিধে হল না অনিমেষের। হোস্টেলের সবার খাওয়া হয়ে গেছে। রাত বেশি হওয়ায় দু-একটা ছাড়া প্রায় সব ঘরের আলো নিভে গেছে। অনিমেষ খাবার ঘর থেকে ঢাকা দেওয়া নিজের খাবারটা ওপরে নিয়ে এল। রুটিগুলো এরই মধ্যে শক্ত হয়ে গেছে, ঝোলে সেই বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ। জোর করে সুবাসকে রাজি করিয়ে ওই খাবার ভাগ করে খেয়ে অনিমেষ বলল, 'আপনি খাটে শুয়ে পড়ুন, আমি নীচে শুচ্ছি।'

'তোমার তক্তাপোশটায় দিব্যি দুজনে কুলিয়ে যাবে, ব্যস্ত হয়ো না।' সুবাস একটা চারমিনারে প্যাকেট বের করে বলল, 'আচ্ছা অনিমেষ, আমরা দুজনেই তুমি বলব এরকম পরিস্থিতি আগে হয়েছিল না? আপনি বলাটা বন্ধ করো ওতে দূরত্ব বেড়ে যায়।'

চারধার নিঃশব্দ, ট্রাম-লাইন ঘুমিয়ে পড়লে কলকাতা যুবতী বিধবার মতো মাথা নিচু করে থাকে খানিকক্ষণ। আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো নিভে গেলে দূরে একটা চারতলার ঘরের জানালার কাচ ঝকঝক করছে। অনিমেষ চেয়ারে বসে সে দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণ সে সুবাসদাকে কোনও প্রশ্ন

www.MurchOna.com

করেনি। এত রাতে হঠাৎ কী বিপদ হল তা জানতে কৌতূহল হচ্ছে কিন্তু নিজে থেকে না বললে প্রশ্ন করতে খারাপ লাগছিল।

হঠাৎ সুবাস বলল, 'তোমার কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না তো?'

'কেন?'

'এই যে হঠাৎ এসে জুড়ে বসলাম!'

'যাঃ, তা কেন হবে।'

' তোমার বন্ধুরা, আমি বিমানদের কথা বলছি, তারা কৈফিয়ত চাইবেই।'

'কেন? এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া এখন আর কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।" কথাটা বলে অনিমেষ সুবাসের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'কেন?'

'আমার আর ভাল লাগছে না। আসলে আমি পার্টির কাজকর্ম আর মানতে পারছি না। এত স্বার্থান্বেষী মানুষ পার্টির ওপরতলায় ছেয়ে গেছে যে এই দলের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা যাবে না। প্রতিমুহূর্তে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা অনেক ভাল।' অনিমেষ বলল।

সুবাস ওকে ভাল করে দেখল। তারপর বলল, 'আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।'

আলোচনাটাকে হঠাৎ এ ভাবে থামিয়ে দেওয়ায় অনিমেষ অবাক হল। সুবাস কি ওর কথা বিশ্বাস করছে না?

ঘরের আলো নেভালেও একটা পাতলা আলো অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে থাকে। অনিমেষ সুবাসের পাশে চুপচাপ শুয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল তার ঘুম আসবে না। এতকাল একা শুয়ে শুয়ে এমন একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে যে এখন পাশে কেউ শুয়ে থাকলেই অস্বস্তি হয়। শুয়ে শুয়ে সে সুবাসের ব্যাপারটা চিন্তা করছিল। পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে সুবাস খাদ্য-আন্দোলন করেছে, অ্যাকশনে নেমেছে। এরকম একটা মুহূর্তে ও তাকে শিয়ালদার গলি থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর পার্টির হয়ে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ করেছে দীর্ঘদিন। সুবাসই তাকে বিমানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। আবার এই সুবাসকেই পার্টি থেকে দলবিরোধী কাজের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলে বিমানরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিল। দল থেকে বেরিয়ে সুবাসদা এখন কী করছে! কিছু কিছু কথা আবছা আবছা তার কানে আসছে। সেগুলো বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুবাস কি সেই দলে আছে? আর আজ রাত্রে যে ভাবে সুবাস তার কাছে এসে আশ্রয় নিল তাতে বোঝা যায় কেউ বা কারা তার ক্ষতি করতে চাইছে এবং এই মুহূর্তে সুবাসকে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন? কথাগুলো মনের মধ্যে বুদ্‌বুদের মতো উঠছে অথচ এক হাতের মধ্যে শুয়ে সুবাস, তাকে জিজ্ঞাসা করা যাচ্ছে না। কেউ যদি নিজে থেকে উন্মোচন না করে তা হলে খোঁচাতে সঙ্কোচ হয়। সুবাস যে ঘুমিয়ে পড়েছে এটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না এখন। অনিমেষ ঘুমুতে পারছিল না।

এখন পার্টির মধ্যে হাজারটা ফাটল। পাশাপাশির কংগ্রেসও স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। বর্তমান সরকারের খাদ্যনীতি একদল মানুষকে বেদম চটিয়েছে। লেভি ব্যবস্থার শিকার হয়েছে জোতদারেরা যারা এতকাল কংগ্রেসের খুঁটি ছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বৃহত্তর কলকাতায় রেশন ব্যবস্থা চালু করেছেন লেভির মাধ্যমে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। আর এর ফলে সারা বাংলার জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বামপন্থীরা বিক্ষিপ্ত আন্দোলন শুরু করেছিল কয়েকটা জায়গায়। কৃষ্ণনগর এবং বর্ধমানে দুটো তাজা ছেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়ে সারা বাংলার মানুষের মনে কংগ্রেস সম্পর্কে অস্বস্তি এনে দিয়েছে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে কংগ্রেস যে দ্বিধায় পড়েছিল তা এখনও কাটেনি। নেহরু পরিবারকে আবার আঁকড়ে ধরা হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এখন একজন মহিলা যাঁকে মন্ত্রীসভার বয়স্ক সদস্যরা একদা স্নেহ করতেন বা বাধ্য হতেন স্নেহ করতে। কংগ্রেসের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্ব যত তাড়াতাড়ি জনসাধারণ জানতে পারে তার ছিটেফোঁটাও মার্কসবাদী পার্টি সম্পর্কে জানা যায় না। মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেসি নেতা আজ কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত। তাঁকে ঘিরে জোতদাররা সংগঠিত হচ্ছে আগামী নির্বাচনে লড়বার জন্য। নতুন নামকরণে তিনি কংগ্রেসের গন্ধ ছাড়তে পারেননি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রকৃত কংগ্রেসিদল প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সঙ্গে বিরোধীদের সুবিধাবাদী অংশ হাত মেলাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোনও গোঁড়া পার্টি-ক্যাডার

www.MurchOna.com

স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হবে। তবু লড়ে যাওয়া, গণতন্ত্রে লড়ে যেতে হয়। একটা পার্টির অস্তিত্ব প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ হল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। পার্লামেন্ট হল শুয়োরের খোঁয়াড়—কথাটা মনে পড়তেই অনিমেষ হেসে ফেলল। সারা দেশ উৎসুক হয়ে আছে ওই খোঁয়াড়ে ঢুকে কাদা পাঁকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে। এই পরিস্থিতিতে সুবাসরা কী ভাবছে? কী করতে চাইছে ওরা?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিমেষ তা জানে না। উঠে দেখল সুবাস চেয়ারে বসে আছে, বাইরে এখনও তেমন রোদ ওঠেনি। সুবাস হাসল, 'ঘুম হল?'

অনিমেষ চট করে উঠে বসে দেখল সুবাস যাওয়ার জন্য তৈরি। সে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখন কি করছেন?'

'কী করছি মানে?'

'রাজনীতির কথা বলছি।'

'রাজনীতি কথাটা আবর্জনার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে, ওতে সারও হয় না।'

'আপনি কি আমাকে স্পষ্ট কিছু বলতে চাইছেন না?'

'তুমি কিন্তু এখনও আপনি ছাড়তে পারলে না।'

'ঠিক আছে, সুবাসদা। আমি একটা রাস্তা খুঁজতে চাই। এ ভাবে ভাল লাগছে না। পার্টির সঙ্গে কাজ করা আমার পোষাবে না। ভেবেছিলাম এখন পড়াশুনা করব, ও সব মাথায় রাখব না। কিন্তু—।'

সুবাস কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তোমার যা অবস্থা তা আমাদের অনেকেরই। একসময় আমি ডেডিকেটেড ছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে আমি একমুখী ছিলাম। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই দেশের পার্টির কর্তারা এক ধরনের গজকচ্ছপ কমিউনিজম জন্ম দিচ্ছেন। তোমার সঙ্গে একদিন চায়ের দোকানে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা অন্যরকম চিন্তাভাবনা করেছি, কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চিনের পথেই সম্ভব। আমরা সেটা অর্জন করতে চাই। এই মেরুদণ্ডহীন মানুষগুলো কিন্তু আমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে না। আমাদের আদায় করতে হবে। আমরা মনে করি বন্দুকের নলই হল মানুষের প্রকৃত শক্তির উৎস। অনিমেষ, আমরা একটা আগুন জ্বালতে চাই। যে আগুনে আমাদের নকল চামড়ার খোলস পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, একটা নতুন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা নিয়ে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি এখনই সম্ভব?'

সুবাস বলল, 'এ সম্পর্কে মাও সে তুং-এর দেওয়া একটা চমৎকার উপমা মনে পড়ছে। আমরা এক থালা ভাত কি একবারে খেতে পারি? থালা ভাত তো ধীরে ধীরে গ্রাস করে খেতে হয়। তাই না?'

অনিমেষ ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সে উজ্জ্বল মুখে সুবাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সুবাসদা, আমাকে একটু বিশদ করে বলুন।'

সুবাস বলল, 'এখন আমার সময় নেই ভাই, আটটার মধ্যে আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে। তুমি এক কাজ করো, আমি তোমাকে একটা কাগজ দিয়ে যাচ্ছি। পড়লেই মোটামুটি বুঝতে পারবে আমরা কী চাইছি। যদি কোথাও অস্পষ্টতা থাকে আলোচনা করতে পারো।'

সুবাস ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে তার থেকে একটা লিফলেট জাতীয় জিনিস তুলে অনিমেষের হাতে দিল।

অনিমেষ সেটার ওপর চোখ রাখতেই সুবাস উঠে দাঁড়াল, 'বিমানদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করেছ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'না। মানে মৌখিকভাবে কিছু হয়নি।'

সুবাস বলল, 'আমি জানতাম তোমাকে সরে আসতেই হবে। সিদ্ধান্ত নেবার পর আশা করব তুমি সম্পর্ক রাখবে না। তাতে ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে। আর একটা কথা, এখন থেকে যা করবে সাবধানে করবে। এই কাগজটা প্রকাশ্যে রাখার দরকার নেই।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি কি আজ সন্ধেবেলায় আসছেন? মানে এখানে থাকবেন তো?'

সুবাস বলল, 'না ভাই, আমাকে আজই বর্ধমান যেতে হবে।'

অনিমেষ একটু ভাবল, 'তা হলে আপনার সঙ্গে আমার কবে দেখা হচ্ছে?'

www.MurchOna.com

দরজায় দাঁড়িয়ে সুবাস বলল, 'তুমি নিজের মন পরিষ্কার করো, আমি সময় হলেই যোগাযোগ করব।'

ঝড়ের মতো নেমে গেল সুবাস। অনিমেষ চুপচাপ বসে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। লিফলেটটা কয়েকটা পাতার—

'ভারতবর্ষের বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অতীত প্রতিশ্রুতিগুলো বিস্মৃত হয়ে ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে রাজ্য সরকার পাওয়ার জন্য বেশি মন দিয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে তরুণ কমিউনিস্টদের মধ্যে। আমরা ভারতবর্ষের অতীত বিপ্লবী পর্বের (তেভাগা সংগ্রাম ও তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলন) উৎস থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুনভাবে বিপ্লব পরিচালনা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে শোষিত ও পীড়িত অংশ কৃষক সমাজ এবং যেহেতু এ অঞ্চলে অতীতে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে এই কৃষক সাধারণেরই ছিল সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা, তাই আমাদের এই নতুন বিপ্লবে এই অবহেলিত শ্রেণীর পাশে দাঁড়াব আমরা।

তৃতীয় বিশ্বে বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল গ্রাম—এই তত্ত্বকে আরও একধাপ এগিয়ে লিনপিয়াও সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকা শহরের মত, আর আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা এই পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি গণমুক্তির সংগ্রামকে জোরদার করতে যে আহ্বান জানিয়েছেন আমরা সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করি।

'আমাদের দেশের ইতিহাস হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বীর কৃষকশ্রেণীর বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হলেন কৃষক। এবং এঁরাই সবচেয়ে বেশী শোষিত। তাই সশস্ত্র কৃষক গেরিলাদল সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা দখল করতে হবে। গত দুই শতকে কৃষক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমরা কাজে লাগাবো। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা-সিধু-কানু এই কৃষক বিদ্রোহের পূর্বসূরী।

'সংগঠন পর্যায় সম্পূর্ণ হলে কৃষক গেরিলার দল সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলোকে বিস্তৃত করে জনযুদ্ধের প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি করতে পারবেন, গড়ে তুলবেন গণফৌজ, যে গণফৌজ দ্বারা গ্রামাঞ্চলে চার পাহাড়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসককে উচ্ছেদ করবে, শহরগুলোকে ঘিরে ফেলে দখল করে নেওয়া হবে এবং সমগ্র দেশে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে সর্বহারার একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

'শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরকালই সুবিধেবাদী। পৃথিবীর সব দেশেই সেটা দেখা যায়। শহরের এই শ্রেণীর কর্মীদের শ্রেণীচ্যুত হয়ে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের পাশে গিয়ে লড়াই করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

অনিমেষ বাকি লিফলেটটা শেষ করল। একবার নয়, বেশ কয়েকবার সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাগোড়া পড়ে নিল। পড়তে পড়তে ও শরীরের শিরায় শিরায় যেন নতুন পায়ের শব্দ পাচ্ছিল। একটা নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেছে। এতদিন যে বিক্ষিপ্ত মানসিকতায় একই ঘোলাজলে সে পাক খাচ্ছিল তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সে। তার অজ্ঞাতে আরও কিছু মানুষ যে একই রকম চিন্তাভাবনা করছে এবং পরিষ্কার একটা পথের সন্ধান করে নিচ্ছে তা সে এতদিন জানতই না।

এই ক্লীব সমাজব্যবস্থা এবং মেরুদণ্ডহীন লোভী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য একটা সংগঠিত শক্তি দরকার। গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করেই সেটা সম্ভব। ওই স্বার্থপর মানুষগুলো যাঁরা বিভিন্ন পার্টির চূড়োয় কায়েম হয়ে আছেন দিনের পর দিন, তাঁদের ছুড়ে ফেলে না দিতে পারলে এই দেশে কখনওই মানুষের স্বাধীনতা আসবে না। উনিশশো সাতচল্লিশ আমাদের মুক্তির বছর নয়। সুবাসদারা যে পথে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে সেটাই আসল মুক্তির পথ। কিছু পেতে হলে অবশ্যই দিতে হয়। অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না। বিদেশি রাষ্ট্র যখন মাথার ওপর জুতো চাপিয়ে দেয় তখন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে মুক্তি পাওয়া অনেক সহজ। প্রতিপক্ষকে চিহ্নিত করতে একটুও অসুবিধে হয় না। কিন্তু এ লড়াই নিজেদের সঙ্গে নিজেদের লড়াই। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম।

অনিমেষের হঠাৎ মনে হল প্রাকবিপ্লব চিনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনব্যবস্থার হুবহু মিল আছে। লিফলেট-এ মাও সে তুং-এর লং মার্চের কথা বলা আছে। অনিমেষ আগেও সেই সংগ্রামী যাত্রার কাহিনী পড়েছে। কুও মিনতাং-এর নেতারা যখন ধারণা করেছেন চিনের মাটি থেকে

www.MurchOna.com

কমিউনিস্টরা মুছে যাচ্ছে তখন উনিশশো চৌত্রিশ সালের ষোলোই অক্টোবর নব্বই হাজার লোকের মুক্তিফৌজ রাতের অন্ধকারে শুরু করেছিল সেই মহাযাত্রা। পনেরো বছর বাদে উনিশশো উনপঞ্চাশে যা চিনকে মুক্ত করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। নব্বুই হাজার কৃষক শ্রমিককে সংগঠিত করেছিলেন মাও সে তুং। মার্চ হত রাতের বেলায়। মুক্তিবাহিনী দু'ভাগে ভাগ হয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করল। যাত্রার চতুর্থ দিনে তারা আচমকা আক্রমণ করে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীকে হঠিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিল। মুক্তিফৌজের প্রধান বাহিনীর সঙ্গী ছিল যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শিশুরা। ছিল খচ্চরের পিঠে চাপানো কারখানার মেশিন, অস্ত্রশস্ত্র, সাংসারিক জিনিস। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে মুক্তিবাহিনীকে। গতি ধীরে হওয়ায় চিয়াং কাইশেক বারংবার আঘাত হেনে চলেছেন ওদের ওপর। দু'দিক থেকে মিছিলকে তাঁর সৈন্যরা আক্রমণ করছে আর মাথার ওপরে মার্কিন সাহায্যপ্রাপ্ত বিমান থেকে বোমা বর্ষণ চলছে। কিন্তু কিছুতেই দমল না মুক্তিবাহিনী। মানুষ যখন উদ্বুদ্ধ হয় দেশপ্রেমে তখন কোনও প্রতিরোধ তার সামনে মাথা তুলতে পারে না। দেশের এ-পিঠ থেকে ও-পিঠ মিছিলটা এগোচ্ছে। কোনও বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে বোঝানো বা শিক্ষিত করার চেয়ে জনসাধারণকে একত্রিত করার, উদ্বুদ্ধ করার করার এমন কার্যকরী উপায় কেউ ভাবতে পারেনি। এ মিছিল আমাদের মুক্তির, এই বোধ মানুষকে উৎসাহিত করেছিল। নইলে তাতু নদীর ওপর সেদিন অমন ঘটনা ঘটতে পারত না।

নদীটার ওপর মাত্র একটাই সেতু এবং সেটা কাঠের। গণফৌজকে ওই নদী পেরিয়ে যেতে হবে। মিছিল যখন নদীর কাছাকাছি এসে পড়ল তখন চিয়াং কাইশেকের সৈন্যরা মেশিনগান সাজিয়ে বসে গেছে নদীর অন্য পারে। এদিকে চিয়াং-এর অপর বাহিনী ইঁদুরকলে মিছিলকে ঠেসে ধরবার জন্যে পেছন থেকে ধাওয়া করে এল। সেচুয়ানের পার্বত্যঅঞ্চলে এই ভীষণ নদীটির ওপর পুরনো আমলের ভাঙাচোরা কাঠের ঝুলনপুল পার হতে হবে গণফৌজকে। অপর পারে যে মেশিনগানগুলো প্রস্তুত সে খবরও এসেছে।

প্রথম দল এগিয়ে চলল দৃঢ় পদক্ষেপে। সেতুর মাঝামাঝি আসতেই শুরু হয়ে গেল গুলিবর্ষণ। চোখের নিমেষে মানুষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, লাল হল তাতু নদীর জল। পরের দল বন্দুক ছুড়তে ছুড়তে এগোল ওই ছোট সেতুর ওপর দিয়ে কিন্তু মেশিনগান তাদের আলতো করে তুলে নিল এবারও। এবার গণফৌজ আরও মরিয়া হয়ে উঠল। মৃত্যু যেখানে অবশ্যম্ভাবী সেখানে মৃত্যুকে ব্যবহার করা যাক জীবনকে অর্জন করতে। এবার কোনও ছোট দল নয়, গণফৌজ নেমে পড়ল সার দিয়ে। মেশিনগানের আঘাতে মানুষ মরছে কিন্তু তার জায়গা নিয়ে পরের জন সেতুর ওপর আরও একটু এগিয়ে আসছে। তার মৃতদেহ যেখানে পড়ছে তা থেকে পরবর্তী মুক্তিসেনা আরও কয়েক পা মিছিলকে এগিয়ে দিচ্ছে। এবার চিয়াং-এর বাহিনী নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করল। ফ্লেম থ্রোয়ার ছুড়ে ওরা ঝুলনপুলের কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ-দাউ করে জ্বলছে সেতু। মাঝপথেই পুড়ে নদীতে পড়ে গেল প্রথম সারির মানুষগুলো। কিন্তু পিছু হঠল না চিনের মুক্তিফৌজ, সেই লকলকে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে তারা এক অমানুষিক কাণ্ড করল। জ্বলন্ত পুলের ওপর দিয়ে অবিশান্ত গুলিবর্ষণে টুপটাপ নদীর বুকে ঝরে যেতে যেতে প্রথম দলটা সেতু পার হল। চোখের সামনে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত শরীর ছুটে আসছে দেখে চিয়াং-এর সৈন্যরা হতভম্ব। কতখানি আবেগ মানুষের বুকে পাহাড় হলে এইভাবে আত্মাহুতি দেওয়া যায় তার সন্ধান ওরা জানত না। এই অতিমানবিক ঘটনা দেখে চিয়াংবাহিনীর সৈন্যরা ভয় পেল। তারা মেশিনগান ছেড়ে পালাতে লাগল এবার। দগ্ধ যারা তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু অর্ধদগ্ধ শ্রান্ত মুক্তিসেনারা এবার ওই পরিত্যক্ত মেশিনগানগুলোর দখল নিল। এ পাশে আর কোনও বাধা নেই। অবশিষ্ট বাহিনীকে চিয়াং-এরই মেশিনগানের গুলির ছাতির আড়ালে নিরাপদ রেখে ওরা নদী পার করিয়ে নিয়ে এল।

পথে বাধা ছিল অনেক। হিংস্র চিনবিরোধী পার্বত্য উপজাতিদের গুপ্ত আক্রমণের ভয়, সুবিশাল চোরা গহ্বরসঙ্কুল তৃণভূমি অতিক্রম করার সমস্যা। মুক্তিফৌজ ওই পথ পেরিয়ে এল মাও সে তুং–এরই মেশিনগানের গুলির ছাতির আড়ালে নিরাপদ রেখে ওরা নদী পার করিয়ে নিয়ে এল।

পথে বাধা ছিল অনেক। হিংস্র চিনবিরোধী পার্বত্য উপজাতিদের গুপ্ত আক্রমণের ভয়, সুবিশাল চোরা গহ্বরসঙ্কুল তৃণভূমি অতিক্রম করার সমস্যা। মুক্তিফৌজ ওই পথ পেরিয়ে এল মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে। ষোলো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের বরফ ডিঙিয়ে দু' হাজার মাইলের সেই ভয়ঙ্কর তৃণভূমি মাড়িয়ে হিংস্র উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের বিশে অক্টোবর গিয়ে পৌছাল পারও আন্-এ। সৃষ্টি হল মুক্ত অঞ্চল। কোনসি প্রদেশের ইয়েনান হল সাতচল্লিশ সাত পর্যন্ত

www.MurchOna.com

মুক্তিবাহিনীর রাজধানী। নব্বই হাজার মানুষ নিয়ে শুরু করা যাত্রা তখন তিরিশ হাজারে এসে ঠেকেছে কিন্তু সাফল্য তখন করায়ত্ত। তারপর সেই মুক্ত অঞ্চল ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগল। কিন্তু সেখানেও সমস্যা জমেছিল অনেক।

চিয়াং কাইশেকের শিক্ষিত সৈন্যরা মুক্ত এলাকা দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা আক্রমণ করছে মুক্তিসেনাদের। পার্টির নেতৃত্বে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা পিছু হটতে চাইলেন না। ভাবাবেগে বললেন, 'এত কষ্টে তৈরি করা এই মুক্ত অঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিই বা আমরা ছাড়ব কেন? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র শত্রুকে দিয়ে পালিয়ে যাব? সব এলাকাতেই প্রতিরোধ করতে হবে।' মাও সে তুংকে তাঁরা বললেন, 'জঙ্গলে পাহাড়ে মার্কসবাদ বিকাশলাভ করে না।'

মাও সে তুং এই মতকে মানলেন না। শত্রুপক্ষ যখন অনেক আধুনিক অস্ত্রে শক্তিশালী তখন মুখোমুখি লড়াই করা ঠিক নয়। বিনা বাধায় শত্রুকে মুক্তাঞ্চলে ঢুকতে দাও। তারপর আমাদের এলাকার মাঝামাঝি এসে যখন ওই বিরাট বাহিনী ছাউনি গেড়ে বসবে তখন হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করব। সেই ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীকে তারপর আলাদা আলাদা আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। গেরিলাযুদ্ধের এই কৌশল বিপ্লবকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিল। মার্কসবাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ইউরোপ থেকে এত দূরে এশিয়ার একটা দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্দিষ্ট প্রয়োগে মাও সে তুং একটি জাতির জন্মান্তর সৃষ্টি করলেন।

লিফলেটের শেষ কথা—এই সংগ্রাম আমাদের একমাত্র পথনির্দেশিকা হোক।

অনিমেষ এখন চোখ বন্ধ করলেই সেই জ্বলন্ত ঝুলনপুলের ওপর ছুটে যাওয়া অগ্নিপুরুষদের দেখতে পাচ্ছিল। এই পথ, একমাত্র পথ।

ত্রিশ

দুদিন মাধবীলতা ইউনিভার্সিটিতে আসেনি। না বলে-কয়ে হঠাৎ ডুব দেবার মেয়েও নয়। অনিমেষ অস্থির হয়ে পড়ল। নিমতার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবার ইচ্ছা হলেও ঠিক সাহস হচ্ছিল না। সাহস না হবার কারণ ইদানীং ওদের বাড়িতে যে গরম হাওয়া বইছে তাতে ওর যাওয়াটা আগুনে আরও ঘি ঢালার মতো না হয়ে যায়। মাধবীলতার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সহপাঠীরা ইতিমধ্যে জেনে গেছে। কিন্তু অনিমেষ কারও সঙ্গে যেচে মাধবীলতাকে নিয়ে কথা বলেনি। তাই এখন কী করা যায় তা আলোচনার মতো কোনও বন্ধুকে পেল না সে। পরমহংস থাকলে একরকম হত কিন্তু সে এখন ইউনিভার্সিটিতে শুধু নামটাই রেখেছে। ওর বাবা রিটায়ার্ড হবার সময় ছেলেকে নিজের ব্যাঙ্কে বসিয়ে গেছেন।

গতকাল একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। ক্লাশ থেকে বেরিয়ে ও কফিহাউসের দিকে হাঁটছিল। এমন সময় সুদীপ ওকে ডাকল, 'কী ব্যাপার অনিমেষ, তোমার পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবছিলাম তোমার খোঁজে হোস্টেলে কাউকে পাঠাব। তুমি রোজ ক্লাশ করছ?'

শেষ প্রশ্নটার উত্তর দিল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

'সেকী! তা হলে আমাদের সঙ্গে দেখা করছ না কেন?'

'আজকাল আর সময় পাই না। পরীক্ষা আসছে।' কথাটা বলেই অনিমেষের মনে হল এটা কোনও যুক্তি নয়। বিমানরা এ-বছর পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের আশায় বসে আছে। ওদের তো পরীক্ষার জন্য কাজকর্ম করতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

সুদীপ চুরুট বের করল, 'তুমি কি আর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছ না?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল অনিমেষ। না, আর মিথ্যে কথা বলে কী লাভ! সে স্পষ্ট বলল, 'না।'

'কেন?' সুদীপ চমকে উঠল।

'আমার মনের সঙ্গে আপনাদের কাজকর্ম মিলছে না। যে-পথটাকে সমর্থন করতে পারছি না সে-পথে হাঁটতে আমার বিবেকে বাধে।'

'তুমি কি ভেবেচিন্তে কথা বলছ?'

'না ভেবে বলছি এ ধারণা কেন হচ্ছে?'

'কারণ তোমার সম্পর্কে পার্টির নেতাদের কেউ কেউ ইন্টারেস্টেড। তোমার কি কারও সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল?'

www.MurchOna.com

'না তো।' অনিমেষের মনে পড়ল সেই ভদ্রলোককে যিনি কাকার হোটেলে তাকে কৃতার্থ করতে চেয়েছিলেন।

সুদীপকে খুব হতভম্ব দেখাচ্ছিল, 'অনিমেষ, তুমি কি নেক্সট ইলেকশনে কনটেস্ট করছ না? তুমি নিশ্চয়ই জানো এবার তোমাকে কী পোর্টফলিয়ো দেওয়া হবে।'

'না সুদীপদা। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাদের পথ আমার জন্য নয়।'

সুদীপের মুখটা এখন ভেঙেচুরে একাকার। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

অনিমেষ হেসে বলল, 'চলি, যদি চান তো আমার রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেব। কারণ এখনও তো কমিটি মেম্বার আছি আমি।'

সুদীপ হঠাৎ বলে উঠল, ' তোমার সঙ্গে কি সুবাস সেনের যোগাযোগ হয়েছে?'

'কেন বলুন তো?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আপনি বুদ্ধিমান।' অনিমেষ আর দাঁড়াল না।

রাস্তায় নেমে মন খুব হালকা হয়ে গেল। ব্যাপারটা আজ নয় কাল পরিষ্কার করতেই হত। আজ সুদীপ নিজে এগিয়ে এসে সেটা সহজ করে দিল। সুদীপ নিশ্চয়ই এখন বিমানকে গিয়ে এ কথা জানাবে এবং তারপর বাম ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে অনিমেষের সম্পর্ক যে নেই এ কথা ঘোষণা করা হবে। অনিমেষের মনে হচ্ছিল, অনেকদিন জ্বর ভোগের পর যেন আজ তার শরীর নিরুত্তাপ।

কফিহাউসে ওদের ক্লাশের দু' তিনজন ছেলে আড্ডা দিচ্ছিল, অনিমেষ ওদের টেবিলে গিয়ে বসল। একটু অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমে টের পায়নি, খেয়াল হতে বুঝল ওরা যেন কথাবার্তায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা এতক্ষণ ওরা যা আলোচনা করছিল সে এসে পড়ায় তা পালটেছে। অনিমেষ বলল, 'আমি কি তোমাদের কোনও অসুবিধে করলাম?'

একজন যার নাম প্রশান্ত হাসল, 'না না, বসো।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে করলাম। তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলে?'

'ও ছেড়ে দাও। তোমার ভাল লাগবে না।'

'ভাল লাগবে না কেন?'

'আমরা সাধারণ মানুষ আর তুমি রাজনৈতিক কর্মী, তাই।'

'প্রথম কথা তুমি যেটি বললে আমি তা নই। আর একজন রাজনৈতিক কর্মী যদি সাধারণ মানুষ না হন তা হলে তিনি ক্রিমিন্যাল। বলো।'

রোগা মতন একটি ছেলে, অনিমেষ তার নাম জানে না, বলল, 'সব কথা তো সবার সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

অনিমেষ একটু হোঁচট খেল। সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'সরি।'

প্রশান্ত বলল, 'না না অনিমেষ, তোমার কিছু মনে করার কারণ নেই। আমরা স্ল্যাং নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমার মতো সিরিয়াস ছেলের সামনে এ সব কথা বলা ঠিক নয় তাই বলছি না।'

'স্ল্যাং? মানে অশ্লীল কথা?' চোখ বড় বড় করল অনিমেষ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল এরা তিনজন নিজেরা যা আলোচনা করতে পারছে সহপাঠী হয়েও সে আলোচনায় তাকে জড়াতে দ্বিধা করছে। সামান্য ইউনিয়ন করেই সে এ ভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলেছে। এদের সঙ্গে মিশবার জেদ এল ওর। বলল, 'খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। আমি শুনতে পারি না?'

প্রশান্ত বলল, 'কথ্যভাষায় যে অশ্লীল গালাগাল চলে আসছে তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন পালটে যাচ্ছে। যেমন ধরো এককালে কেউ শালা শব্দটা ব্যবহার করে মনের ঝাল মেটাত। তখন গুরুজন বা মেয়েদের সামনে কথাটা ব্যবহার করতে সাহস হত না। এই শব্দটা প্রয়োগ করলে মারামারি পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন ওটা জলের মতো সহজ, মেয়েরাও বলে। এবং এখনকার রকবাজ ছেলেরা শালা ব্যবহারই করে না। এরকম আরও আছে ভোঁদা, উজবুক, বুদ্ধু এইসব শব্দ ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে।'

রোগা ছেলেটি বলল, 'এখন দু-অক্ষর চার অক্ষরের শব্দ এগুলোকে রিপ্লেস করেছে। মজার কথা হল এরা যখন ওই শব্দগুলোকে উচ্চারণ করে তখন তার অর্থ বা অশ্লীলতা সম্পর্কে কোনওরকম সচেতন না হয়েই করে। জিভের ডগায় এত সহজে এসে যায় যে ওরা তা নিজেই জানে না। কোনওদিন দেখব গল্প-উপন্যাসেও শালা শব্দের মতো এগুলো খুব স্বচ্ছন্দে লেখা হচ্ছে।'

www.MurchOna.com

অনিমেষের বেশ মজা লাগছিল বিষয়টা শুনতে। সত্যি কথাই, পথেঘাটে আজকাল কিছু ছেলে পুরুষাঙ্গের একটি প্রতিশব্দ বিকৃতভাবে শালার বিকল্প হিসেবে বাক্যে ব্যবহার করে। তা নিয়ে তাদের সত্যি কোনও বিকার নেই। ট্রামে-বাসে প্রকাশ্যে ওরা বলে যায় এবং আমরা সেগুলো নীরবে শুনে থাকি। একটা শব্দ শ্লীল কি অশ্লীল তা আমরাই ঠিক করে নিই, আমরাই তা পরিবর্তন করতে পারি।

অনিমেষ বলল, 'কথাটা ঠিক। তবে শুধু বাংলা ভাষা কেন, পৃথিবীর সব ভাষাতেই এটা হচ্ছে। লেখাতেও আসবে বইকী।'

রোগা ছেলেটি বলল, 'শব্দ থেকে যদি গন্ধ বের হয় তা হলে আমরা চিৎকার করি। কিন্তু কতগুলো নিরীহ শব্দ পাশাপাশি দাঁড়ালে নিরীহত্ব হারিয়ে অশ্লীল শব্দের চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে। তখন?'

অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

ছেলেটি হাসল, 'এটা অবশ্য আমার আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার লাইন আসে সেগুলোকে আপাতচোখে খুব নিরীহ দেখায় কিন্তু একটু ভাবলেই তা থেকে অন্য মানে বেরিয়ে আসে।'

ভুরু কোঁচকাল অনিমেষ, 'অন্য মানে মানে? কী যা তা বলছ?'

ছেলেটির হাসি থামছিল না। সে হাত নেড়ে বলল, 'এটা তো যে ভাবছে তার ভাবনার ওপর নির্ভর করে।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ হো-হো করে হেসে উঠল।

ছেলেটি ততক্ষণে খুব সিরিয়াস, বলল, 'তা হলে বুঝতেই পারছ যে শুনছে সে-ও কেমন করে শুনছে তার ওপর শ্লীল অশ্লীল নির্ভর করে।'

অনিমেষ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার চোখ দরজার দিকে যেতেই সে চুপ করে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আসছি।'

মাধবীলতা তখন হল ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এল, 'তোমার এখন কোনও কাজ আছে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে চলো।' ওকে খুব চঞ্চল দেখাচ্ছিল।

'এখানে বসবে না?' অনিমেষ ওকে বুঝতে পারছিল না।

'না। বড্ড ভিড় এখানে, কথা বলা যাবে না।' মাধবীলতা হলের বাইরে বেরিয়ে আসতে অনিমেষ সঙ্গী হল। খুব চঞ্চল দেখাচ্ছে ওকে, মুখে ঘাম, কপালে খুচরো চুল এসে পড়েছে। দুদিন অনুপস্থিত এবং এইরকম চঞ্চলতার কারণ না জানা অবধি অনিমেষের স্বস্তি হচ্ছিল না। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। জামাকাপড়ও আজ অন্যদিনের মতো উজ্জ্বল নয়।

কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'কলেজ স্কোয়ারে বসবে?'

একটু ভেবে মাধবীলতা জানাল, 'না, খিদেও পেয়েছে, বসন্তে চলো।' তারপর হেসে চিমটি কাটল, 'তোমার এখনও বয়স বাড়ল না।'

'মানে?'

'এই দুপুর রোদে কলেজ স্কোয়ারে কারা বসে মশাই?' ঠোঁট টেপা অবস্থায় গলা দিয়ে একরকম হাসির আওয়াজ তুলল মাধবীলতা।

বসন্তের বারান্দায় বসে দুটো মোগলাই পরোটার অর্ডার দিল মাধবীলতা। দিয়ে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেল। অনিমেষ দেখল ওর গলার নীলচে চামড়ার ভেতর দিয়ে জলটা যে নেমে যাচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। রুমালে মুখ মুছে একটু শান্ত হলে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলো তো কী হয়েছে?'

মাধবীলতা ওর চোখের দিকে তাকাল। কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত দুষ্টুমিমাখা হাসিতে মাধবীলতার চোখদুটোকে উজ্জ্বল দেখল অনিমেষ। কথা না বলে তাকিয়ে থাকা সময়টায় বড় অস্বস্তি হয়। সে পরিস্থিতিটাকে সহজ করার জন্য বলল, 'দু'দিন এলে না কেন, শরীর খারাপ হয়েছিল?'

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল, 'না।'

'তা হলে? বাড়িতে কোনও গোলমাল হয়েছিল?'

এবার একটু গম্ভীর হল মাধবীলতা, 'সে তো লেগেই আছে। দু'দিন দ্যাখোনি, আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'হতাম যদি জানতাম আমি গেলে তুমি কোনও অসুবিধেয় পড়বে না। তবে আর দু'তিনদিন না এলে কী করতাম জানি না।'

'থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। এই জানো, আমার চাকরিটা হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে বলল মাধবীলতা। 'হঠাৎই।'

খুব আনন্দ হল অনিমেষের। একটু জোরেই সে বলে উঠল, 'সত্যি?'

নিঃশব্দে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল মাধবীলতা, 'হ্যাঁ।'

পরক্ষণেই অনিমেষের মনে বিষণ্ণতা ছড়াল, 'কিন্তু, তুমি কি পরীক্ষা দেবে না?'

মাধবীলতা বলল, 'কেন দেব না? ক্লাশ তো প্রায় শেষ হয়ে এল, বাকিটা মাঝে মাঝে এসে ম্যানেজ করে যাব। আর পড়াশুনার ব্যাপারে তুমি রইলে।'

'আমি?'

'বাঃ, একসময় আমি তোমার নোটস টুকেছি এবার তুমি করবে আমার জন্য।' বলে হাসতে লাগল মাধবীলতা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমাকে আমার জন্য মোটেই চিন্তা করতে হবে না মশাই। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

অনিমেষ উজ্জ্বল হল, 'যাক, তোমার খুব ভাল কপাল। কেউ চাকরি পাচ্ছে এ খবর সচরাচর শোনা যায় না।'

মাধবীলতা বলল, 'কপাল যদি বলো তা হলে সেটা আমার একার নয়। আমাদের।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে অপলকে তাকাল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল এখনই ওকে নিয়ে সরিৎশেখর এবং হেমলতার কাছে নিয়ে যায়।

মাধবীলতা বলল, 'এই, ওভাবে তাকাবে না।'

'কীভাবে?'

'জানি না। আমাদের এখনও অনেক কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওভাবে তাকালে আমার সবকিছু গোলামাল হয়ে যায়।'

অনিমেষ হঠাৎ বুকের মধ্যে এক ধরনের চাপ অনুভব করল। এই সময় অবধি তার যা কিছু ভাবনা চিন্তা তা সে একাই করেছে। ছেলেবেলা থেকেই একা একা থাকার জন্য এটা হতে পারে। কিন্তু মাধবীলতার বন্ধুত্ব পাওয়ার পর নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে হয়, যা এর আগে কখনও হয়নি।

পুরুষ মানুষ যদি কোনও নারীর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো ভালবাসা না পায় তা হলে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন।

মাধবীলতা বলল, 'অনি, আবার কী ভাবছ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, ডাকটা কত মিষ্টি লাগল ওর। এই প্রথম তাকে অনি বলে ডাকল মাধবীলতা। সেটা বুঝতে না দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছি এবার থেকে তোমার দেখা পাব কী করে? তুমি রোজ কি আসবে?'

'কেন আসব না?'

'এতটা উজানে?'

'আসব। তোমাকে না দেখলে আমার ভাল লাগে না।'

'এই দু'দিন তো দেখলাম!'

রাগ করতে গিয়েও করল না মাধবীলতা, 'অমন করে বোলো না। দু'দিন ধরে এই চাকরিটার জন্য যা চরকিবাজি করেছি? আসতে পারিনি বলে আমারই খারাপ লেগেছে। ভেবেছি একেবারে এসে তোমাকে সুখবরটা দেব। দিলাম।'

খাওয়া হয়ে গেলে মাধবীলতা কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখল। তারপর বলল, 'চলো!' অনিমেষ বলল, 'কোথায়?'

'আমি যদি বলি নরকে, তুমি যাবে না?'

'চিন্তা করব। কারণ সেখানে নাকি বিশাল কড়াই-এ গরম তেল দিনরাত ফোটে, গেলেই চুবিয়ে দেবে।'

'ওঃ, কথায় তোমার সঙ্গে আমি পারব না। আমি শ্যামবাজার যাব। তুমি আমার সঙ্গে চলো।' প্লেট থেকে মৌরি তুলে দাঁতে কাটল মাধবীলতা।

'কাজটা কী?'

'বাসস্থান খুঁজতে।'

www.MurchOna.com

'বাসস্থান ?' অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল।

'আমার একটা থাকার জায়গা চাই না ? দুটো লেডিস হোস্টেলের খবর পেয়েছি। চলো, গিয়ে দেখি সেখানে জায়গা আছে কি না।' গম্ভীর গলায় জানাল মাধবীলতা। এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ল অনিমেষের। চাকরি পেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে বলে জানিয়েছিল মাধবীলতা। সেটা যে এতটা স্থির সিদ্ধান্ত তা অনুমান করতে পারেনি। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কিছু করে ফেললে সারা জীবন মেয়েটাকে এ জন্য আফশোস করতে হবে। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপারটা কি এতই সিরিয়াস ?'

'মানে ?' ভুরু কোঁচকাল মাধবীলতা।

'এখনই হোস্টেলে থাকতে হবে এমন কিছু কি হয়েছে ?'

'তুমি কী বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'যদি অ্যাডজাস্ট করে বাড়িতে থাকা যায়— ।'

'অনি, একটা মেয়ে ঠিক কীরকম পরিস্থিতি হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে উঠতে চায় তা তুমি বুঝবে না।' তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি ভয় হচ্ছে ?'

'ভয় ? কী ব্যাপারে ?'

'আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তুমি জড়িয়ে পড়বে— ।' মাধবীলতার গলা ভারী হয়ে আচমকা থেমে গেল।

সিসের বল যেন আচমকা কেউ অনিমেষের বুকের ভেতর গড়িয়ে দিল। সে দ্রুত মাধবীলতার হাত ধরে বলল, 'ছিঃ।'

কিছুক্ষণ সময় লাগল সহজ হতে। মাধবীলতা বলল, 'বাবা বলেছেন যদি বিয়ের ব্যাপারে আমি স্বাধীনতা চাই তা হলে আর একমাসের মধ্যে যেন নিজের ব্যবস্থা করে বাড়ি থেকে চলে যাই। শর্ত দিয়েছেন কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ওঠা চলবে না। অনেক ভেবেছি। তোমাকে ভালবাসার পর আর অন্য কোনও পুরুষকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না। এইসময় স্কুলের চাকরিটা না পাওয়া গেলে যে কী করতাম জানি না। আমি তোমার কাছে তো কখনও কিছু চাইব না অনি, শুধু অনুরোধ, কখনও আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে না।'

অনিমেষ এতক্ষণ চুপচাপ কথাগুলো শুনছিল। শুনতে শুনতে ওর মনে হচ্ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে মাধবীলতার উপযুক্ত হতে হবে। এই মেয়েটির সামান্য অসম্মান মানেই তার বেঁচে থাকাটা লজ্জার। সে উঠে দাঁড়াল, 'চলো।'

মাধবীলতা মাথা নিচু করে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ নীরবে চলতে চলতে অনিমেষের হঠাৎ মনে হল এই মেয়েটির সঙ্গে সেই মেয়েটির কোনও মিল নেই। ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথম আলাপের দিন যে মেয়েটি ওর সঙ্গে শেয়ালদা অবদি হেঁটে গিয়েছিল সে ছিল ঝরনার মতো তেজী ছটফটে। আর এখন যে ওর সঙ্গে হাঁটছে সে নদীর মতো গম্ভীর, গভীর। প্রথমজনের সঙ্গে কথার খেলা করা যায়, এর মধ্যে সব কথা ডুবিয়ে দিতে হয়।

অনিমেষ মনে মনে বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো।'

কলেজ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাধবীলতা ওর হাত স্পর্শ করল। হয়তো কাকতালীয় কিন্তু অনিমেষ শিহরিত হল। ওর মনে হল, মুখ ফুটে না বললেও মাধবীলতা ওর কথা বুঝতে পেরেছে।

রাজবল্লভ পাড়ার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেল আছে, এটুকুই জানত মাধবীলতা। সেখানে পৌঁছাতে বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এল। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই হদিস পাওয়া গেল। গিরিশ এভিন্যুতে ঢুকে একটা গলির মধ্যে হোস্টেলটা। মাধবীলতাই কথা বলল। অনিমেষ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক মিনিট বাদে বেরিয়ে এসে হাসল, 'হল না।'

'সিট নেই ?'

'নাঃ। মাস কয়েক বাদে একটা খালি হতে পারে।'

'যাচ্চলে। মেয়েদের হোস্টেলেও এত ভিড় ?'

'কী কথা বলছ ?' মাধবীলতা কপালে ভাঁজ আনল, 'কলকাতায় মেয়েদের একা থাকার ক'টা জায়গা আছে মশাই! পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের হোস্টেল, কিন্তু কোনও মেয়ে একা থাকবে এটাই তোমরা ভাবতে পারো না। এবার দেশবন্ধু পার্কের কাছে যাব।'

'ওখানেও যদি না পাওয়া যায়!'

'অন্য কোথাও দেখতে হবে।'

www.MurchOna.com

'ধরো, কলকাতার কোথাও যদি পাওয়া না যায়!'

'না আমি ধরতে পারব না। আমার দরকার তাই পেতে হবে।'

কিন্তু দেশবন্ধু পার্কেও জায়গা পাওয়া গেল না। হোস্টেলের পরিচালিকার কাছে জানা গেল আমহার্স্ট স্ট্রিটে আর একটি হোস্টেল আছে চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য। এছাড়া আরও দুটো মেস আছে উত্তর কলকাতায় যা মেয়েরাই চালান। মাধবীলতা নাছোড়বান্দা হল, আজই সে সবগুলোর খোঁজ নেবে। কারণ একদিন দেরি হলে অন্য কেউ সুযোগটা নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু অনিমেষ রাজি হচ্ছিল না। সন্ধে হয়ে আসছে, নিমতায় ফিরতে রাত হয়ে যাবে মাধবীলতার। এখন বাড়িতে যে টেনশন চলছে তাতে বেশি রাত করে ফেরা উচিত নয়। মাধবীলতাকে বোঝাল, হোস্টেলগুলোতে গিয়ে আজই খোঁজ নেবে সে, মাধবীলতার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি খালি থাকে কোথাও তা হলে সে ব্যবস্থা করে ফেলবে। কথাটা শুনে মাধবীলতা ব্যাগ খুলে একশো টাকার নোট বের করল, 'তা হলে এটা রাখো, ব্যবস্থা করতে হলে তো টাকা লাগবে।'

অনিমেষ টাকাটার দিকে তাকাল। কথাটা সত্যি। ওই টাকাটা হাত পেতে নিতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ওর। তার উচিত নিজেই ওটা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এখন তার পক্ষে সেটা অসম্ভব। মাধবীলতা বলল, 'এটা আমার জমানো টাকা। নাও।'

টাকাটা নিলেও মন থেকে কুয়াশা দূর হল না। টাকা দরকার। নিজে উপার্জন না করলে পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা মাঝে মাঝে মুশকিল হয়। সঙ্গে এর পালটা একটা যুক্তি মনে এলেও অনিমেষ স্বস্তি পেল না।

মোহনলাল স্ট্রিট ধরে ওরা হেঁটে আসছিল। হঠাৎ অনিমেষ নিজের নামটা শুনতে পেল। মহিলাকণ্ঠ, মাধবীলতাও শুনেছিল। পেছন ফিরে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে না পেয়ে অনিমেষ বলল, ' কেউ আমাকে ডাকল, না ?'

'তাই তো শুনলাম।'

এমন সময় একটি বাচ্চা মেয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আপনাকে ডাকছে।'

' কে ?'

'বউদি।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। বউদিটি আবার কে ? সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক বলছ তো ? অন্য কাউকে ডাকতে বলেনি তো তোমাকে ?'

মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে বেণী নাচাল, ' মোটেই না। ওপর থেকে তোমাদের দেখে বলল ওই লম্বা ভদ্রলোক আর হলুদ শাড়িপরা মেয়েটাকে ডেকে আন।'

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বউদির নাম কী ?'

'জানি না। আমি অন্য বাড়িতে থাকি।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করব ?'

'যাও একবার দেখে এসো। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

'কিন্তু তোমার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া কে না কে, অন্ধকারে ভুলও করতে পারে। চলো, একসঙ্গে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েই ফিরে আসি।' অনিমেষের কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাধবীলতা গলিতে ঢুকল। একটু এঁকেবেঁকে একটা দোতলা বাড়ির সিঁড়ির কাছে গিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওপরে চলে যান।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে নীলা হাসছে।

একত্রিশ

সবুজ ডোরাকাটা শাড়ি আর কালো জামা নীলার শরীরে, কিন্তু শরীরটাকেই চিনতে কষ্ট হয়। এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে নীলার চেহারায় অজস্র ধুলো জমা পড়েছে। গালের হনু সামান্য উঁচু হয়েছে, চোখ ভেতরে।

অনিমেষের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা হাসল। কোনও কোনও মেয়ে আছে সময় যার কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেও হাসিটাকে দখল করতে পারে না। নীলার এই হাসি সেইরকম, অহঙ্কারী। বলল, 'অমন করে কী দেখছ, এসো।'

www.MurchOna.com

'তুমি! এখানে?' অনিমেষ এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে।

'এখানেই তো থাকি। আমাদের বাড়ি। এসো ঘরে এসো!'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। ওর চোখে কিছুটা কৌতূহল কিছুটা বিব্রত ভাব। ইশারায় ওকে নিশ্চিন্ত করে সঙ্গে আসতে বলল সে। নীলার পেছন পেছন বারান্দা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরে ঢুকে নীলা বলল, 'এ পাশের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম তুমি যাচ্ছ। আমি তোমার নাম ধরে চেঁচিয়েছিলাম। তুমি বুঝতে পারোনি, না?'

'কেউ আমাকে ডাকছে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু —!' অনিমেষ হাসল। নীলার এই ঘরের সঙ্গে ওর হোস্টেলের কোনও ফারাক নেই। আসবাব বলতে একটা বড় তক্তাপোশ, বিছানায় চাদর পাতা, এক কোনায় আলনায় কয়েকটা ময়লা কাপড় ঝুলছে, ঘরের অন্য কোনায় স্টোভ এবং রান্নার জিনিসপত্র। ও পাশের ঘরে থেকে নীলা দুটো কাঠের চেয়ার টানতে টানতে নিয়ে এল। এসে বলল, 'এখনও ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারিনি। বসো।'

বাবার মুখে নীলার ব্যাপারটা শুনেছিল সে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এই পর্যায়ে তা ভাবতে পারেনি। দেবব্রতবাবুর বাড়িতে সে যখন ছিল তখন দেখেছে ওঁরা কী বিলাসের মধ্যে বাস করতেন। সেই নীলা এখন যে ঘরটাকে আমার ঘর বলছে তার সঙ্গে ওই জীবনটাকে একটুও মেলানো যায় না। সে ঠিক করল নীলা যদি নিজে থেকে কিছু না বলে তা হলে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করবে না। নীলাকে চিরকাল এইরকম পরিবেশে দেখেছে এমন ভঙ্গি করবে।

মাধবীলতাকে বসতে বলে সে অন্য চেয়ারটা টেনে নিল। নিয়ে বলল, ' তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম মাধবীলতা।'

মাধবীলতা হেসে বলল, 'আপনাকে আমি চিনি।'

নীলা চোখ কপালে তুলল, 'ওমা, কেমন করে?'

'ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি। আপনি বোধহয় আমার সিনিয়র ছিলেন।'

নীলা চোখে হাসল, ' তোমরা এক ক্লাশে পড়ো বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো এক-বছরের সিনিয়ার হবই। কিন্তু আমি তো অনেকদিন ও পাট ছেড়েছি। আমাকে চেনার তো কোনও কারণ নেই। না না, তাই বলি কী করে, আমি যে অনেক ছেলের সঙ্গে ঘুরতাম, চেনা স্বাভাবিক।' হাসল আবার সে। তারপর অনিমেষকে বলল, 'তোমার চেহারা কিন্তু বেশ পালটে যাচ্ছে।'

'কী রকম হচ্ছে?'

'মফস্বলের গন্ধটা আর একদম নেই। বেশ অ্যাট্রাকটিভ হয়েছে।'

কথাটা বলার ধরনে এমন মজা ছিল যে মাধবীলতাও হেসে ফেলল। অনিমেষ বলল, 'তুমি একটুও পালটালে না।'

'কে বলল? তুমি এই ঘরে বসেও বলছ আমি আগের মতো আছি?'

অনিমেষ যদি ভুল না করে তা হলে সে তীক্ষ্ণ অভিমানটাকে স্পর্শ করল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হল সে। এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু প্রশ্নটা করে নীলা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'আমি তোমার কথা বলার ধরনটায় পরিবর্তন না হওয়াটাই বলতে চেয়েছিলাম, অন্য কিছু নয়।'

নীলা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তারপর খুব দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল, 'এদিকে এসেছিলে কোথায়?

মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হাসল। অনিমেষ সহজ গলায় বলল, 'ওর জন্য একটা হোস্টেল দেখতে, জায়গা পাওয়া গেল না।'

'তুমি কি বাইরে থাকো? এই, তখন থেকে তোমাকে তুমি বলে যাচ্ছি — কিছু মনে কোরো না। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো।' নীলা আবার সহজ।

'না না ঠিক আছে।' মাধবীলতা এমন ভাবে মাথা নাড়ল যেন তুমি বলাতে সে কিছু মনে করছে না কিন্তু নীলার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিল না সে। ব্যাপারটা যে নীলার বুঝতে অসুবিধে হয়নি তা অনিমেষের চোখ এড়াল না। কারণ নীলার ঠোঁটে হাসিটাকে চলকে উঠেই মিলিয়ে যেতে দেখল সে। এবার নীলা দরজার কাছে গিয়ে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে ডেকে আনল। তারপর একটা ছোট কেটলি ঘরের কোনা থেকে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে নিচু গলায় কিছু বলতেই সে ঘাড় নেড়ে ছুটে গেল।

www.MurchOna.com

সেদিকে তাকিয়ে নীলা বলল, 'জানো অনিমেষ, এই বাচ্চাটা আমাকে খুব ভালবাসে। ও না থাকলে আমি খুব অসুবিধেয় পড়তাম।'

'কে হয় তোমার?'

'আমার! কেউ না। নীচের ভাড়াটেদের মেয়ে।'

মাধবীলতা বলল, 'আপনি কি আমাদের জন্য কিছু আনতে পাঠালেন?'

নীলা বলল, 'কেন?'

মাধবীলতা অনিমেষের দিকে তাকাল। নীলা প্রশ্ন করছে একই ভঙ্গিতে এবং তাতে এক ধরনের জেদ ফুটে উঠছে। মাধবীলতা নিচু গলায় বলল, 'আমার ফেরার তাড়া ছিল।'

'বেশি দেরি হবে না। রাস্তার ওপাশেই চায়ের দোকান।' নীলা নিশ্বাস ফেলল।

নীলার বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই, দোকান থেকে আনাচ্ছে, অনিমেষ কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। তা ছাড়া ও যতই সহজ ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করুক, কোথাও একটা অস্বস্তি আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। নীলার বর্তমান অবস্থার কারণ না জানলে কথাবার্তাও বেশিক্ষণ চালানো যায় না। সে হেসে বলল, 'তুমি বাড়িতে চা তৈরি করো না?'

নীলা মাথা নাড়ল, 'সামনেই দোকান রয়েছে, ঝামেলা করে কী হবে?'

'ভদ্রলোককে দেখছি না!'

'ও বেরিয়েছে। আসবে এক্ষুনি। তোমাদের তো আবার হাতে সময় নেই, না হলে বলতাম একটু বসে যাও।' নীলা কথাগুলো শেষ করতেই নীচে থেকে একটা লোক উঠে এল। আধবয়সী পাকানো চেহারা।

'দিদিমণি, আমি নন্দ।'

'নন্দ, নন্দ কে?'

'অ। দাদাবাবু বুঝি আমার কথা বলেনি?'

'না তো।'

'আমার নাম নন্দ বকসী। দাদাবাবু আমাকে সাবলেটের কথা বলেছিল। তা খুব ভাল ভাড়াটে আছে সন্ধানে। দেড়শো অবধি রাজি করানো যাবে মনে হয়। ঘরটা একটু যদি দেখান।' লোকটা খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল।

নীলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও ভাড়া দেবে বলেছে?'

'ভাড়া মানে, আইনসম্মত ভাড়া নয়। সাবলেট।' নন্দ হাসল, 'যা বাজার পড়েছে দিদিমণি, চিন্তা করবেন না, দাদাবাবু আমাকে সব বলেছে। খুব ছোট ফ্যামেলি, স্বামী-স্ত্রী আর তিনটে বাচ্চা।'

নীলা বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু, একটু যদি ঘুরে আসেন অসুবিধে হবে?'

'না না, বিন্দুমাত্র নয়। এই ঘণ্টাখানেক বাদে এলে হবে?'

'হ্যাঁ।'

নন্দ বকসী চলে গেলে নীলা ঘুরে বলল, 'এমন জ্বালিয়ে মারে না লোকগুলো! বাড়তি ঘর আছে একটু জানালেই হল।'

অনিমেষ লুকোচুরিটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। নীলা অন্তত আর্থিক সুখে নেই। হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতার জন্য ওরা হোস্টেল খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার চেয়ে নীলাকে বললে কেমন হয়! নীলারা যখন ঘরটা ভাড়া দিচ্ছেই তখন—। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে থাকবে তার সঙ্গে কথা না বলে প্রস্তাবটা করা উচিত হবে না।

এইসময় মেয়েটি চা নিয়ে এল। অনিমেষ দেখল যেভাবে হোস্টেলে বাইরে থেকে চা আনিয়ে ওরা ভাগ করে খায় সেভাবে নীলা দুটো কাপ আর একটা টিন থেকে বিস্কুট বের করে ডিশে ঢেলে এগিয়ে দিল।

চায়ের স্বাদ এত বারোয়ারি যে কারও ঘরে বসে খেতে ইচ্ছে করে না। নীলা সেটা বেশ আরামেই চুমুক দিতে দিতে আচমকা বলল, 'আমার একটা চাকরি দরকার অনিমেষ।'

'চাকরি!' অনিমেষ হোঁচট খেল।

'হ্যাঁ। ওর ওপর খুব প্রেশার পড়ছে। একা সামলে উঠছে না। অনেকগুলো স্কুলে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু হচ্ছে না। কোথাও মেয়েদের চাকরি খালি আছে শুনলে আমাকে জানিয়ো, কেমন?' নীলা তক্তাপোশটার ওপর এসে বসল।

অনিমেষ আর পারছিল না, এবার জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'মেসোমশাই, মানে তোমার বাবা এ

www.MurchOna.com

সব জানেন ?'

কপালে ভাঁজ পড়ল নীলার, 'এ সব মানে ?'

'তুমি চাকরি খুঁজছ। খুব প্রয়োজন—।'

'নাঃ। অন্তত আমরা বলতে যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি বাবার সঙ্গে সেই বাড়ি ছাড়ার দিন থেকে আমার দেখা নেই।'

'নেই কেন ?'

'তুমি কিছু শোনোনি ?'

মহীতোষকে লেখা দেবব্রতবাবুর চিঠির কথা মনে পড়তে ইচ্ছে করেই সে না বলল না, 'শুনেছি মানে এইটুকু যে তুমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করে বাড়ি থেকে চলে এসেছ, ব্যস।'

'তুমি সেটা শোনার পর আমাদের বাড়িতে যাওনি ?'

'না।'

'কেন ?'

'অস্বস্তি হচ্ছিল।'

'কেন ?'

'ওঁরা ব্যাপারটাকে কীভাবে নিয়েছেন জানি না তাই।'

'মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বাপ-মা কী ভাবে নেয় ? ওঃ অনিমেষ, তুমি এখনও মফস্বলি রয়ে গেছ। তুমি গেলে অবশ্য খুব খাতির পেতে কারণ তোমার সঙ্গে আমি বের হইনি। কি ভাই, তুমি কিছু মনে করছ না তো !' শেষের কথাটা মাধবীলতার উদ্দেশ্যে বলা। সে ওটা শুনে সামান্য হাসল।

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে অনিমেষ সোজা হয়ে বসল, 'এমন কী ব্যাপার হয়েছিল যার জন্য একদম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল ?'

'পে-রে-ম।' চিবুকে, ঠোঁটে হাসি চলকে উঠল নীলার। নিজেকে নিয়ে এরকম ঠাট্টা চেনাশোনা মেয়ের মধ্যে একমাত্র নীলাই করতে পারে। অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কিন্তু কথাটা এখনকার নীলার মুখে একদম মানাচ্ছে না। নীলা এই সামান্য সময়েই বেশ ভারী, সেই চটুলতা আর নেই। ইচ্ছাকৃত ভাবে পুরনো সময়টাকে ধরার চেষ্টা কথাবার্তায়।

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'তোমাকে যা দেখেছি তার সঙ্গে এই অবস্থাটা মেলাতে পারছি না।'

হঠাৎ ফোঁস করে উঠল নীলা, 'কেন পারছ না ?'

'কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

'সেটা তোমার অক্ষমতা, আমার নয়।'

এইসময় মাধবীলতা উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা না-হয় কথা বলো, আমি চলি।'

নীলা বলল, 'ওমা তা কি হয়! তোমাকে ছেড়ে অনিমেষ এখানে গল্প করবে বসে, এটা কি ভাল দেখায় ?'

মাধবীলতা বলল, 'তাতে কী হয়েছে ?'

'আমার সহ্য হবে না।'

'এ আপনি কী বলছেন!'

'ঠিক বলছি। আচ্ছা তোমার সঙ্গে তো ওর বেশ জানাশোনা। কখনও তুমি ওকে আসতে বলেছ কোথাও আর ও সেখানে সময়মত আসেনি, এমনটা হয়েছে ?' প্রশ্নটা করে নীলা আড়চোখে অনিমেষের চেহারাটা দেখল।

মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'মনে পড়ছে না।'

'তবেই দ্যাখো।' কথাটা মাধবীলতাকে বলে নীলা অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মনে পড়ে!'

'পড়ছে। সেদিন আমার পায়ে খুব —।'

অনিমেষকে থামিয়ে দিল নীলা, 'না, কোনও কৈফিয়ত শুনতে চাই না। যে কোনও কারণেই হোক তুমি আসতে পারোনি। আমি তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি না যে তুমি সাফাই গাইবে। আসলে সেদিন আমাকে খুব বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। একা ভেবে উঠতে পারছিলাম না বলে তোমাকে আসতে বলেছিলাম।'

নীলা ওদের বারান্দা অবধি এগিয়ে দিল। এতক্ষণ নীলার কথাবার্তা বলার ধরন অনিমেষের ভাল লাগছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার তাকে বিদ্ধ করছিল, নীলার স্বামী কে ? এত বন্ধুদের সঙ্গে

www.MurchOna.com

ঘুরে ও কোন ভাগ্যবানকে বিয়ে করল ? যাকে করল তার আর্থিক অবস্থা যখন এইরকম তখন এমন কী বিশেষ যোগ্যতা তার আছে! সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আর একদিন এসে তোমার মিস্টারের সঙ্গে আলাপ করে যাব।'

'যেয়ো।' আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই।

চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত নীলাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অনিমেষ। বেশ রাত হয়েছে। মাধবীলতা দ্রুত হাঁটছিল। অনিমেষ পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, 'কেমন দেখলে ?'

'কী ?' মাধবীলতা কিছু ভাবছিল। প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিল।

'নীলাকে।'

'ভালই তো।' হাসল মাধবীলতা, ' তোমার খুব বন্ধু ছিলেন উনি ?'

'তা একরকম বলতে পারো, আবার নাও পারো। কলকাতায় আসার পর হাসপাতাল থেকে গিয়ে যাদের বাড়িতে আমি থেকেছিলাম সেই ভদ্রলোকের মেয়ে নীলা। তখন ও অত্যন্ত আধুনিকা, আমার পক্ষে পাল্লা দেওয়া মুশকিল ছিল এবং সে চেষ্টাও আমি করিনি। আসলে আমি ওকে বুঝতে পারি না। প্রথম দিনই ও আমাকে বলেছিল, ওর নাম নীলা এবং সেটা অনেকের সহ্য হয় না। বোঝো!' অনিমেষ হাসল।

'মুখের ওপর সত্যি কথা বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেই মেয়ে যখন এরকম আর্থিক অনটনে রয়েছে স্রেফ জেদের বশে বিয়ে করে, আজ কেমন অস্বস্তি হয়।'

'কেন ? উনি যদি বৈভবের চেয়ে এই কষ্টটাকেই আনন্দের মনে করেন তা হলে তোমার চিন্তা করার কী আছে! ভালবেসে যখন কেউ সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে অনেক কিছু অবহেলায় ছেড়ে আসতে পারে। বিশেষ করে মেয়েরা।' মাধবীলতা গাঢ় গলায় কথাগুলো বলল।

কথাটা মানতে পারল না অনিমেষ, 'সব কৃতিত্ব মেয়েদের হবে কেন ? পৃথিবীর সিংহাসন এক কথায় ছেড়ে দিয়ে ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যিনি তিনি পুরুষ।' কথাগুলো বলার সময়েই মনে হল মাধবীলতা কি নিজের কথাই বলছে না ? আজ যে হোস্টেল খোঁজার প্রয়োজন হল সেটা তো তাকে ভালবেসে, কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সেইজন্যেই। অথচ তাকে এই মুহূর্তে কিছুই ছেড়ে আসতে হচ্ছে না। এ অবস্থায় ওর সঙ্গে তার তর্ক করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

মাধবীলতা কিন্তু অনিমেষের কথাটাকে তেমন আমল দিল না। শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছে বলল, 'তুমি কিন্তু কালকের মধ্যে হোস্টেলের চেষ্টা করবে, করবে তো ?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তুমি ভেবো না। ওহো, তখন নীলার বাড়িতে বসে একটা কথা মাথায় এসেছিল। বলল বলব করেও বললাম না।' অনিমেষ জানাল।

'কী ?' মাধবীলতা মুখ তুলল।

'নীলারা যখন একটা ঘর ভাড়া দিতেই চাইছে তখন সেটা তুমি যদি নিতে তা হলে কেমন হত ! হয়তো একটু বেশি খরচ হত— ।' অনিমেষ তাকাল ওর দিকে।

'যাঃ, তা কি হয় কখনও! আমি খাব কোথায় ? স্কুলে যা মাইনে দেবে সবই বেরিয়ে যাবে।' তারপরেই গলা পালটে গেল মাধবীলতার, 'ওই মহিলাও আমাকে ভাড়া দিতেন না।'

'কেন ? আমি বললে নিশ্চয়ই দিত।'

'তুমি ঠিক বুঝবে না।'

'উঁহু, নীলাকে তুমি বুঝতে পারোনি।'

'তুমি বুঝেছ ?'

'অনেকটা।'

মাধবীলতা হাসল। তারপর নরম গলায় বলল, 'উনি যে খুব শীগ্‌গীর মা হতে যাচ্ছেন এটা বুঝতে পেরেছ ?'

অনিমেষ চমকে উঠল। যাচ্চলে! এতক্ষণ ওরা বসেছিল কিন্তু একবারও সে এ সব চিন্তা করেনি। চোখেও পড়েনি কিছু। এককালে মনে হত যে মেয়েদের সিঁদুর পরাটা বুঝতে পারে না। কে বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতা সিঁথি দেখে ঠাওর করতে পারে না। মেয়েরা কী-একটা কায়দায় সেটাকে বেশ লুকিয়ে রাখতে পারে। আবার নীলার সামনে বসে থেকেও ওর আসন্ন মাতৃত্ব টের পায়নি। এটাও কি আজকাল লুকিয়ে রাখা যায় ? কিংবা মেয়েদের এইসব ব্যাপার মেয়েরাই বিশেষ চোখে দেখতে পায় যেটা পুরুষদের থাকে না।

www.MurchOna.com

অনিমেষ হাসল, 'না পারিনি, হার মানছি।'

মাধবীলতা প্রসঙ্গ পালটাল, 'যা হোক, আমি হোস্টেলে থাকতে চাইছ আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে। কোথাও ঘর ভাড়া করে থাকলে নানান কথা উঠবে। একটা মেয়ে একলা আছে জানলে লোকের কৌতূহল বাড়েই। তা ছাড়া তুমিও তখন হুটহাট চলে আসবে আমার ঘরে সেটাও আমি চাই না।'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল, 'আমি তোমার কাছে যাই এটা চাইছ না?'

'ভুল করলে। আমি হোস্টেলে থাকলে তুমি দেখা করতে যাবে বইকী। কিন্তু একটা ঘরে আমি একলা স্বাধীনভাবে আছি, সেখানে তুমি আসো এটা আমি চাই না।' মাধবীলতা নির্দ্বিধায় বলল।

'তুমি তা হলে আমাকে বিশ্বাস করো না!' অনিমেষের খুব খারাপ লাগছিল কথাগুলো শুনতে। আচমকা যেন মাধবীলতা সম্পর্কটাকে বদলে দিচ্ছে।

'তোমাকে নয়, আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না।' মুখ নিচু করল মাধবীলতা। যেন গভীর চাপ থেকে হুশ করে ওপরে উঠে এল অনিমেষ, উঠেই মনে হল ওই চাপ কতটা কষ্টদায়ক এবং সেটা মাধবীলতাকে এই মুহূর্তে নুইয়ে ফেলেছে। এরকম অকপট স্বীকারোক্তি যে মেয়ে করতে পারে— অনিমেষের ইচ্ছে করছিল মাধবীলতার হাতটা জড়িয়ে ধরে কিন্তু এই হাজার মানুষের ভিড়ে তা সম্ভব নয়।

এইসময় একটা আটাত্তরের সি বাস এসে থামতেই মাধবীলতা বলল, 'আমি চলি।'

'কালকে আসছ?'

' দেখি।'

'না, এসো।'

মাধবীলতা হাসল। তারপর বাসে উঠে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইল ভিড়ের মধ্যে যতক্ষণ অনিমেষকে দেখা যায়।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পাওয়া গেল। মাধবীলতা চলে গেল অনিমেষ থ্রি বি বাস ধরে সোজা চলে এসেছিল এখানে। চট করে হোস্টেল কিংবা মেস বলে মনে হয় না। লাল বাড়িটার সামনে চিলতে বাগান, শৌখিন মানুষের বাড়ি বলেই মনে হয়। রাত হয়েছে কিন্তু অফিস ঘরটা তখনও খোলা ছিল। অনিমেষ দেখল একজন বয়স্কা মহিলা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। চোখে চশমা, গোল মুখ, সাদা শাড়ি, বেশ ভারিক্কি ভাব। দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করতেই ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন, 'আসুন।' গলার স্বরে ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট।

'আমি হোস্টেলের সুপারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বসুন।' অনিমেষ চেয়ার টেনে বসলে মহিলা হাসলেন, 'কী ব্যাপার বলুন।'

'আপনিই কি — ?' অনিমেষ ইতস্তত করছিল।

'হ্যাঁ।'

'এই হোস্টেলে সিট খালি আছে?'

'আছে। গতকাল খালি হয়েছে।'

অনিমেষ স্নান করার তৃপ্তি পেল। যে ক'টা হোস্টেল ওরা আজ দেখেছে এইটে তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল। এখানেই যদি জায়গা পাওয়া যায় তা হলে সৌভাগ্যই বলতে হবে। সে মহিলার দিকে ঝুঁজে বলল, 'এই হোস্টেলে জায়গা পেতে হলে কোনও নিয়মকানুন পেরিয়ে আসতে হয় কি?'

'নিয়মকানুন?' মহিলার চোখে সামান্য বিস্ময়, 'হ্যাঁ, বোর্ডারকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে।'

'সে তো বটেই। আমি তা বলছি না। আমি জানতে চাইছিলাম এটা কি ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল না স্টুডেন্টস হোস্টেল?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'মূলত এটা ছাত্রীদের হোস্টেল ছিল তবে এখন কেউ কেউ চাকরিও করে।' মহিলা এবার সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'যাঁর জন্যে জায়গা খুঁজছেন তিনি আপনার কে হন?'

'আত্মীয়।' উত্তরটা অনিমেষ আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল।

'আপনি কী করেন?'

'আমি এবার এম. এ. দেব। আমিও হোস্টেলে থাকি।'

'আত্মীয় মানে, আপনার বোন?'

বোনের মতো বলতে গিয়ে অনিমেষ সামলে নিল। এক পলক মাত্র, তবু তার মধ্যেই অনিমেষ ঠিক করে ফেলল সত্যি কথাই বলবে। ওরা অন্যায় কিছু করছে না অতএব তার মুখোমুখি হতে বাধা

www.MurchOna.com

কী! সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমার এক সহপাঠিনী সম্প্রতি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। কোনও কারণে তার পক্ষে বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ওর জন্যেই জায়গা খুঁজছি।'

মহিলা এতক্ষণ যে ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন অনিমেষের উত্তর শোনার পর সেটা পালটে গেল। চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি কিছুক্ষণ অনিমেষকে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে আত্মীয় বললেন কেন?'

'আমি আত্মীয় বলেই ওকে মনে করি।'

আস্তে আস্তে মহিলার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'কিন্তু এখানে থাকতে হলে বাবা মা অথবা ওরকম কাউকে গার্জেন হতে হয়। তাই নিয়ম।'

' সেটা সম্ভব নয়। আমি শুধু এ কথাই বলতে পারি আপনার হোস্টেলের অন্য মেয়েরা যে আচরণ করে সে তার থেকে ব্যতিক্রম হবে না।' এইভাবে কথা বলতে অনিমেষের আর অসুবিধে হচ্ছে না। ওর চেতনায় একটা ক্ষীণ অনুভব হচ্ছিল যে এরকম কথা যেহেতু কোনও বয়স্কা মহিলার পছন্দসই নয় তাই মাধবীলতা এখানে জায়গা পাবে না। তা সত্ত্বেও সে সত্যি কথা বলতে চাইল। মাধবীলতা প্রাপ্তবয়স্কা, নিজের ভালমন্দ বোঝে তাকে কারও আশ্রয় বিনা এঁরা গ্রহণ করবেন না কেন?' প্রয়োজনে সে তর্ক করে যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলার সময় এসেছে।

'উনি এম. এ. পড়ছেন বলছিলেন, তখন কি বাড়িতে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।'

'এখন সেটা সম্ভব নয়?'

'নয় বলেই তো এসেছি।'

'এ ব্যাপারে ওঁর বাড়ির লোক কোনও আপত্তি করবেন না তো?'

'প্রাপ্তবয়স্কা বোর্ডার নিয়ে ঝামেলা হবে কেন?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মহিলা। তারপর বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে একটা ফর্ম বের করে অনিমেষের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'আপনি সত্যি কথা স্পষ্ট বলতে পেরেছেন বলে আমার কোনও আপত্তি থাকছে না। আই লাইক ইট। কিন্তু কোনও রকম বাজে ঝামেলা আমি চাইব না, সেটুকু মনে রাখবেন।'

একটা রূঢ় কথা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে অনিমেষ ফর্মটা ভরতি করতে গেল। সঙ্গে কোনও কলম নেই। ভদ্রমহিলা সেটা বুঝতে পেরে একটা কলম এগিয়ে দিলেন। নাম, বয়স, কী পড়ে অথবা অন্য কিছু করে কিনা, বাড়ির ঠিকানা, গার্জেনের নাম পর পর জানতে চাওয়া হয়েছে। সেগুলোর জবাব লিখতে লিখতে গার্জেনের নামের বেলায় অনিমেষ ইতস্তত করতে লাগল। ভদ্রমহিলা এতক্ষণ লক্ষ রাখছিলেন। এবার হেসে বললেন, 'আপনার নাম আর ঠিকানা লিখুন।'

ব্যাপারটা খুবই সামান্য কিন্তু নিজের নাম লিখতে গিয়ে অনিমেষ বুকের মধ্যে শিরশিরানি অনুভব করল। এই প্রথম কাগজে-কলমে মাধবীলতার সঙ্গে তার নাম জড়িত হল। মাধবীলতা কোনও অন্যায় করলে হোস্টেল কর্তৃপক্ষ তাকে জানাবে। যেন অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব নিল সে আজ থেকে এইরকম বোধ হচ্ছিল।

ফর্ম ভরতি করে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কত দিতে হবে?'

'এক মাসের চার্জ, আর আনুষঙ্গিক কিছু।'

পকেটে একশোটা টাকা আছে। অনিমেষ ইতস্তত করল। এতে অবশ্যই কুলোবে না। সে বলল, 'এক কাজ করুন, এখনই রসিদ লিখবেন না। আমার কাছে একশো টাকা রয়েছে। ওটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। আগামিকাল কিংবা পরশু বাকি টাকাটা দিয়ে দেব। ও সামনের মাসের পয়লা তারিখ থেকেই থাকবে। অসুবিধা হবে?'

মহিলা বললেন, 'আপনার উচিত ছিল সঙ্গে টাকাটা আনা। যা হোক, এখন কিছু দিতে হবে না। দুদিনের মধ্যে টাকা দিয়ে যাবেন।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

ভদ্রমহিলা কোনও কথা বললেন না। কিন্তু অনিমেষ দেখল উনি ঠোঁট টিপে হাসছেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা হইচই শব্দ উঠল। কেশব সেন স্ট্রিট থেকে একদল ছেলে ছুটে আসছে। এ পাশের লোকজন পালাচ্ছে। তারপরই দুম দুম করে কয়েকটা বোমা ফাটল চৌমাথায়। চারধারে লোক আতঙ্কে আড়ালে যাচ্ছে। অনিমেষ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখল। একটা ছেলে, রোগা, ঢ্যাঙা, হাতে দুটো বোম নিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, শাসাচ্ছে কাউকে। তার ভয়ে জায়গাটা এখন মধ্যরাতের মতো নির্জন।

www.MurchOna.com

অনিমেষের ইচ্ছে হল ওকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে এমন করছে! কিন্তু তখনই ছেলেটা আবার দৌড়ে কেশব সেন স্ট্রিটে ফিরে গেল। কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের খেয়াল হল এই জায়গাটা ভাল নয়। কাগজে দেখেছে প্রায়ই গোলমাল লেগে থাকে এখানে। বোমবাজি হয়। এই রকম জায়গায় মাধবীলতাকে থাকতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত হতে গিয়েই হেসে ফেলল সে। আজ নয় কাল, সারা বাংলাদেশেই যদি এরকম হয়ে যায়, তা হলে ?

বত্রিশ

পয়লা তারিখে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল অনিমেষের। বালিশে মুখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতেই মাথার ভেতর চিন্তাটা হঠাৎ নড়ে উঠল। আজ মাধবীলতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোস্টেলে আসবে। কথা আছে, সকাল আটটার মধ্যে অনিমেষ, বেলঘরিয়া স্টেশনে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। নিমতা থেকে মাধবীলতা রিকশা নিয়ে সেখানে আসবে। তারপর ট্রেন ধরে শিয়ালদায় নেমে ওরা হোস্টেলে যাবে। প্রথম দিন অনিমেষ সঙ্গে গেলে মাধবীলতার সুবিধে হবে।

অনিমেষ চেয়েছিল নিমতার বাড়িতে যেতে। শেষবার সে নিজে মাধবীলতার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। ভদ্রলোক জেদ ধরে আছেন সত্যি কিন্তু ভাল করে বোঝালে হয়তো বুঝতেও পারেন। কিন্তু মাধবীলতা তাতে কিছুতেই রাজি হয়নি। বলেছিল, 'আমার বাবা তোমাকে অপমান করবেন আমি সেটা দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। যা কিছু শুনতে হয় তা আমিই শুনব।'

অনিমেষ একটু ইতস্তত করে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তবু একটা কথা বলি, জানি তুমি রেগে যাবে শুনলে, কোনও ভাবেই কি অ্যাডজাস্ট করা যায় না ?'

মাধবীলতা রাগল না। ওর ঠোঁটের আদল ফুটল শুধু। তারপর খুব নীচু গলায় বলল, 'আমি আর টেনশন সইতে পারছি না। প্রতিদিন একই কথা শুনতে শুনতে আমার নার্ভ সহ্যের সীমায় এসেছে।' তারপর খানিক চুপ করে বলল, 'তুমি এত চিন্তা করছ কেন। আমি নিজে একজন মেয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আমাকে হাজারটা চিন্তা করতে হয়েছে।'

মাধবীলতা তাই একাই বাড়ি থেকে বের হতে চেয়েছে। বাড়ির কাছাকাছি যাতে অনিমেষ না যায় তাই বেলঘরিয়া স্টেশনে ওকে অপেক্ষা করতে বলেছে। ব্যাপারটা অনিমেষের ভাল লাগেনি। মাধবীলতা তার জীবনের এই ঝুঁকির সঙ্গে ওকে জড়াতে চাইছে না এটা ভাবলেই নিজেকে অক্ষম বলে মনে হচ্ছিল। এ মেয়ে যা কিছু করবে তা নিজের দায়িত্বে করতে চায়। অনিমেষের অস্বস্তিটা এইখানেই।

অনিমেষ দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। হাতিবাগান থেকে বেলঘরিয়াতে পৌঁছাতে মিনিট চল্লিশেক লাগবে। ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। একটি মেয়ে আজ তার জন্যে জীবনের বাঁধা রাস্তার সব সুখ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসছে এটুকু ভাবলেই নিজেকে সম্রাট বলে মনে হয়। জামাকাপড় পরতে পরতে অনিমেষ ভাবছিল যদি মাধবীলতা কোনও কারণে বাড়ি থেকে না বেরুতে পারে তাহলে সে কী করবে ? যদি বাড়ির লোকেরা জোরজবরদস্তি করে ওকে আটকে রাখে ? অনিমেষ ঠিক করল, যদি বেলাদশটার মধ্যে মাধবীলতা স্টেশনে না আসে তা হলে সে কোনও নিষেধ মানবে না। সোজা মাধবীলতার বাবার মুখোমুখি হবে। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে নিজের অজান্তেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল অনিমেষ। ঠিক এইসময়েই দরজায় শব্দ হল। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অনিমেষ বলল, ' কে ?'

এইসময় কেউ এসে কথা বললে দেরি হয়ে যাবে বলে অনিমেষ বিরক্ত হচ্ছিল। বাইরে থেকে কেউ সাড়া না দেওয়ায় সে একেবারে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দুহাতে দরজা খুলতেই চমকে উঠল। বাইরে এখন ঝকঝকে রোদ্দুর। আর সেই রোদ্দুর পেছনে রেখে মাধবীলতা দুই চোখে হাসছে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ শরতের আকাশ হয়ে গেল অনিমেষের। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। কোনওরকমে বলল, 'তুমি!'

মাধবীলতা তখনও হাসছিল। সেই হাসিতে একই সঙ্গে আনন্দ আর সঙ্কোচ। দুটো চোখের চাহনি নিঃশব্দে অনেক কথা বলে দিচ্ছে ওর। একটা হলুদ শাড়ি পরে আসায় সমস্ত চেহারায় মিষ্টি ঔজ্জ্বল্য এসেছে। বিব্রত, অবাক অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাগ করেছ ?'

'কী আশ্চর্য! রাগ করব কেন ? কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে ?' অনিমেষের বিস্ময় তখনও কাটছিল না। এই সকালবেলায় মাধবীলতা ওপরে উঠে এল কীভাবে ? সাধারণত কেউ দেখা করতে

www.MurchOna.com

এলে দারোয়ান এসে খবর দিয়ে যায়। অনিমেষ দেখল সুন্দরী একটি মেয়ে ভেতরে এসেছে, এ খবর ঘরে ঘরে জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। কারণ এক একটা অজুহাত দেখিয়ে অন্যান্য বোর্ডাররা বাইরে বেরিয়ে মাধবীলতাকে দেখছে। অস্বস্তি হল ওর। সেই সময় মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ঘরে যেতে বলবে না ?'

'আমার ঘর ?' অনিমেষ নিজের ঘরটার দিকে তাকাল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল মাধবীলতাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে গেল সে। খবরটা প্রচারিত হতে বেশি সময় লাগবে না। হোস্টেলের নিয়মকানুন তো আছেই, একটি অবিবাহিতা মেয়ে ছেলেদের হোস্টেলে একা বসে গল্প করছে এ খবর ইউনিভার্সিটিতে দারুণ মুখরোচক হবে। সে কোনও কথা না বলে দরজায় তালা লাগিয়ে বলল, 'চলো, বের হব।'

মাধবীলতার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'মানে ?'

'আমাকে একটু বেরোতে হবে, কাজ আছে।' অনিমেষ কপট গলায় বলল। ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অনিমেষ সিঁড়ির দিকে এগোল। হোস্টেলের এই ছাদের ঘরে আজ অবধি কোনও মেয়ের পদার্পণ হয়নি। যতটা করলে অভদ্রতা না মনে হয় ঠিক ততটা আগ্রহ নিয়ে বারান্দায় বারান্দায় ছেলেরা তোয়ালে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবীলতা অনিমেষের পেছন পেছন নীচে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, ' কোথায় কাজ আছে তোমার ?'

' বেলঘরিয়া স্টেশনে।' অনিমেষ গম্ভীর গলায় বলল।

'ইয়ার্কি না ?' এতক্ষণে সহজ হল মাধবীলতা, 'এমন মুখের ভঙ্গি করেছিলে না যে মনে হচ্ছিল এসে খুব অন্যায় করেছি।'

'অন্যায় কিছুটা হয়েছে বইকী ! ওইভাবে হুট করে ওপরে উঠে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি। আফটার অল এটা ছেলেদের হোস্টেল।' গেটে এসে অনিমেষ চারধারে নজর বুলিয়ে দারোয়ানকে দেখতে পেল না।

রাস্তায় নেমে মাধবীলতা বলল, 'বাঃ, সেটা আমি জানব কী করে! এখানে এসে দেখলাম কেউ নেই। একটু ভেতরে ঢুকে তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতেই একজন ঘরটা বলে দিল। ডেকে দেবার কেউ না থাকলে আমি কি করব !'

'কিছু না! শুধু কতগুলো তৃষিত মফস্বলের ছেলের বুকে ঈর্ষা জাগিয়ে দিলে।'

'কিন্তু তুমি আমাকে ভেতরে বসতে বললে না কেন ?'

'নিজের ওপর বিশ্বাস নেই বলে।'

'অভদ্র!' বলে মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে ওর মুখখানা দেখল। আচমকা বেশ লাল দেখাচ্ছে। জরুরি কথা বলার ভঙ্গিতে সে বলল, 'এবার কাজের কথাটা বলো তো। সাতসকালে কেন এখানে হাজির হলে ? আর একটু দেরি হলেই তো আমি বেরিয়ে যেতাম।'

মাধবীলতা তখনও স্বচ্ছন্দ নয়। অনিমেষের মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বলছি, কিন্তু তার আগে সত্যি করে বলো তুমি রাগ করোনি আমি তোমার ঘরে উঠে গিয়েছিলাম বলে।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আচ্ছা মেয়ে তো! বললাম না আমি রাগ করিনি।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম রাস্তায় চলে এসেছিল। সকালবেলায় কলকাতার চেহারাটা অনেক নরম থাকে। দোকানপাট এখনও খোলেনি, শুধু সিগারেট পানের দোকানগুলো ছাড়া। ফুটপাতে হাতিবাগান বাজারে যাওয়া-আসা মানুষের ব্যস্ততা। রোদ এখনও বাড়ির মাথায়। এইসময় কলকাতাকে একদম অনুত্তেজিত দেখায়। মাধবীলতা বলল, 'চলো, কোথাও বসে চা খেতে খেতে কথা বলি। সকাল থেকে স্থির হতে পারিনি।'

ওরা পাশাপাশি হেঁটে হাতিবাগানে এল। এখন ভাল রেস্টুরেন্টগুলোয় ধোওয়ামোছা চলছে। আটপৌরে চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়তে আসা মানুষের ভিড়। অনিমেষ রাধা সিনেমার পাশে দোতলায় একটা রেস্টুরেন্টে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'চা পাওয়া যাবে ?'

ছোকরা মতো একটা লোক, তখনও বেয়ারার পোশাক পরেনি, বলল, 'দেরি হবে।'

'কতক্ষণ ?' ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা কী বুঝল কে জানে, জিজ্ঞাসা করল, 'শুধু চা ?'

অনিমেষ কিছু বলার আগেই মাধবীলতা বলল, ' টোস্ট পাওয়া যাবে ?'

বোঝা যাচ্ছিল শুধু চা বললে লোকটা কাটিয়ে দিত। বাঁ দিকে হাত তুলে বলল, 'বসুন দশ মিনিট।'

www.MurchOna.com

রেস্টুরেন্টে সবে ঝাঁট পড়েছে। চেয়ারগুলো টেবিলের ওপর উলটে রাখা আছে। পেছন থেকে লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'কেবিনে গিয়ে বসুন।'

অনিমেষ রাস্তার ধারে কেবিনে ঢুকল। কেবিনটা ছোট। দেওয়াল ঘেঁষে টেবিল। পাশাপাশি দুজন বসতে পারে। ওরা বসতেই সামনের হাতিবাগান বাজারের ওপরটা চোখে পড়ল। পরদাটা গোটানো থাকা সত্ত্বেও এখানে আলো কম। চেয়ারে বসে মাধবীলতা বলল, 'জানো, কাল রাত্তিরে একদম ঘুমুতে পারিনি।'

অনিমেষ তাকাল। মাধবীলতাকে প্রথম থেকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এখন কারণটা বুঝতে পারল। আজ অবধি কখনও সে ওকে ভোরে দেখেনি। তাই একটু আলস্যমাখানো অযত্ন মুখে চুলে। স্নানের পর মেয়েদের শরীরে যে টানটান তেজ থাকে তা ভোরবেলায় পাওয়া যায় না। ভোরবেলায় তাই মেয়েদের কাছের মানুষ মনে হয়। এতক্ষণ ওকে দেখার আনন্দে এবং উত্তেজনায় সমস্ত ব্যাপারটা গুলিয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে মাধবীলতার বেরিয়ে আসার কথা। অথচ সে এখন তার সামনে বসে। এদিকে বলছে গত রাত্তিরে সে ঘুমুতে পারেনি। কেমন একটা ভয় হঠাৎ এসে জুড়ে বসল। তা হলে কি কোনও কারণে মত পালটেছে মাধবীলতা? গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুম হয়নি কেন?'

'কোনওদিন তো বাড়ির বাইরে থাকিনি। একা নতুন জায়গায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। নানান চিন্তা আসছিল আর ভেবেছি কখন সকাল হবে।' মাধবীলতা হাসল। হকচকিয়ে গেল অনিমেষ, 'নতুন জায়গা মানে? তুমি কি গত কালই চলে এসেছ?'

'হ্যাঁ।' মাধবীলতা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল।

'কেন? কী হয়েছিল?'

'চলে আসতে হল। ভয় ছিল গতকাল থেকেই আমাকে থাকতে দেবে কি না। কিন্তু সুপারকে বলতে দেখলাম রাজি হয়ে গেলেন। নইলে কী বিপদে পড়তে হত।'

'কী হয়েছিল?' আবার প্রশ্নটা করল অনিমেষ।

'বাড়িতে গিয়ে মাকে বললাম তোমরা যদি চাও তা হলে আমি হোস্টেলে চলে যেতে পারি। মা বলল, তোমার বাবার সঙ্গে বুঝে নাও, আমি এর মধ্যে নেই। বাবা আমাকে দেখা মাত্র জানতে চাইলেন আমি কারও প্রেমে পড়েছি কি না। অস্বীকার করলাম না। তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। আমি নাকি ওঁর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি। দুধকলা খাইয়েছেন কালসাপকে। বললেন মত পরিবর্তন করতে। অসম্ভব শুনে জানিয়ে দিলেন আমার মুখ দর্শন করতে চান না। আমি যেন ওই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। আমারও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা জানতেও চাইল না কোথায় যাচ্ছি। তবু একটা কাগজে নিজের ঠিকানাটা লিখে রেখে এলাম। ভাল লাগছে না একটুও।' মাধবীলতা মুখ নামাল।

অনিমেষের কষ্ট হচ্ছিল, গাঢ় গলায় বলল, 'দ্যাখো, পরে অনুশোচনা করার চেয়ে সময় থাকতেই শুধরে নেওয়া ভাল। হাজার হোক ওঁরা তোমার মা বাবা।'

মাধবীলতা দাঁতে ঠোঁট কামড়াল, 'এই একটা কথা তুমি কতবার বললে! তুমি কিছুতেই বুঝছ না একটা মেয়ে বাড়ির প্রতিকূল মনোভাবের বিরুদ্ধে কতক্ষণ লড়তে পারে? অনবরত চাপ দিচ্ছে সবাই বিয়ের জন্যে। উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে। হয় হ্যাঁ বল নয় না। আজ থেকে দু'বছর আগে হলে হ্যাঁ বলতে কোনও অসুবিধে হত না। স্বচ্ছন্দে বিয়ে হয়ে যেত আমার। বাবা বলতেন বড় ভাল মেয়ে, আমি দায় থেকে উদ্ধার পেলাম। কিন্তু এখন আমি কী করে রাজি হই! যে সব মেয়ে মনে করে মনের কোনও সতীত্ব নেই আমি সেই দলের নই। শরীরের চেয়ে মন আমার কাছে কম মূল্যবান নয়। যে চোখে আমি তোমাকে দেখেছি সেই চোখে আমি অন্য পুরুষকে দেখব কী করে?' কথা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল মাধবীলতা।

অনিমেষ দেখল ওর মুখ কাঁপছে, আর তারপরেই চোখের দুটো কোন চিকচিক করে উঠল। মাধবীলতার মুখে এখন ভাঙচুর। চোখ দুটো ভরা পুকুর। অনিমেষের বুকের মধ্যে পাথর গড়াতে লাগল। নিজের অজান্তেই ও একটা হাত মাধবীলতার কাঁধে রাখল, 'কেঁদো না, তোমার চোখে জল একদম মানায় না। আমি সহ্য করতে পারব না।'

সামলাতে সময় লাগল ওর। আঁচলে চোখ চেপে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বলল, 'আচ্ছা বলো তো, বাবা-মা কেন নিজের মেয়েকে এত সন্দেহ করে? কেন নিজের জেদ মেয়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়? আমি কি ছেলেমানুষ? আমার কি বোঝার বয়স হয়নি? আমি কি

www.MurchOna.com

তোমাকে বিয়ে করার জন্যে এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ? এতদিন যেমন ছিলাম তেমনি কি ওদের কাছে আরও কিছুকাল থাকতে পারতাম না ? তবে কেন এত জোরজবরদস্তি!'

অনিমেষ জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ এখন পরিষ্কার। সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুদিন যেতে দাও দেখবে ওঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। নিশ্চয়ই জেদ করবেন না আর। তুমি যদি কোনও অন্যায় না করো তা হলে কেউ তোমার দোষ দেবে না।'

'না, কথাটা ঠিক নয়। আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি এই খবরটা আত্মীয়রা জানা মাত্রই দুর্নাম রটাতে শুরু করবে। কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না।' মাধবীলতা মুখ নামিয়ে কথা বলছিল। এইসময় পায়ের শব্দ হল। খেয়াল হতেই অনিমেষ হাত সরিয়ে নিল মাধবীলতার কাঁধ থেকে। দু'হাতে দু' প্লেট টোস্ট আর দুটো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে লোকটা আশ্চর্য কৌশলে চলে এল। টেবিলে ওগুলো রেখে অভ্যস্ত হাতে পরদা নামিয়ে দিয়ে লোকটা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার চেহারা পালটে গেল। পরদাটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের একবার মনে হল উঠে সরিয়ে দেয় ওটাকে। সেইসময় মাধবীলতা বলল, 'তুমি আমাকে কখনও কষ্ট দিয়ো না।'

'এ কথা বলছ কেন ?'

'আমার যেন মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার কোথাও অস্বস্তি আছে।'

'কী রকম ?'

'আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটায় যেন তোমার কোথাও অস্বস্তি আছে। সত্যি করে বলো তো আমি কি তোমার ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি ?'

'লতা!' অনিমেষ প্রতিবাদ করতে চাইল।

'না অনি, আমি যা করছি নিজের দায়িত্বেই করছি। তোমার যদি মনে হয় জড়িয়ে যাচ্ছ তা হলে স্বচ্ছন্দে সরে যেতে পারো। আমার খুব কষ্ট হবে সারা জীবন হয়তো কাঁদব কিন্তু আমি তোমার গলার কাঁটা হয়ে আছি এ আমার সহ্য হবে না।' মাধবীলতার গলা বুজে এল।

অনিমেষ আর পারল না। চকিতে দুই হাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরল সে। বোধহয় একটা সুতোর আড়ালে নিজেকে ধরে রাখছিল মাধবীলতা, আর পারল না। অনিমেষের বুকে মুখ রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। তার দু'হাত এখন অনিমেষের পিঠ আঁকড়ে ধরেছে। থর থর করে কাঁপছে শরীর। অনিমেষের সমস্ত শরীর এখন অচৈতন্য, মনের কোনও বাঁধ নেই, দু'হাতে মাধবীলতার মুখ তুলে স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

মাধবীলতার দুই চোখে জলের ধারা গড়াল, ঠোঁট কাঁপল, 'আমিও না।' এই প্রথম কোনও যুবতী শরীরকে বুকের ওপর অনুভব করল অনিমেষ। চোখের সামনে মাধবীলতার ভেজা স্ফীত ঠোঁট চুম্বকের মতো তাকে টানছিল। ধীরে ধীরে মুখ নামাল অনিমেষ। তারপর সেই উষ্ণ নরম সিক্ত ঠোঁটে আকণ্ঠ চুম্বন করল। দু'জনের চোখ এখন বন্ধ, সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন এই পরদা ঘেরা ছোট্ট কেবিন হয়ে গেছে। ঠোঁটের স্পর্শের মধ্যে দিয়ে অনিমেষ মাধবীলতার সব অন্ধকার মুছিয়ে দিল, মাধবীলতার সব না-বলা কথা জেনে নিল।

চেতনা ফিরতেই মুখ সরিয়ে নিল মাধবীলতা। আস্তে আস্তে তার হাত শিথিল হল। যেন একটু লজ্জা পেয়েই সে সরে বসতে চাইল। মুখে এখনও একটা মিষ্টি অথচ নোনতা সুখের স্বাদ, অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। আর তখনই সেই বন্ধ চোখের পাতায় আচমকা সেই দুপুরটা ছিটকে চলে এল। জলপাইগুড়ি শহরের বিরাম করের বাড়িতে সদ্য কিশোর অনিমেষ রম্ভার সামনে দাঁড়িয়ে। সামনের বিছানায় রম্ভা শুয়ে রয়েছে জ্বরতপ্ত শরীরে। মুখচোখ লাল, চুল উশকোখুশকো। অনিমেষ যখন তার অনুরোধে জ্বর দেখতে নিচু হয়েছিল তখনই সাপের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেছিল রম্ভা। সেই সদ্য কিশোরীর সতেজ আক্রমণ প্রতিহত করার আগেই দুটো জ্বরো ঠোঁট তাকে চুম্বন করেছিল। বিশ্রী, পোড়া বিড়ির স্বাদ পেয়েছিল যেন অনিমেষ। দাঁড়িয়ে উঠে নিজের ঠোঁটে ঘিনঘিনে ভাব অনুভব করেছিল। জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে সেই তার প্রথম চুম্বন। কিন্তু তার স্মৃতি অনেকদিন একটা অস্বস্তির চেহারা নিয়ে মনের ভেতর ছিল। আজ অনিমেষের মনে হল এতদিনে সেই বিশ্রী স্মৃতিটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ সামনে রাখা প্লেট টেনে নিয়ে বলল, 'খাও।'

টোস্টে হাত না দিয়ে চায়ের কাপটা টেনে নিল মাধবীলতা। ধীরে ধীরে একবার চুমুক দিয়ে বলল, 'ভাল লাগছে না।'

www.MurchOna.com

'কেন, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' অনিমেষ হাত দিয়ে দেখল কাপটা আর গরম নেই।
মাধবীলতা তাই দেখে বলল, 'না, খাওয়া যাবে। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না।'
বুঝল না অনিমেষ, ' কেন?'
'সে তুমি বুঝবে না।'
'বাঃ, তুমিই তো চা খেতে চাইলে।'
'চেয়েছিলাম।'
অনিমেষ ওর চোখে চোখ রাখতে চাইল কিন্তু মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে নিল। অনিমেষ ধমকের সুরে বলল, 'খেয়ে নাও তো, সকাল থেকে কিছু খাওনি আর আজেবাজে বকা হচ্ছে। খাও বলছি।' টোস্টের প্লেটটা মাধবীলতার সামনে এগিয়ে দিল সে।
খাওয়া হয়ে গেলে মাধবীলতা বলল, 'আমি কিন্তু তোমার ভরসায় পরীক্ষা দেব!'
'আমার ভরসায়! আমি তো পড়াশুনা শুরুই করিনি।'
'এবার করো।'
'তুমি স্কুলে পড়ানো আর পরীক্ষার জন্যে তৈরি—দুটো পারবে?'
'পারতে হবেই।'
'আচ্ছা লতা, আমি ভবিষ্যতে কী করব বলে তুমি ভাবছ?'
'মানে?'
'আমি কী রকম চাকরি-বাকরি করব বলে তুমি আশা করো?'
মাধবীলতা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'ও সব আমি কিছুই ভাবিনি। একটা কিছু নিশ্চয়ই তুমি করবে, আর যাই করো আমি সমর্থন করব।'
'এ কোনও কথা হল? বাংলায় এম. এ. পাশ করে চাকরি পাওয়া যাবে না। অধ্যাপনা বা মাস্টারি করার মতো ব্রাইট রেজাল্ট আমার হবে বলে মনে হচ্ছে না। তখন কী হবে তাই ভাবছি।'
'আমার চাকরি তো রয়েছে।'
'আশ্চর্য মেয়ে!'
'কেন, আমার তো দুটো হাত-পাই আছে।'
'ইয়ার্কি কোরো না। আমার ব্যাপারে তুমি একটুও সিরিয়াস নও।'
'খুব বেশি সিরিয়াস বলেই কিছু ভাবি না।'
'তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। আমার বাড়ির লোক তোমাকে কী ভাবে নেবে তা জানি না। যদি—।'
'ও সব কথা থাক। তোমার দাদু পিসিমার কথা যা শুনেছি তাতে আমার বিশ্বাস ওঁরা আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসবেন।'
হঠাৎ অনিমেষের হাসি পেল। ওর মনে হল মেয়েদের মন সত্যিই বিচিত্র। এতদিনের রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে তারা যাকে বুঝতে পারল না, সে বিশ্বাস করছে দুজন অপরিচিত লোক তাকে গ্রহণ করবে। যুক্তি নয়, হৃদয়াবেগই মেয়েদের সাহসী করে তোলে।
কথা ঘোরাল অনিমেষ, 'আমার ভয় হচ্ছে হয়তো তোমাকে আমি সুখী করতে পারব না। সেদিন সুবাসদার সঙ্গে কথা হবার পর থেকে আমার চিন্তাভাবনা সব পালটে যাচ্ছে। যদি এমন সময় আসে যখন আমি বাঁধা-ধরা জীবনে না থাকি তা হলে তুমি কী করবে?'
'কিচ্ছু না। এখন যা করছি তাই করব।' মাধবীলতা অনিমেষের হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিনই মনে হয়েছিল তুমি সাধারণ নও। ঘরসংসারের বাঁধা জীবনে তোমাকে মানায় না। সেটা করতে গেলে তোমার ওপর অন্যায় করা হবে। তোমার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক তাই তুমি করবে। আমি কোনওদিন তোমার বাধা হয়ে দাঁড়াব না।'
'আচ্ছা, এত ছেলে থাকতে তুমি আমাকে ভালবাসলে কেন?'
'কী মনে হয় তোমার?'
'জানি না।'
'কেন, তুমি কেন ভালবাসলে?'
অনিমেষ মাধবীলতার চোখের দিকে তাকাল। সেই চোখ হাসছে। মনে মনে সে বলল, তোমায় না ভালবাসলে আমি মরে যেতাম। কিন্তু মুখে কিছু বলল না সে। কারণ মাধবীলতার চোখের হাসি এখন ঠোঁটে ছড়িয়েছে। অনিমেষ হেসে ফেলল শব্দ করে। ওদের দশটা আঙুল এখন পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে বিশ্বাসে।

www.MurchOna.com

তেত্রিশ

'প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার আমরা কী চাই। আমরা যারা এখানে রয়েছি তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করেছি। মার্কসবাদের রীতিনীতি পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে কয়েকটা রাজ্য সরকার গঠন করতে পারলেই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবেন। আমরা মনে করি এই পথে সাধারণ মানুষের মুক্তি কখনওই আসতে পারে না। এ দেশের মানুষের কাছে ভোটের যে প্রলোভন রাখা হয় তার ব্যবহার আমরা জানি। গরিব মানুষগুলো নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঁওতাবাজির কাছে বারংবার ঠকে, ভোলে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস করে না। কমিউনিস্ট পার্টির ঠিক এই পথে এদের ব্যবহার করতে চলেছে।' এই অবধি বলে বক্তা একটু থামলেন।

ঘরে এখন পিন-ফেলা নৈঃশব্দ্য। অনিমেষ দেখল সবসমেত সাতজন এখন শ্রোতার ভূমিকায়। প্রত্যেকেই খুব গম্ভীর মুখে কথা শুনছে। সিঁথির এই বাড়িটায় আসতে ওরা খুব সতর্ক হয়েছিল। সুবাসদার সঙ্গে হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে নেমে অনেকটা হেঁটে এই বাড়িতে আসা। যিনি কথা বলছেন তাঁর নাম মহাদেব সেন। কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বিতাড়িত যাঁরা হয়েছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। এই ঘরে আর যাঁরা উপস্থিত তাঁদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সরাসরি সম্পর্ক ছিল। সে অর্থে অনিমেষ একটু বাইরের লোক। বিশেষভাবে পছন্দ করা কিছু মানুষ এখানে সমবেত হয়েছেন। অনিমেষের উপস্থিতি সুবাসদার সুপারিশেই। এতক্ষণ বক্তা যে কথাগুলো বললেন সেগুলো প্রত্যেকেরই জানা। মহাদেববাবু বললেন, 'আমার মনে হয় এইসব তত্ত্বের কথা আমরা সবাই জানি। আমি সোজাসুজি কথাগুলো বলছি এবার। যেহেতু এই নির্বাচন ব্যবস্থা, সামাজিক অসাম্য এবং রাজনৈতিক দালালিতে আমরা আর আস্থাবান নই তাই আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু মানুষ নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। আমরা মনে করছি চিনের পথেই ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব। চেয়ারম্যান মাও-এর কথায় আস্থা রেখেই বলছি বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। বন্দুকের মাধ্যমেই বিপ্লব সাধিত হবে। আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে সশস্ত্র কৃষক গেরিলাদল সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলভিত্তিক ক্ষমতা দখল। একসঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষে বিপ্লব আনার মতো মানসিক এবং বাস্তব পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ক্ষমতা দখল এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলে তার অনুপ্রেরণা দাবানলের মতো আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। পরবর্তী পর্যায়ে এই কৃষক গেরিলাদল সশস্ত্র সংগ্রামের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলোকে বিস্তৃত করে সারা দেশে জনযুদ্ধের স্রোত বইয়ে দেবেন। গড়ে তুলতে হবে গণফৌজ, যে গণফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করে তাদের উচ্ছেদ করবে।

'আমরা জানি প্রতিরোধ আসবেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনও শ্রেণী বিনা আপত্তিতে কখনওই আসন ছাড়েনি। ইতিহাস এই কথাই বলে। এই আপত্তির চেহারা হল সশস্ত্র বলপ্রয়োগ। আগেকার সব আইন, সব গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে রেখে ওরা বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিপ্লবীদের ওপর। একটা কথা জেনে রাখুন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাঁচার এই লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে সামিল হবে আজকের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। কারণ ইতিহাস বলছে যখনই কোনও কঠিন সমস্যা এসেছে ভারতবর্ষের পার্টিগুলোর এমন সুবিধেজনক ভূমিকা নিয়েছে যেখানে তাদের অস্তিত্ব স্থির থাকে। আমাদের এই জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

'আমাদের মূল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। অথবা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় শ্রেণী ক্রমাগত সংখ্যায় কমে না, উলটে বলা যেতে পারে বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক শ্রেণী হল একমাত্র শ্রেণী যে অন্য শ্রেণীর মানুষকে গ্রহণ করতে পারে।

'তা হলে আমাদের প্রধান কর্তব্য হল গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে। আপাতত আমাদের এই সংগঠনকে 'অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ কম্যুনিস্ট রেভলিউশনরিজ' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোটামুটি এই ব্যানারে আমরা কাজ শুরু করব। আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি তাদের যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তা হলে খোলাখুলি করতে পারেন।'

সুবাসদা বলল, 'আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আমরা যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছি তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া কতটা পরিষ্কার তা জেনে নেওয়া দরকার। আমরা যা করতে চলেছি তা পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তো? আমি খারাপ দিকটার কথা বলছি।'

মহাদেববাবু বললেন, 'আমি তো তাই মনে করি।' তারপর নিজের মনেই হাসলেন, 'সুবাস, তোমার দোষ নেই, আমাদের চিন্তাভাবনা দীর্ঘকালের অভ্যেসে একই খাতে বয়ে চলেছে। কিন্তু এখন

www.MurchOna.com

বোধ হয় সেটাকে পালটাবার সময় এসেছে। যারা জলে ঝাঁপ দেবে তারা তো জানেই জলে ডুবে যাওয়াই সম্ভব। এ নিয়ে তর্কের কী প্রয়োজন ? তুমি সতর্ক করছ যদি সে ভয় পায় তা হলে ঝাঁপ দেবে না, এই জন্যে ? সে ক্ষেত্রে সারাদেশের মানুষ যদি ভয় পায় তা হলে কোনওদিন কোনও কাজ হবে না। সাঁতার শিখতে হলে তো জলে নামতেই হবে। তা হলে এই সতর্কীকরণ কেন ? আর পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপারটা মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকেই বললে। ও ভাবে কোনও কাজ হবে না তা আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। কাজে নেমে লক্ষ্য এক হলে মানুষের প্রয়োজন তাদের একটা বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করে এবং সেটাই কাম্য।'

সুবাসদা এরকম কড়া অথচ পরিষ্কার জবাব পেয়ে আর কোনও কথা বললেন না। অনিমেষের একটা চিন্তা অনেকক্ষণ থেকে মাথায় পাক খাচ্ছিল। মহাদেববাবুর কথা শেষ হতেই সে জিজ্ঞাসা করল, ' কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কার হাতে ?'

'কোনও ব্যক্তি বিশেষের হাতে নয়। তুমি কি লেটেস্ট ইস্তাহার পাওনি ?' মহাদেববাবু তাঁর ঝোলা থেকে হাতড়ে একটা কাগজ বের করে অনিমেষের দিকে এগিয়ে ধরলেন। অনিমেষ সেটাতে চোখ রাখল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিটি অফ কম্যুনিস্ট রেভলিউশনরিজ কী করতে চায় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। ইস্তাহারের বিষয়বস্তু নিয়ে গত দুদিন তার সঙ্গে সুবাসদার যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এমনকী গত রাতে কলেজ স্ট্রিটে মহাদেববাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর এ নিয়ে কথা বলেছে সে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়িত কিংবা বেরিয়ে আসা নেতারাই চিনের অনুসরণে সারা ভারতবর্ষে একটি অগ্নিবিপ্লবের সূচনা করতে চান। এখন তা ছড়িয়ে থাকা কিছু সতেজ মানুষের চিন্তায় আছে মাত্র। মহাদেববাবু এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে।'

'এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই ?'

'না।'

'আচ্ছা, এবার একটা খবর দিই। ঠিক এই মুহূর্তে কলকাতা শহর এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মতো ছোট ছোট দলে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা একা নই। প্রদীপ জ্বালার আগে যেমন সলতে পাকানোর প্রয়োজন হয় তেমনি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে বিপ্লবের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করা।

আমাদের কয়েকটা বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমত, সরকার আমাদের পছন্দ করবে না তা বলাই বাহুল্য। তারা একে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ বলে চিহ্নিত করবেই এবং বিনা বিচারে জেলে পুরবে আমাদের। এই জিনিসটি আমাদের এড়াতে হবে। আমরা চেষ্টা করব কোনও অবস্থাতেই যেন পুলিশের হাতে না ধরা পড়ি। যতটা সম্ভব গোপন কাগজপত্র যা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছে তা নিজের কাছে না রাখাই ভাল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ওদের ছলনার অভাব হবে না। চেয়ারম্যানের যে কোনও রচনা কিংবা রেডবুক কাছে থাকলেই ওরা সুযোগ পেয়ে যাবে। কোনওভাবে যদি ধরা পড়তেই হয় তা হলে মনে রাখতে হবে যে কোনও অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও ঠোঁট খোলা চলবে না। পুলিশ প্রলোভন দেখাবেই এবং সেই ফাঁদে পড়ে সতীর্থদের নাম যে বিপ্লবী ফাঁস করে দেয় তার শাস্তি মৃত্যু। প্রত্যেক কমরেড যেন এই কথাটা মনে রাখেন।

'দ্বিতীয়ত, আমাদের আশেপাশের রাজনীতি-অসচেতন মানুষকে চট করে এইসব কথা না বলাই ভাল। তারা উত্তেজিত হবে, গ্রহণ করতে না পারলে গুজব ছড়াবে এবং শেষে তাই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

অনিমেষ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু জনসাধারণকে সঙ্গে না পেলে কী করে বিপ্লব সম্ভব ?'

'অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন। চেয়ারম্যান যখন পদযাত্রা শুরু করেছিলেন তখন সাধারণ মানুষকে ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝাতে হয়নি। তারা বুঝেছিল এটা তাদের প্রয়োজন এবং তা বুঝেছিল বলেই তারা নিজেরাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল।' মহাদেববাবু উত্তর দিলেন।

'ঠিক কথা। কিন্তু এ দেশে তো কোনও বিদেশি শত্রু রাজত্ব করছে না কিংবা দেশি একনায়ক নেই। যারা সরকারে আছে তাদের নির্বাচন করেছে জনসাধারণই। এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো মিটিং ডাকলে এখনও হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। এই মানুষগুলোকে সঙ্গে পেতে হলে কি তাদের বোঝাতে হবে না ?' অনিমেষের প্রশ্নটা সরাসরি।

'তুমি রেডবুক পড়েছ ?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ।'

'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করতে হয় তার একটা ধারণা নিশ্চয়ই হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় সব থিয়োরি সর্বত্র খাটে না। এ দেশের মানুষ অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী, ব্যক্তিপূজারি, এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পাইয়ে দেবার টোপ খেতে অভ্যস্ত। এই খোলস ছেড়ে আচমকা এরা বেরিয়ে আসবে এমনটা ভাবা যেন আকাশকুসুম চিন্তা। তাই আমরা যা চাইছি তা কি এদের বোঝানো প্রথম কর্তব্য নয়? বিপ্লব তো জনসাধারণকে নিয়েই।' অনিমেষ খুব ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

'যুক্তিপূর্ণ কথা এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কীভাবে জনসাধারণকে বিপ্লব-সচেতন করা যায় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চিন্তা করছেন। আমরা নিশ্চয়ই জনসভা করে তাদের বোঝাতে পারি না কারণ সরকার তা হতে দেবেন না। তা ছাড়া জনসভার বক্তৃতা মানুষের বুকের ভেতর কতটা পৌঁছায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।' মহাদেববাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

অনিমেষের বাঁ পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'আমার মনে হয় এখানে আমরা একটা বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছি। এই শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার জন্যে আমরা যে চেষ্টা করব তা তো কোনও ব্যক্তিবিশেষের জন্যে নয়। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ দেখে যদি জনসাধারণ সেটা বুঝতে পারে তা হলে মিটিং করে তাদের বোঝাতে যেতে হবে না। একটা সময় আসবে যখন তারা নিজেরাই সব মুখোশ খুলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'খুবই সহজ। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত, নিঃস্ব। পৃথিবীতে এখন দুটো জাত আছে। একদল ধনহীন অন্যদল ধনবান। এই দুই দিলই কে তাদের বন্ধু এবং কে শত্রু তা চিনতে ভুল করে না। আজকের কৃষক শ্রমিক খুব সহজেই আমাদের বুঝতে পারবে। সমস্যা হবে মধ্যবিত্তদের নিয়ে। তারাই ঘোঁট পাকাবে। তবে ঝড় যখন সত্যিই উত্তাল হয় তখন একটা কলাগাছ কতক্ষণ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে!'

অনিমেষ কিন্তু এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই এদিকটা চিন্তা করবেন এবং জনসাধারণকে সচেতন করার দায়িত্ব নেবেন। ট্রামে বাসে রাস্তায় মানুষকে দেখেও মনে হয় না তারা বিপ্লব এলে যোগ দেবে। কেউ যখন ঝামেলায় জড়াতে চায় না তখন কী করে এত নিশ্চিত হওয়া যায়!

এইসময় মহাদেববাবু প্রস্তাব রাখলেন, 'অনিমেষ, জানি না তুমি এতে সন্তুষ্ট হবে কিনা তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একটা প্রস্তাব নিয়েছেন। তাঁরা প্রতিটি এলাকায় জনসাধারণকে জানাবার জন্যে দেওয়াল পোস্টার লেখার কথা বলেছেন। যে সমস্ত মানুষ এখনও মনস্থির করতে পারছেন না এইসব পোস্টার দেখে তারা নিশ্চয়ই সক্রিয় হবেন। এটাকে পরোক্ষভাবে জনসচেতন করার চেষ্টা বলতে পারো।'

কথাটা এমনভাবে বলা যে অনিমেষ চমকে মুখ তুলছিল। কিন্তু মহাদেববাবুর গলায় কোনও জ্বালা ছিল না। কথা শেষ করে তিনি হাসছিলেন।

অনিমেষ বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না —।'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন মহাদেববাবু, 'না না, না, তোমাকে এ জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে না। যৌবনের ধর্মই হল যাচিয়ে নেওয়া। তুমি ঠিক কাজই করেছ। তবে একজন গেরিলা সৈনিক হিসেবে কতগুলো নিয়ম পালন করতে হয়। অনেক কিছু চট করে মনের সঙ্গে না মিললেও মনে রাখতে হবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে তাই মান্য করা উচিত। নেতৃত্বকে প্রতি পায়ে অস্বীকার করা মানে বিপ্লবকে হত্যা করা। তুমি নিজেও একদিন এই সমস্যায় পড়বে। হয়তো তখন তোমাকেই খুব কঠোর ব্যবস্থা এ কারণে নিতে হতে পারে।

সুবাসদা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু বিপ্লবের নেতৃত্ব কার হাতে থাকছে?'

'জল যখন পাহাড় থেকে একবার নেমে পড়ে তখন সে কোনদিকে যাবে তা কি আগে থেকে অঙ্ক কষে বলা যায়?' মহাদেবদা বললেন।

'কিন্তু গরিব ভূমিহীন কৃষকেরা যদি নেতৃত্বে না আসে তা হলে তো বিপ্লব মধ্যবিত্ত-ভিত্তিক হয়ে যাবে, তাই না?'

'অবশ্যই। এবং তারা যে আসবে না তা আমরা জানছি কী করে?' অনিমেষের পাশের

www.MurchOna.com

ভদ্রলোক বললেন, 'এটা তো তত্ত্বের কথা হল। যতদিন গরিব শ্রমিক কৃষক নেতৃত্বে না আসছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী যোদ্ধারা উপযুক্ত এবং আদর্শ সময় পেয়েও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে?'

অনিমেষের এ-সময়ে লেনিনের কথা মনে পড়ে গেল। লেনিন তো শ্রমিক কিংবা ভূমিহীন কৃষকের পরিবারের সন্তান ছিলেন না। অনিমেষ হেসে বলল, 'এই দেখুন, এখানে থিয়োরি আর জীবনের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই তত্ত্ব মানলে লেনিনের উচিত ছিল না রাশিয়ার বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া।'

পাশের ভদ্রলোক খুশি হলেন। অনিমেষকে বললেন, 'ঠিক কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে আপনার একটু আগের কথা যাতে আপনি ভারতবর্ষের মানুষের অন্ধতা এবং নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ব্যাপারটায় সন্দেহ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে একটা যুক্তি রাখছি। মার্কস বলেছেন, একমাত্র প্রচণ্ড ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব। এই ছবিটা কি বিপ্লবের আগের রাশিয়ার সঙ্গে মেলে?'

কথাবার্তা খুব জমে উঠলেও মহাদেববাবু বোধহয় আর বাড়াতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় কিছু থিয়োরি সামনে রেখে কাজ শুরু না করলে আমাদের এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু সবসময় যে থিয়োরি আঁকড়ে থাকতে হবেই তারও কোনও মানে নেই। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের চলতে হবে। এ-ব্যাপারে কারও ভিন্নমত পোষণ করা নিশ্চয়ই উচিত নয়। আচ্ছা, এবারে কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের মধ্যে ওয়াল-পোস্টার লেখার অভিজ্ঞতা কারও আছে?'

দু'জন ছেলে হাত তুলল।

মহাদেববাবু বললেন, 'খুব ভাল হল। বাইরের কাউকে দিয়ে এখনই পোস্টার লেখানো উচিত হত না। তোমরা রং নিয়ে আজ রাত থেকেই লেগে পড়ো। দমদম স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড় আর ওদিকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত দিন সাতেকের মধ্যে যতটা সম্ভব কভার করবে। মনে রাখতে হবে এমন সব দেওয়াল বেছে নেওয়া হবে যা সহজেই মানুষের চোখে পড়ে। ঘন ঘন লেখার দরকার নেই, মোটামুটি জায়গাটা কভার করলেই চলবে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

ছেলে দুটির একজন বলল, 'সাতদিনে এতটা জায়গা, খুব বেশি মনে হচ্ছে না? দু'জনের পক্ষে কি সম্ভব?'

মহাদেববাবু বললেন, 'আমরা চেষ্টা করব। তোমাদের সঙ্গে আমরাও থাকব।'

সুবাসদা বলল, 'কী শ্লোগান লেখা হবে বলে দিন মহাদেবদা।'

মহাদেববাবু ঝোলা থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন এই শ্লোগানগুলো লেখা হবে। বুর্জোয়া সংবিধান নিপাত যাক, পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়, রেডবুক—মার্কসবাদ লেনিনবাদের সংকলন, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, বন্দুকের নল শক্তির উৎস, মাও সে তুং সূর্যের চেয়ে বড় কারণ তাঁর চিন্তাধারা পৃথিবীর সর্বত্র আলো দেয়, সংশোধনবাদ নিপাত যাক, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। তোমরা এই গুলো কপি করে নাও।' মহাদেববাবুর কাগজটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ওঁর পড়ার গুণে ঘরে একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল।

সুবাসদা বলল, 'মহাদেবদা, বর্তমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সরাসরি কিছু কথা থাকলে ভাল হত না?'

মহাদেববাবু বললেন, 'এখন সাধারণ মানুষের মনে এই ব্যাপারটা একটু আলোড়ন তুলুক তাই কেন্দ্রীয় কমিটি চান। পরের স্টেজে ওগুলো আসবে।'

অনিমেষের পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'পুলিশ আমাদের লিখতে দেবে?'

মহাদেবদা বললেন, 'না দেওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের তৈরি হয়ে যেতে হবে। দুজন লিখবে দুজন পাহারা দেবে। প্রথম দিকে শুধু পুলিশের কাছেই বাধা পাব কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস এবং সি পি এম প্রতিরোধ করবেই। সেজন্য সংগঠন শক্তি আরও জোরদার করতে হবে।'

আলোচনাসভা ভাঙলে সবাই এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আজ রাত বারোটার সময় দমদম স্টেশনের সামনে একটি ছেলে আসবে সরঞ্জাম নিয়ে। অনিমেষ আর সুবাসদা ওর সঙ্গী হবে। অন্য জন কাজ শুরু করবে সিঁথির মোড়ে। যে দুজন তার সঙ্গে থাকবে তারা সময় জেনে চলে গেল। অনিমেষ বেরিয়ে আসছিল কিন্তু মহাদেববাবু তাকে আর একটু বসে যেতে বললেন। সুবাসদাকে বললেন, 'তুমিও থাকো সুবাস।' তারপর ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে বললেন, 'সুবাস, আজকের সভা সম্পর্কে তোমার মতামত কী?'

www.MurchOna.com

সুবাস বলল, 'ভাল কাজ হয়েছে।'

'কিন্তু অনিমেষ, তোমার কি দ্বিধা আছে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না। আমি এখন বিশ্বাস করি এই পথেই দেশের মুক্তি সম্ভব। এ দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিপ্লব অবশ্যই প্রয়োজন। এ কথা ঠিক, বিদেশি শক্তি, কিংবা প্রচন্ড ডিকটেটরশিপ থাকলে কাজটা সহজ হত, আমরা সহজেই জনসাধারণকে সঙ্গে পেতাম কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

মহাদেববাবু বললেন, 'তোমায় একটা উলটো প্রশ্ন করি। কেন নেই?'

অনিমেষ বলল, 'দেখুন, স্কুলে পড়ার সময় আমি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। দেশপ্রেমের ব্যাপারটা আমাকেও স্পর্শ করেছিল। কিন্তু খুব অল্প দিনেই আমার মোহভঙ্গ হয়। কংগ্রেস একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এটা জানতে দেরি হয়নি। তারপরেই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আমি আকৃষ্ট হলাম। লেনিন, মার্কসের কথা এবং লেখা পড়ে বিশ্বাস করলাম এই হল একমাত্র পথ। কিন্তু এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা যখন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম তখন অদ্ভুত বিষাদ এল। এদের কাজকর্মের সঙ্গে মার্কস কিংবা লেনিনের কোনও সম্পর্কই নেই। বুঝলাম সংসদীয় গণতন্ত্রের এই কাঠামোয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্যটা বেশি হতে পারে না। তখন মনে হত যদি একটা বিদেশি শক্তি আমাদের আক্রমণ করত, সব ভেঙে চুরমার করে দিত তা হলে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা যে শক্তি পেতাম তা থেকে নতুন ভারতবর্ষ গড়া যেত। বলতে গেলে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় সুবাসদার মাধ্যমে এই কর্মসূচি জানতে পারলাম। ঠিক এইরকম রাস্তাই তো আমি খুঁজছিলাম। তাই দ্বিধা থাকবে কেন?'

মহাদেববাবু বললেন, 'তুমি যে কোনও মুহূর্তে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত?'

'অবশ্যই।'

'তোমার বাড়িতে কে আছেন?'

প্রশ্নটা শুনে অনিমেষ মহাদেববাবুকে দেখল। বাড়ির কথা এখানে কেন? বোধহয় ওর চাহনি দেখেই মহাদেববাবু বিশদ হলেন, 'আমি তোমার অ্যাটাচমেন্টের কথা জানতে চাইছি।'

'আমার ঠাকুরদা, বাবা, মা এবং পিসিমা।'

'ভাইবোন নেই?'

'না।'

'তুমি পরিবারের একমাত্র সন্তান, ওঁরা তো তোমার ওপর নির্ভর করবেন!'

'আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি দাদু পিসিমা এবং বাবা মা পরস্পরের ওপর নির্ভর করতেই অভ্যস্ত। আর আমার দাদুর কথা বলছি, এ দেশের বর্তমান কাঠামো ভেঙে ফেলতে যদি বিপ্লবের ঢেউ আসে এবং আমি যদি সেই আয়োজনে থাকি তা হলে তিনি অখুশি হবেন না।' অনিমেষ বলল।

'বেশ। সমস্যা তা হলে আর কিছু রইল না।' অনিমেষের হাত ধরলেন মহাদেববাবু, 'তোমাকে যদি এই মুহূর্তে খুব বড় দায়িত্ব দেওয়া হয় তুমি নেবে?'

'বলুন।'

'গতকাল তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর কথাটা আমার মনে হয়েছে। আজ খোঁজখবর নিয়েছি, অবশ্য সুবাসও তোমার হয়ে বলেছে আমাকে। তোমার বাড়ি উত্তরবাংলায়। চা বাগানের মানুষদের তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা চেনো। আমাদের কর্মসূচির প্রথম পদক্ষেপ শহরের মানুষকে পরিস্থিতি-সচেতন করা এবং গ্রামে বা মফস্বলে শ্রমিক-কৃষক সংগঠিত করে এগিয়ে যাওয়া। আমি আজই এ নিয়ে কথা বলব, তুমি যদি রাজি থাকো তা হলে যে কোনও মুহূর্তে তোমাকে ওখানে যেতে হতে পারে।'

'আমি রাজি।'

'খুশি হলাম।'

'আজ রাত্রে দেখা হবে তা হলে।'

পৃথকভাবে ওরা বেরিয়ে এসে চিড়িয়ামোড়ে দেখা করতেই সুবাসদা বলল, 'অনিমেষ, তুমি কি ভেবেচিন্তে সব কাজ করছ?'

প্রশ্নটায় একটু বিরক্ত হল অনিমেষ। প্রশ্নকর্তা যেহেতু সুবাসদা তাই সেটা প্রকাশ না করে বলল, 'এ কথা কেন বলছেন?'

www.MurchOna.com

'তোমার এম. এ. পরীক্ষা সামনেই।'

'তাতে কী হয়েছে।'

'এখনই কলকাতা ছাড়লে পরীক্ষা দিতে পারবে?'

অনিমেষ হাসল, 'সুবাসদা, আমি যে বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ছি তার ডিগ্রি পাওয়া কিংবা না পাওয়ার কোনও পার্থক্য নেই। তা ছাড়া আমরা যা করতে চলেছি তা সম্ভব হলে এ ধরনের ডিগ্রির কোনও প্রয়োজন হবে না। আর শুধু পরীক্ষা দেওয়ার কথা যদি বলেন তা হলে তো তা যে কোনও মুহূর্তেই এসে দিয়ে যাওয়া যায়।'

'তা হলে এতদিন এম. এ. পড়ছিলে কেন?'

'কিছু করতে হয় তাই। তা ছাড়া আমি এম.এ. পড়ছি এই ভাবনাটা অনেককেই নিশ্চিন্ত রাখত।'

'তোমার আর কারও কাছে জবাবদিহি দেওয়ার নেই?'

প্রশ্নটা শুনেই অনিমেষের চোখের সামনে মাধবীলতার মুখ ভেসে উঠল। যে মেয়ে তার জন্যে এক কথায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আজ যদি সে পিছিয়ে আসত তা হলে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকার কোনও কারণ থাকত না। সে যাই করুক নিশ্চয় মাধবীলতা তাকে সমর্থন করবে। মাধবীলতা তার থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। অনিমেষ উত্তর দিল, 'সুবাসদা, সেটা দেওয়া হয়ে গেছে।'

সুবাসদা অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কার কাছে?'

'আমার নিজের কাছেই।' অনিমেষ হাসছিল।

সুবাসদা জিজ্ঞাসা করল, 'সিগারেট আছে অনিমেষ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, না। তারপর চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে সিগারেটের দোকান খুঁজতে লাগল। এখন নিশুতি রাত। স্টেশনের দিকে গেলে অবশ্যই দু একটা দোকান খোলা পাওয়া যাবে কিন্তু এ তল্লাটে কোথাও আলো জ্বলছে না। কাশীপুর ক্লাবের পাঁচিলের ওপর ছেলেদুটো কাজ করছে। এ দিকটায় লোকজনের ঘন বসতি নেই বলে কাজেরও সুবিধে। অনেকটা জায়গা নিয়ে লেখা হচ্ছে— "বন্দুকের নলই শক্তির উৎস"। লক্ষ করেছিল অনিমেষ, ছেলেটার হাতের এক একটা টানে কী সহজে রেখাগুলো জান্ত অক্ষর হয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক বারোটার সময় ওরা মিলিত হয়েছিল। দমদম স্টেশনের চত্বরটা তখন বাজারের মতো সরগরম। সুবাসদা একটু ইতস্তত করছিল ওখানে কাজ শুরু করতে। প্রথমেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না। ওরা তাই একটু সরে এসে লেখা শুরু করেছে। ছেলেদুটোর হাত খুব ভাল, এরই মধ্যে দুটো লেখা হয়ে গেছে।

রঙের কৌটো মাটিতে রেখে ছেলেদুটোর একজন বলল, 'বিড়ি খাবেন?'

সুবাসদা হাত বাড়াল, 'বেশি থাকলে দাও।'

পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে ওদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটি কাজে ফিরে গেল। সুবাসদা নিজেরটা ধরিয়ে অনিমেষের মুখের সামনে হাতের আড়ালে বাঁচানো আগুন এগিয়ে ধরল। অনিমেষ বিড়িতে টান দিতেই একটা কটু গন্ধ জিভে গলায় ছড়িয়ে পড়ল। শরীর গুলোচ্ছিল প্রথমে কিন্তু ক্রমশ ঠিক হয়ে এল। সুবাসদা বলেছিল, 'বিড়িটা অভ্যেস করাই ভাল। প্রথম কথা পয়সা খরচ কম, আর সবচেয়ে উপকারী যেটা সেটা হল, ক্যানসার হয় না।'

'বিড়ি খেলে ক্যানসার হয় না?'

'শুনেছি সিগারেটের কাগজটার ধোঁয়াই সবচেয়ে ক্ষতিকর। বিড়িতে সেই ধোঁয়াটা নেই। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের ক'জনার ক্যানসার হয়?'

বিড়ির টান এখন ভাল লাগছে। অনিমেষ ভাবছিল এবার থেকে বিড়িই খাবে। পয়সা সাশ্রয়ের চিন্তাটাই মাথায় ছিল। হঠাৎ মনে হল মাধবীলতার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যদি সে বিড়ি খায় তা হলে কী প্রতিক্রিয়া হবে! সত্যি, আমরা কতগুলো ব্যাপার নিজেদের ইচ্ছেমতন সাজিয়ে নিই এবং তার ব্যতিক্রম হলেই আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। যেমন সিগারেট খাওয়ার বদলে বিড়িটার চল যদি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিক হত তা হলে সে প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবত না।

সামনের রাস্তা দিয়ে এখন কদাচিৎই গাড়ি যাচ্ছে। নিস্তব্ধ এই রাত্তিরে দেওয়ালের গায়ে অক্ষরগুলো জন্ম নিচ্ছিল। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। লেখার ভঙ্গিতে একটা উদ্দাম বিদ্রোহের চেহারা আছে। বন্দুক শব্দটা দেখতে দেখতে অনিমেষের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠল। কিউবার

www.MurchOna.com

জঙ্গলে এগিয়ে যাওয়া বিপ্লবীসেনার হাতের বন্দুকের শেষ টোটা ফুরিয়ে যাওয়ার পরে মরিয়া হয়ে সে শত্রুকে আঘাত করছে লাঠির মতো ব্যবহার করে। বন্দুকের বারুদের অভাব বুকের বারুদ পূর্ণ করেছে। সেই দেখা ছবিটাই এখন চোখের সামনে ভাসল। বিপ্লবে বন্দুক অনিবার্য। অথচ সে কখনও বন্দুক স্পর্শ করেনি। অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা না থাকলে শিক্ষিত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে চাওয়া বোকামি ছাড়া কিছু নয়। দেশের সৈন্যবিভাগ শুধু এই ব্যাপারেই দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে একদম আনাড়ি হাতে বন্দুক ধরলে কয়েক মুহূর্তেই বিপ্লবের স্বপ্ন আকাশকুসুম হয়ে যাবে? তা হলে ?

প্রদীপ জ্বালার আগে তাই সলতে পাকানোটা শেখা দরকার। এই প্রস্তুতিটা কী ভাবে হবে ? নেতারা ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চয় চিন্তা করছেন। অস্ত্রশিক্ষা যখন একান্ত প্রয়োজন তখন তার শিক্ষকও দরকার। এ দেশে যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। আর যাই হোক ধুতি সামলে রাইফেল ছোঁড়া যায় না। সে ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সাহায্য দরকার হবে। সেটা কী করে সম্ভব! ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ দূর থেকে গাদাবন্দুক দেখার অভিজ্ঞতা নিয়েই বেঁচে আছে।

পরের সমস্যা হল, শক্তির উৎস বন্দুক যদি হয় তা হলে সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত বাহিনীর সঙ্গে লড়তে গেলে আধুনিক অস্ত্রের প্রয়োজন। সেটা এ দেশে সংগ্রহ করা অসম্ভব। তা হলে ? বিপ্লবের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো যদি না মেটানো যায়—। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ল অনিমেষ। টান না দেওয়ায় বিড়ি নিভে এসেছিল, বিরক্তিতে সেটাকে ছুড়ে ফেলল সে। সুবাসদা বোধহয় লক্ষ করেছিল ওর অন্যমনস্কতা, জিজ্ঞাসা করল,'কী হয়েছে ?'

অনিমেষ সুবাসদার মুখের দিকে তাকাল। অনিয়মে মুখটা কালো হয়ে আছে। ঠোঁটে বিড়ির লাল আগুন জোনাকির মতো জ্বলছে। ওই আগুনটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল সে নিশ্চয়ই খুব ভাবপ্রবণ। তা না হলে একসঙ্গে কাজে নেমে সুবাসদা যা চিন্তা করে না তাই সে করছে কেন ? কোনও কাজ করতে গেলে তার মাথায় হাজারটা সম্ভাব্য ভাবনা চলে আসে।

সুবাসদা তাকিয়ে আছে দেখে অনিমেষ বলল, 'ভাবছিলাম এত বন্দুক পাওয়া যাবে ?' কথাটা সহজ করার জন্যে বলে ফেলে হাসল সে। সুবাসদা বুঝতে পারল না অর্থ, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে ?'

'বিপ্লবের জন্যে কত বন্দুক দরকার হিসেব করেছেন ?' এবার শব্দ করে হাসল অনিমেষ। মনের ভেতর যে প্রশ্নটা এতক্ষণ পাক খাচ্ছিল সেটাকে এত সহজ ভঙ্গিতে বের করে দিতে পেরে স্বস্তি পেল সে। সুবাসদার মুখের রেখাগুলো সহজ হয়ে এল, 'যদি প্রয়োজন হয় তা হলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি বন্দুকে রূপান্তরিত হবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু সরকারের সঙ্গে লড়তে গেলে অস্ত্র দরকার।'

'ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। প্রয়োজন তীব্র হলে কোনও কিছুই বাধা হয় না।'

ওদিকে ততক্ষণে লেখাটা শেষ হয়ে গেছে। ছেলেদুটো জিনিসপত্র গুটিয়ে একটু সরে এসে নিজেদের শিল্পকর্ম দেখছিল। সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে লেখা। অনিমেষ মনে মনে তারিফ করল। বেশ তেজ আছে অক্ষরগুলোর মধ্যে । ওরা পরবর্তী জায়গার জন্যে এগিয়ে গেল। শেঠ লেনের মুখে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে ওরা কাজে লেগে গেল। কোথাও সামান্য শব্দ নেই। 'পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়' লেখার আয়োজন চলল।

পাশের একটা রকে অনিমেষ বসেছিল। সুবাসদা রাস্তার উলটো দিকে জলবিয়োগ করে এসে দাঁড়াতেই গলি থেকে পাঁচ ছ'জন লোক দৌড়ে এসে ওদের সামনে থমকে দাঁড়াল। লোকগুলো অনিমেষদের বোধহয় এখানে আশা করেনি। একটু থতমত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা দু'তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটে গেল এ পাশ ও পাশ। ওরা চলে যাওয়া মাত্র দূরে কোথাও আওয়াজ উঠল। চিৎকার করছে কেউ এবং ক্রমশ শব্দটা বাড়তে লাগল। অনিমেষ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ' লোকগুলো কারা হতে পারে বলুন তো ?'

'বুঝতে পারছি না। ওয়াগন ব্রেকার কিংবা ডাকাত হতে পারে।'

'কী করবেন ?'

শব্দটা এগিয়ে আসছিল। যেন অনেক লোক কাউকে তাড়া করে আসছে। ছেলেদুটোর একজন বলল, 'আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হবে না।'

www.MurchOna.com

সুবাসদাও মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। জলদি পা চালাও।'

আঁকার জিনিসপত্র হাতে নিয়ে ওরা চিড়িয়ামোড়ের দিকে জোরে হাঁটতে লাগল। ওরা যখন রেডিয়ো গলির মুখে পৌঁছেছে ঠিক তখন সামনের রাস্তায় দুটো হেডলাইটকে ছুটে আসতে দেখল। অনিমেষ চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'লুকিয়ে পড়ো চটপট।'

সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিপটা পাশে এসে দাঁড়াল শব্দ করে। দু'তিনজন লোক লাফ দিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যান্ডস আপ!'

অনিমেষ সেই মুহূর্তেই আড়চোখে দেখতে পেল তার পাশে শুধু আঁকিয়ে ছেলে দুটোর একজন ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সুবাসদা কথাটা বলেই কী করে যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কে জানে। লোকগুলোর নির্দেশ মান্য করার সময় ওদের হাতে চকচকে অস্ত্র নজরে পড়েছিল। একজন মোটামতো লোক জিপে বসেই জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত্রে এখানে কী করছেন?'

দুটো হাত মাথার ওপরে, অনিমেষ বলল, 'প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হয়?'

লোকটা অত্যন্ত বিরক্ত হল, 'যা প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দিন।'

'কাজ ছিল।'

'কী কাজ?'

'লেখালেখি।'

'লেখালেখি? রাত্তিরবেলায় রাস্তায় ঘুরে আপনারা পদ্য লিখছেন?'

'পদ্যের আপনি কিছু বোঝেন?'

'শাট আপ! আমাকে পদ্য বোঝানো হচ্ছে? নাম কী!'

'অনিমেষ মিত্র।'

ততক্ষণে দু'জন পুলিশ ওকে সর্বাঙ্গে হাতিয়ে দেখেছে। ওর সঙ্গী ছেলেটিও বাদ পড়েনি কিন্তু তার হাত থেকে ওরা দুটো রং মাখা তুলি উদ্ধার করে বীরদর্পে অফিসারটির দিকে এগিয়ে গেল। নাম শুনে অফিসারটি ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের লোকটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করে মাথা নাড়ল, তারপর তুলি দুটো দেখতে পেয়ে বলল, 'কোন পার্টি?'

'পার্টি-ফার্টি নয়।'

'পার্টি নয় তা হলে তুলি দিয়ে কী লেখা হচ্ছিল?'

'লেখা হয়নি, লিখব বলে ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলেন? কী সেটা?'

'কলকাতাকে আরও সুন্দর করে তুলুন, কলকাতা তিলোত্তমা হবেই, কলকাতার অন্য নাম ভালবাসা, এইসব।'

কথাটা শেষ হওয়া মাত্র হো-হো করে হাসতে লাগল অফিসার। পুলিশগুলোও দাঁত বের করল দেখাদেখি। হাসি শেষ করে অফিসার বলল, 'হয় মাথা খারাপ নয় কবিটবি হবে। নামটাও যেন কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি হাত নামাতে পারি এবার?'

'নামান। থাকা হয় কোথায়?'

এতক্ষণ একটা জেদের ঘোরে কথা বলছিল অনিমেষ। অফিসার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতেই সে থিতিয়ে গেল। ঠিকানা জানার পর এরা যদি তাকে সেখানে নিয়ে যেতে চায় তা হলে — না ভুল ঠিকানা বলা চলবে না।

ঠিক সেই সময় শেঠ লেন থেকে তিন চারজন লোক খুব উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা দমদম রোড দিয়ে এদিকেই আসছিল। অফিসার সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা আবার কে?'

পুলিশের জিপ দেখে লোকগুলোর উৎসাহ যেন আরও বেড়ে গেল। পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার করে ওরা ছুটে আসতে কনস্টেবল তিনজন এগিয়ে গেল অনিমেষদের পাশ থেকে। লোকগুলো একই সঙ্গে হাউমাউ করে কথা বলছিল। অফিসারের ধমকে ওরা একটুও শান্ত হচ্ছিল না। অনিমেষ বুঝল একটু আগে মারাত্মক কিছু হয়ে গেছে শেঠ লেনের ভেতর। কয়েকটা লোক একটা বাড়ির দরজা ভেঙে ডাকাতি করেছে। বাধা দিতে গিয়ে বাড়ির একটি ছেলে খুন হয়েছে। ওরা যখন এইসব কথা পুলিশকে জানাচ্ছে তখন অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়ে আঁকিয়ে ছেলেটি ফিসফিস করে বলল, 'চলুন পালাই।'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে ওদের দিকে নজর বোলাল। অফিসারের সামনে নালিশ জানাতে আসা লোকগুলো দেওয়ালের মতো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কনস্টেবলগুলো অনেকটা

www.MurchOna.com

দূরত্বে মন দিয়ে কথা শুনছে। এখন যদি পালানো যায় তা হলে ধরা পড়ার সুযোগ কিছুটা কম। যদিও পালাবার রাস্তা একটাই, পেছনের রেডিয়ো গলি কিন্তু সেটা অনেকটা দূর অবধি সোজা দেখা যাচ্ছে এবং রাস্তার আলোগুলো খুব উজ্জ্বল। ওই গলি দিয়ে দৌড়ালে এরা অনেকক্ষণ দেখতে পাবে। ছোটার সময় যদি পা বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে হয়ে গেল। কিন্তু সুবাসদারা কোথায় গেল? অনিমেষ কাছেপিঠে লুকোবার জায়গা দেখতে পেল না। পাশের ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবেন?'

'পালানো যাবে না।'

'যাবে।'

চোখের ইঙ্গিত করে ছেলেটি আচম্বিতে দৌড় শুরু করল। অনিমেষ জায়গাটা লক্ষ করেনি। পেছনের নর্দমার পাশ দিয়ে সরু একটা পথ বাড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে গেছে। রেডিয়ো গলি নয়, ছেলেটি ওই সরু পথের মধ্যে ছুটে গেল। এক পলকও নয়, অনিমেষ বুঝে নিল আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ওর সঙ্গীর ছুটে যাওয়ার জবাবদিহি তাকেই করতে হবে। নিজের অজান্তেই পা চালাল অনিমেষ। সে যখন নর্দমা পেরিয়ে সরু পথটার মুখে, ঠিক তখনই পুলিশগুলোর নজর পড়ল এদিকে। সঙ্গে সঙ্গে হই হই আওয়াজ উঠল। একটা থান ইট অনিমেষের শরীর ঘেঁষে তীব্র বেগে ছুটে দেওয়ালে লেগে টুকরো হল। চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিমেষ দেখল কতগুলো শরীর তার দিকে ছুটে আসছে।

অন্ধকার গলির ভেতরে অনিমেষ ঢুকে পড়ল। একপাশে সরু নর্দমা অন্যদিকে সাঁচির বেড়ার ঘর। এদিকটা যাতায়াতের পথ নয়। অনিমেষ প্রাণপণে ছুটছিল। পায়ের তলায় ভাঙা ইট, রাজ্যের আবর্জনা, একটুও আলো চোখে পড়ছে না। সঙ্গী ছেলেটির কোনও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাটা কোথায় গিয়েছে এ সব ভাববার কোনও অবকাশ নেই, অনিমেষ অন্ধের মতো ছুটছিল। দু' তিনটে মোড় পেরিয়ে হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল সে। সামনে চকচক করছে জলকাদা। অর্থাৎ নর্দমাটা এখানে অনেকটা চওড়া হয়ে গিয়েছে এবং আর এগিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। প্রায় খাঁচায় পড়া ইঁদুরের মতো অনিমেষ পেছন দিকে তাকাল। অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে এবার। কনস্টেবলগুলো কি এই পথে ঢুকে পড়েছে? হঠাৎ আঁকিয়ে ছেলেটির ওপর মেজাজ গরম হয়ে গেল অনিমেষের। কী দরকার ছিল এ ভাবে পালানোর? অফিসারটি বেশ ভালই ব্যবহার করছিল, তা ছাড়া শেঠ লেনের লোকগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত ভদ্রলোককে। ছেলেটা যদি এই পথেই আসে তা হলে যাবে কোথায়? অনিমেষ নর্দমাটা পার হবার চেষ্টা করল না। উলটোদিকে একটা তেতলা বাড়ির পেছন দিক। চিৎকার চেঁচামেচিতে দোতলার ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। এ পাশে সাঁচির বেড়ার ঘরগুলোর দিকে চকিতে নজর বোলাতে গিয়ে একটা ছোট ফাঁক চোখে পড়ল। কোনওরকম দ্বিধা না করে অনিমেষ সেই ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল। বাঁশের কোনায় লেগে জামার হাতাটায় টান পড়তেই কেউ চিৎকার করল, 'কে?'

জামাটাকে ছাড়িয়ে অনিমেষ দ্রুত এগোতেই একটা উঠোন দেখতে পেল। যে কে বলে ডেকেছিল তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু সবাই যদি জেগে ওঠে তা হলে আর দেখতে হবে না। ও পাশের পথটায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পুলিশগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে নর্দমাটার কাছে এসে গেছে। অনিমেষ চারপাশে খালি বারান্দা দেখতে পেল। তারপর দ্রুত পা চালাল বাইরে বেরুবার পথটার দিকে। গলিটা সরু, দু'পাশে বস্তিবাড়ি। বাঁ দিকের পথটা নিশ্চয়ই দমদম রোডে গিয়ে পড়েছে। ওদিকে এগোলে পুলিশের জিপের সামনে পড়তে হবে। কয়েক পা পেছনে এগোতে কাশির শব্দ কানে এল। অনিমেষ দেখল একটা দাওয়ার ওপর দ হয়ে বসে আছে কেউ, কাশিটা তারই গলা থেকে আসছে। অনিমেষের মনে হল লোকটা তাকে দেখেছে। কিন্তু দেখলে তো তার দিকে সরাসরি তাকাত। ও ভাবে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে কেন? অনিমেষ কী করবে বুঝতে না পেরে আর এক পা এগোতেই লোকটি বলল, 'খোকা এলি?'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। লোকটি কারও জন্যে অপেক্ষা করছে এত রাত্রে। কিন্তু তাকে এত কাছে দেখেও ভুল করছে কেন? গলার স্বরে বোঝা যায় বেশ বয়স হয়েছে; 'ও খোকা, এলি নাকি?'

নিজের অজান্তেই অনিমেষ বলল, 'হুঁ।'

'রাত কত হল? এত দেরি করতে হয় বাপ, আমি যে ঘুমোতে পারি না।' বৃদ্ধ খকখক করে কাশতে লাগল এবার। ঠিক এইসময় ও পাশের বস্তিতে কথাবার্তা শোনা গেল। পুলিশগুলো ওখানে ঢুকল কি না কে জানে!

www.MurchOna.com

'ও খোকা যা ঘরে যা, ও পাশে আবার হইচই হয় কেন ?'

বুড়োর গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। জায়গাটায় দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। অনিমেষ ইতস্তত করছিল। এতক্ষণে সে বুঝে গেছে বৃদ্ধ চোখে দেখতে পায় না। এত রাত্রেও ছেলের পথ চেয়ে জেগে বসে আছে। কোনও কিছু কিন্তু না করে সে দাওয়ায় উঠে এল।

দরজাটা ভেজানো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না। অথচ ভেতরে যেতেও কুণ্ঠা হচ্ছিল। কারণ ঘরের ভেতরে আর কে আছে সে জানে না। তাকে দেখে নির্ঘাত চিৎকার উঠবেই, এ বাড়ির সমস্ত লোকই আর অন্ধ হতে পারে না। অতএব ভেতরে পা দেওয়া মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া। কিন্তু পুলিশগুলো কি ওদেরই শেঠ লেনের হত্যাকারী বলে ঠাউরেছে ? সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অনিমেষ নিঃশব্দে বুড়োর দিকে এগিয়ে গেল। বুড়োকে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়? বিনা কারণে পুলিশের রোষে পড়েছে জানলে যদি বুড়োর দয়া হয়। কিন্তু মুক্ত খোলার আগেই দরজায় শব্দ হল। অনিমেষ চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজায় একটি রোগা শরীর দাঁড়িয়ে আছে। এতে রোগা যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। আধো অন্ধকারেও সেই মুখচোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপরই চিৎকার করার জন্যে মুখ হাঁ হল। অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত জড়ো করতেই শব্দটা বের হল না।

'আমাকে বাঁচান।' ফিসফিস করে উচ্চারণ করল অনিমেষ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে। রক্তহীন শরীর, কোটরে ঢোকা চোখ, বয়স বোঝা মুশকিল। বৃদ্ধা ওকে খুঁটিয়ে দেখছিল এবার। গলার স্বরে যেটুকু আওয়াজ হয়েছে তাতেই বোধহয় বুড়োর খটকা লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড বাজল, 'কে, কে এল ? খোকা এল না ? অ খোকা !'

ও পাশের বস্তি এখন জেগে উঠেছে। পুলিশগুলো বোধহয় সবাইকে ডেকেডুকে কিছু বলছে। রাত বেশি বেশি বলেই বোধহয় মানুষের উৎসাহ কম। পুলিশ বস্তি থেকে বেরিয়ে সরু গলিটায় টর্চ ফেলতে লাগল। আর একটু এগোলেই এই বারান্দাটা নজরে এসে যাবে।

'আমাকে বাঁচান, আমি নির্দোষ!' অনিমেষ আবার প্রার্থনা করল।

' কে কথা বলে ? বুড়োর গলায় সন্দেহ এবার।

' খোকা।' তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর বাজল ওই রোগা শরীর থেকে।

'অ খোকা, শুয়ে পড় বাবা, রাত ফুরিয়ে এল।' তৃপ্তির গলা এবার।

টর্চের আলো এগিয়ে আসছে। অনিমেষ দেখল বৃদ্ধা দরজার থেকে সরে দাঁড়াল সামান্য। এবং প্রথম সুযোগেই সে ঘরের ভেতর চলে এল। ঘর অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, কারণ বৃদ্ধা এর মধ্যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে এবং তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে জানতে চেয়েছে, 'কে তুমি ?' গলার স্বর উচ্চগ্রামে নয় কিন্তু খুব জেদি এবং শীতল।

'আমি রাজনীতি করি মা।' শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার আগে অনিমেষের একটুও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই নিজের কানেই শব্দটা ঠেকল।

' ভোটের লোক ?'

'না না। আমরা অন্য রাজনীতি করতে চাই।'

'অ্যাই কে তুই ?' বাইরে হাঁক উঠল।

'আমি নিবারণ দাস, আপনারা কে ?' বুড়োর গলা।

'পুলিশ। এখানে বসে আছিস কেন ?'

'ঘুম আসে না বাবু। চোখে দেখি না ঘুমও আসে না।'

আর একটি হেঁড়ে গলা বোধহয় জরিপ করেই বলল, 'এ শালা অন্ধ।'

'এদিকে কাউকে আসতে দেখেছিস ?'

'আমি তো চোখে দেখি না বাবু।'

'ফালতু সময় নষ্ট করছিস। ফিরে চল।'

কয়েক মুহূর্ত বাদেই গলিটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনিমেষ। এতক্ষণের উত্তেজনায় শরীর আর খাড়া থাকতে চাইছিল না। সেই হাঁটু গেড়ে অন্ধকারে বসে পড়ল। সেই সময় বাইরে থেকে বুড়োর চাপা গলা ভেসে এল, 'অ খোকার মা, খোকা আজ আবার কী করে এল, পুলিশ আসে কেন ?'

'ঘুমোও তো, চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ো না।' বৃদ্ধা থমকে উঠল।

'হ্যাঁ, এইবার ঘুম আসছে মনে হয়।' বুড়ো বিড়বিড় করল।

www.MurchOna.com

সাদা কাপড়টাকে ঘরের এককোণে হেঁটে যেতে দেখল অনিমেষ। এই অন্ধকারেও সে ঘরের মধ্যে দারিদ্রের একটা গন্ধ টের পাচ্ছিল। কেমন একটা চিমসে হাওয়া পাক খাচ্ছে এখানে। এবং তখনই সে টের পেল এখানে শুধু ওরা দু'জনই নেই, আরও কয়েকটা নিশ্বাস পড়ছে মেঝেতে। ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল অনিমেষ। হ্যাঁ, বৃদ্ধা যেদিকে গিয়ে বসেছে সেদিকের মেঝেতে তিনটে শিশু শুয়ে আছে।

'তুমি চোর ডাকাত নও তো?'

'আমাকো দেখে কি তাই মনে হয়?'

'চেহারা দেখে আজকাল কিছু বোঝা যায় না।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কোনও অন্যায় করিনি। আমরা রাস্তায় পোস্টার লিখছিলাম এমন সময় পুলিশ তাড়া করল। আমাদের লেখাগুলো ওদের পছন্দ নয়।'

'কী লেখা?'

'আমরা এ দেশের নিয়মগুলো ভাঙতে চাই। এইসব মন্ত্রী, নেতাদের সরিয়ে এমন একটা সরকার আনতে চাই যেখানে ধনী দরিদ্রের কোনও পার্থক্য থাকতে না।'

'জানি না তুমি সত্যি বলছ কিনা, কিন্তু তোমাকে হুট করে এই ঘরে ঢুকতে দিলাম কেন জানো?'

'আপনার দয়া।'

'মোটেই না। বাইরের বুড়ো মানুষটা যদি ভুল বুঝেও নিশ্চিন্ত হয় তা হলে বাকি রাতটা একটু ঘুমুতে পারবে। উটকো লোককে এ ভাবে ঘরে ঢোকানো অন্যায় কিন্তু অন্ধ মানুষটার জন্যে—' বৃদ্ধার গলা বুঝে এল। সামান্য কান্নার আওয়াজ ঘরে পাক খেল। অনিমেষ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা বলল, 'ভোর হবার আগেই তুমি চলে যেয়ো। মানুষটার জাগবার আগেই।'

'আচ্ছা।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রাত ঘন হলে কতগুলো নিজস্ব শব্দ সৃষ্টি করে। সেগুলো মাঝে মাঝে কানে আসছিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে এখন। সুবাসদারা ধরা পড়ল কি না বোঝা যাচ্ছে না। যদি ধরা পড়ে তা হলে শেঠ লেনের ঘটনায় ফেঁসে যাওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম রাতেই কী বিভ্রাট হল!

'তোমার মা বাপ নেই?' ঘরের কোণ থেকে গলা ভেসে এল।

'কেন?'

'রাত্তিরে বাড়ি ফিরছ না, তাদের চিন্তা হবে না?'

হঠাৎ অনিমেষের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে এল। সত্যি, কলকাতা শহরে তার জন্যে চিন্তা করার কেউ নেই। কথাটা মাথায় আসতেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা মুখ মনের মধ্যে চলকে উঠল। যতক্ষণ সে অন্যায় করবে না ততক্ষণ সেই মুখ আমৃত্যু তাকে সমর্থন করে যাবে। অনিমেষ বলল, 'চিন্তা তো হবেই। কিন্তু ভাল কাজ করতে গেলে তো ঘরে বসে থাকলে চলবে না।'

'তুমি মদ খাও?'

'না।'

'বিয়ে করেছ?'

'না।'

উত্তরটা শোনা মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সেই শব্দ এতদূরে বসেও যেন অনুভব করল অনিমেষ। বুড়োর গলায় খোকা ডাকটা এই মুহূর্তে তার কাছে জলের মতো স্পষ্ট। খুব নরম গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কে?'

'আমার নাতি নাতনি।'

'ওদের মা বাবা?'

'মা চলে গেছে, বাপ মাতাল, অর্ধেক দিন বাড়ি ফেরে না। আমরা দুজন এদের পাহারা দিই। ঝি-এর কাজে আর ক'টা টাকা পাই!' এবার নিশ্বাস ভীষণ ভারী।

তারপর সব চুপচাপ। অনিমেষ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। কখন ভোর হয় এই আশায় বসে থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনও চিন্তা নেই।

'তোমরা কি লড়াই করে ভাল দিন আনবে, না আমাদের কাছ ভোট চাইতে আসবে?' হঠাৎ বৃদ্ধা স্বাভাবিক গলায় কথা বলল।

'আমরা ভোটে বিশ্বাস করি না।'

www.MurchOna.com

'তা হলে ?'

'আমরা লড়াই করব।'

'পারবে ?'

'পারতে হবেই।'

'কী জানি বাবা।'

নিশ্বাসের শব্দ, আবার সব শান্ত। কিন্তু সেটা খুব সামান্য সময়ের জন্যেই। গলির ভেতর আওয়াজ উঠল। জড়ানো গলায় কেউ গান গাইছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে অনিমেষ দেখতে পেল বৃদ্ধা তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। আর তারপরেই বাইরে বুড়োর কণ্ঠ বাজল, ' কে এল ? খোকা এলি ? শুয়ে পড় বাপ।'

তীরের মতো বৃদ্ধা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। তারপরেই হাউমাউ করে কান্না উঠল। পুরুষ কণ্ঠে আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার গলা, 'আঃ চুপ কর, পাড়ার লোক জাগবে, মদ খেয়ে কাঁদতে লজ্জা করে না, তুই না পুরুষ মানুষ!'

তারপরেই খোলা দরজা দিয়ে বৃদ্ধা একটা দড়ি পাকানো শরীরকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে এল। লোকটাকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ওর নেই। এমনকী ঘরে যে অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে সে খেয়াল করার ক্ষমতাও ওর নেই।

ছেলেকে বাচ্চাগুলোর পাশে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল বৃদ্ধা। শোওয়া মাত্র ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল তার।

অনিমেষ দাঁড়িয়েছিল বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বলল, 'রাত শেষ হয়ে এসেছে, তুমি যাও।'

সেই সময়েই বুড়োর গলা বাজল, 'ও খোকার মা, খোকা দুবার এল কী করে, আগে কে এসেছিল ?'

'কেউ না। ঘুমোও তো।' খিঁচিয়ে উঠল বৃদ্ধা।

'কিন্তু আমি যে শুনলাম—।'

'ভুল শুনেছ।'

অনিমেষ নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বৃদ্ধা পেছন পেছন এসেছে। আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। বারান্দার এক কোণে বুড়ো গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। বস্তির মানুষ জাগব জাগব করছে এইবার। অনিমেষ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কাছে আমি ঋণী হলাম।'

বৃদ্ধা বলল, 'কী কথার ছিরি ! তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো।' বলে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

এক মুহূর্ত অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ভারতবর্ষের একটা ক্ষুদ্র শরীরকে ঘরের মধ্যে রেখে ভোর হয়ে আসা সময়ে সে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল।

চৌত্রিশ

খুব দ্রুত কাজ শুরু হয়ে গেল। শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের কিছু মানুষ যারা এতকাল টুকরো টুকরো ভাবনা চিন্তা করছিল তারা ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। তলায় তলায় যে উত্তাপ জন্ম নিচ্ছে তার খবর চাপা থাকল না। কিন্তু ব্যাপারটার বাস্তবতা সম্পর্কে শাসকদল এবং কমিউনিস্ট পার্টির যথেষ্ট সন্দেহ থাকায় ওরা তেমন আমল দিচ্ছিল না। কিন্তু ক্রমশ বাতাস ভারী হয়ে আসছিল।

অনিমেষের ওপর নির্দেশ ছিল যে কোনও মুহূর্তে অ্যারেস্ট এড়ানো জন্যে তৈরি থাকতে এবং বিকল্প থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে। এখন পর্যন্ত পুলিশ তাকে সন্দেহ করছে এমন ভাবার কোনও কারণ দেখে না অনিমেষ। এম. এ. পরীক্ষা এসে গেল বলে। অথচ পড়াশুনা হচ্ছে না বললেই হয়। পার্টির কাজে অনেক সময় কুড়ি ঘণ্টাই কেটে যাচ্ছে আজকাল। মাঝে মাঝে রাত্রে হোস্টেলে ফেরাই হয় না। এ ব্যাপারে কাউকে কৈফিয়ত দেবার নেই বলেই বাঁচোয়া। বিভিন্ন গ্রুপ মিটিং-এ তাকে থাকতে হচ্ছে। মহাদেববাবুর ইচ্ছে অনিমেষ উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোর দায়িত্ব নিক। এ ব্যাপারে অবশ্য অনিমেষেরও আপত্তি নেই। কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ি ইউনিট এখন বেশ জোরদার হয়েছে। মোটামুটি ভাবে একই চিন্তাভাবনার শরিক মানুষগুলোর সঙ্গে অনিমেষের আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

www.MurchOna.com

শিলিগুড়ির কিছু দূরে একটি স্থান নির্বাচন করা হয়েছে মূল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে পাকিস্তান আর এক পাশে নেপাল। ভৌগোলিক বিচারে গেরিলা বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স হবার পক্ষে অতি উপযুক্ত জায়গা। দুটি বিদেশি রাষ্ট্র থাকায় কতগুলো বিশেষ সুবিধে পাওয়া যাবে। এলাকার চতুর্দিকে জঙ্গল এবং নদী পার হলেই নেপাল। মোটামুটিভাবে ওখানকার অধিবাসীরা কৃষিজীবী, বাঙালি বর্ণহিন্দু সংখ্যায় অল্প। এক ধরনের তেজি ভাব আছে মানুষের আচার ব্যবহারে। এলাকাটির নাম নকশালবাড়ি।

নকশালবাড়ি ফাঁসিদেওয়া খড়িবাড়ি অঞ্চলে কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষকদের সশস্ত্র করে ওই এলাকাকে মুক্ত অঞ্চলে পরিণত করার কাজ গোপনে চলেছে। চিনের মতো কেবলমাত্র গ্রামেই মুক্তাঞ্চল গঠন এবং তারপর গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের কোনও একটি জায়গা যদি লাল অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয় তখন অন্যান্য অংশের নিষ্পেষিত কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবেই। ওদিকে অন্ধ্রের ওয়ারাঙ্গেলের জঙ্গল এলাকায় ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিপ্লবী বাহিনী সংগঠিত হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও একটা বিশেষ অভাব অনুভূত হচ্ছিল। আসন্ন বিপ্লবের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য একজন সর্ব-ভারতীয় বিশ্বাসযোগ্য নেতা এগিয়ে আসছিলেন না। একজন লেনিন বা মাও সে তুং, হো চি মিন কিংবা ফিডেল কাস্ত্রো দূরের কথা, চোখের সামনে চে গুয়েভারার মতো সংগ্রামী পুরুষের অভাব চোখে ঠেকছিল। অনিমেষরা মনে করে নেতা বিপ্লব তৈরি করে না, বিপ্লবই নেতার জন্ম দেয়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মী বিভিন্ন রাস্তার কথা ঘোষণা করতে লাগলেন। মতবাদের নানারকম ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীরা কিছুটা থমকে পড়ছিল যার পরিণতিতে দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠল। অবশ্য এ কথা ঠিক তখন কোনও দল হিসেবে সংগঠন পূর্ণতা পায়নি। তবু শাখাগুলো চোখে পড়তে লাগল। একজন সর্বভারতীয় অবিসংবাদিত নেতার অভাব সবাই এক মুহূর্তে অনুভব করছিল।

কীভাবে বিপ্লব শুরু হবে, বিপ্লব চলাকালীন দলের ক্রিয়াকলাপ কী স্তরে থাকবে ? যেহেতু নকশালবাড়ি আন্দোলন কৃষিভিত্তিক আন্দোলন তাই শ্রমিকদের সঙ্গে এর সংযোগ কীভাবে সাধিত হবে ? এ ধরনের তত্ত্বগত প্রশ্ন অনেকের মনে জাগছিল। কিন্তু অনিমেষরা এ নিয়ে বেশি ভাবছিল না। শ্রেণীশত্রু যে সে যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে বিনা দুর্বলতায়। কোনওরকম আপস করা চলবে না। বিদেশে নির্বাচিত গেরিলাদের পাঠিয়ে সমরশিক্ষায় শিক্ষিত করে নিয়ে এসে গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করতে হবে। একটা যুদ্ধ জয় করতে হলে বিরাট বাহিনী নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় যদি তার উপযুক্ত রণকৌশল না থাকে। ইতিহাসে এর প্রমাণ ভূরি ভূরি মেলে। সঠিক রণনীতি থাকা সত্ত্বেও রণকৌশলের অক্ষমতার কারণে বিপ্লব মাথা থুবড়ে পড়েছে। ১৯১৭ সালের রাশিয়া বা মাও সে তুং-এর চিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের মূল কারণ সঠিক রণকৌশলের পরিকল্পনা। এই রণকৌশল যে সব সময় তাত্ত্বিক পথেই চলবে তা মনে করার কোনও কারণ নেই। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনেই তার রূপ নির্ধারিত হবে। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে লেনিনের অভ্যুত্থানের আহ্বান কিংবা মাও সে তুং ১৯১৭-১৮ সালে দলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কসবাদী প্রথাগত রণকৌশলের পরিবর্তে গ্রামে গ্রামে মুক্তাঞ্চল গঠন করার যে ডাক দিয়েছেন তা এই সত্যতাই প্রমাণ করে। অনিমেষেরা এই রণকৌশলের ব্যাপারে তত্ত্বের সঙ্গে কোনও রকম আপস করবে না বলে ঠিক করল, যদি বিপ্লবকে থিতিয়ে দেয়। ফলে পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে অন্য মতবাদের সঙ্গে চাপা রেষারেষি সে অনুভব করছিল। কিন্তু যাই হোক না কেন, একটা বিশ্বাস প্রত্যেকের মধ্যে ছিল, একবার যখন চাকা গড়াবে তখন সমস্ত হাত এক হয়ে তাকে মদত দেবে। মতবাদ যাই হোক না কেন, এ কথা তো ঠিক সবার মূল লক্ষ্য হল ভারতবর্ষে সর্বাত্মক বিপ্লব যা রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পালটে দেবে।

কলকাতা শহরের আশেপাশে ছোট ছোট দল তৈরি হয়ে গেল। একদিকে দমদম সিঁথি বরাহনগর বেলঘরিয়ায়, অন্যদিকে বেলেঘাটা যাদবপুর টালিগঞ্জ এলাকায় কাজকর্ম জোরদার হতে লাগল। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ এখন অস্থির। সরকারের চাপানো লেভির চাপে বড় বড় জোরদাররা কংগ্রেস সম্পর্কে বিমুখ হচ্ছে। একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেসি নেতাকে দল থেকে বিতাড়িত করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওই নামে পালটা দল গঠন করেছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিদের নিয়ে। সারা দেশের জোতদাররা তাঁকে সমর্থন করছে। সাধারণ জনসাধারণ জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম, আইনশৃঙ্খলার অভাবে বিপর্যস্ত। অনিমেষরা বুঝতে পারছিল, এই সময়েই কাজ শুরু করা উচিত। এখন এগিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে সহজেই সঙ্গে পাওয়া যাবে।

www.MurchOna.com

বেলঘরিয়াতে আজ গ্রুপ মিটিং ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই সভাগুলো করতে হয়। এতদিন পুলিশের ভয় ছিল, এখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও ভয়ের কারণ হয়েছে। একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। এ খবর তারাও টের পেয়েছে। হয়তো এখনও বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু স্বস্তিও হচ্ছে না। আজকের মিটিং-এ অনিমেষরা স্থির করল এলাকা দখল করতে হবে। একটা রাস্তা থেকে একটা পাড়া এবং সবশেষে সমগ্র এলাকা দখলে নিয়ে আসতে হবে। পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়া হবে না। তবে পুলিশি অত্যাচার শুরু হলে গেরিলা কায়দায় তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এখন বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর বোমা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি দমদমে একটা গোপন ডেরায় বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ হয়ে দুটি ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর বোমা ও মশলা বাজেয়াপ্ত করার পর তাদের তৎপরতা বেড়ে গেছে। কলকাতার পাঁচটি গোপন কেন্দ্রে পাইপগান তৈরি হচ্ছে অনবরত। পাকিস্তান যুদ্ধের কিছু মালপত্র ব্ল্যাকমার্কেটে রয়ে গেছে। সেগুলো কিনতে হলে ভাল টাকা পয়সা দরকার। প্রতি এলাকায় যথেষ্ট সম্পন্ন পরিবারগুলো কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হবে। তবে কোনও অবস্থাতেই দরিদ্র সাধারণ মানুষকে যাতে বিরক্ত করা না হয় এই বলে সতর্ক করে দিল অনিমেষ। কিন্তু এলাকা দখল করতে গেলে প্রথম প্রতিরোধ করবে রাজনৈতিক দল। এখন শহরতলির এইসব এলাকা তথাকথিত কমিউনিস্টদের দখলে। পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালিরা কলকাতার এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন স্বাধীনতার পর থেকেই। তাঁরা নিঃস্ব অবস্থা থেকে আবার যখন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছেন তখন কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে অনেক ক্ষোভ জমছিল। যার ফলশ্রুতি হিসেবেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এঁদের সমর্থন গেছে। বিধান রায়ের আমলে কংগ্রেস নির্বাচনের সময় এই আসনগুলোকে বাদ দিয়েই তাদের জয়ের হিসেব করত। অতএব এইসব এলাকার কমিউনিস্ট সংগঠন কখনও স্বেচ্ছায় কর্তৃত্ব হস্তান্তর করবে না। এ ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ এড়ানো যাবে না। মিটিং-এ একটি ছেলে প্রশ্ন তুলল, 'অনিমেষদা, বোমা ছোঁড়া কিংবা পাইপগান চালানো অভ্যেসের ওপর নির্ভর করে। আমরা খবর পাচ্ছি অ্যাকশন শুরু হলে কিছু ছেলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইবে। এই ছেলেরা এতকাল সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। এককালে এরা অনেকেই কংগ্রেসের পোষা গুন্ডা বলে চিহ্নিত কিন্তু নিজেদের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এদের কি নেওয়া ঠিক হবে?'

কয়েকদিন আগে মহাদেবদার সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে অনিমেষের। যারা সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত তাদের আন্দোলনে নিল সাধারণ মানুষ ভুল বুঝতে পারে। উত্তরে মহাদেববাবু দলের একজন তাত্ত্বিক নেতার বক্তব্য জানিয়েছিলেন, 'আন্দোলন শুরু হলে কে ভাল কে মন্দ বিচার করা যথেষ্ট বোকামি হবে। মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যে কোনও হাতের সাহায্য নিতে হবে। যারা সমাজবিরোধী বলে পরিচিত তাদের মধ্যে এক ধরনের বন্য-শক্তি কাজ করে, যেটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করলে কল্পনাতীত ফল পাওয়া যায়। কোনও একটা মহৎ কাজে অংশ নিচ্ছি এই বোধ একবার ওদের মনে সঞ্চারিত হলো ওরা আমাদের গর্ব হয়ে দাঁড়াবে।' কথাটা অনিমেষ মিটিং-এ বুঝিয়ে বলল। যদিও এ-ব্যাপারে তার নিজেরই কিছু দ্বিধা আছে তবু এখানে সে প্রকাশ করল না। ছেলেটি এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু কোনওরকম রাজনীতি-সচেতনতা ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা মুনাফা লুটবার জন্য ব্যগ্র এই ছেলেগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে তা আমাদের পক্ষে বিরাট ক্ষতি হয়ে দাঁড়াবে না?'

অনিমেষ হাসল, 'সারা ভারতবর্ষের মানুষ যদি আজ বিপ্লবে অংশ নেয় তা হলে কি আমরা তাদের পরীক্ষা করব যে তারা রাজনীতি-সচেতন কিনা? মার্কসবাদ না বুঝলে বিপ্লবে অংশ নেবার কোনও অধিকার নেই এই রকম শর্ত রাখব কি? আর বিশ্বাসঘাতকতার কথা উঠলে তার সম্ভাবনা তো সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। অত্যন্ত শিক্ষিত মার্কসবাদে দীক্ষিত নেতারা কি ঠিক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি? সে ঝুঁকি তো আমাদের নিতে হবেই। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি অশিক্ষিত মানুষ এবং আপাত চোখে যাদের সমাজবিরোধী বলা হয় তাদের থেকে মুখোশ পরা শিক্ষিত মানুষের চরিত্র অনেক বেশি তরল হয়।'

শেষ প্রশ্ন হল, 'প্রতিরোধ যদি মার্কসবাদী দলগুলো থেকেই আসে তবে তাদের মোকাবিলা করতে হলে বলপ্রয়োগ করতেই হবে। এই ঘটনা কি বিপ্লবের ক্ষতি করবে না?'

উত্তর দিতে অনিমেষ একটুও ভাবল না। নিজের বুড়ো আঙুলটা ওপরে তুলে ধরে বলল, 'যদি কোনও বিষাক্ত ঘায়ে এটিতে পচন ধরে তা হলে তাকে কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধা করব না। নিজের আঙুল বলে মায়া দেখালে কয়েকদিন পরে সমস্ত শরীরটায় পচন ধরবে। প্রতিক্রিয়াশীলদের

www.MurchOna.com

চাইতে সংশোধনবাদীরা আমাদের কাছে বেশি ক্ষতিকর।'

এলাকা দখল করতে হলে কী কী করতে হবে তার বিশদ পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হল। কোনওমতেই হঠকারিতা করা চলবে না। এবং দলের সংকেত না পেলে কেউ এমন কাজ করবে না যা অন্যের সন্দেহ উদ্রেক করবে।

মিটিং শেষ করে বাইরে বেরিয়েই অনিমেষের মাধবীলতার কথা মনে পড়ল। এই জায়গাটা থেকে ওর বাবার বাড়ি এমন কিছু দূরে নয়। অথচ সেই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে মেয়েটা আর একবারও এখানে ফিরে আসেনি। মাধবীলতা অনিমেষের সঙ্গে কথা বলার সময় ভুলেও এইসব প্রসঙ্গ তোলে না। এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত শীতল হয়ে গেছে সে।

এখন প্রত্যহ দেখা করার সুযোগ বা সময় হয় না। মাধবীলতার দৈনিক রুটিন অনিমেষের জানা। সময় পেলেই সে সেখানে হাজির হয়। অনিমেষ লক্ষ করেছে তাকে দেখা মাত্র মাধবীলতার মুখ কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই মুখটির জন্যে পৃথিবীতে অনেক কাজ করে যাওয়া যায়। অনিমেষের নতুন চিন্তাধারার কথা মাধবীলতা জানে। যে মেয়ে এককালে বলত, আমার বড় ভয় করে, সে এখন খুব বদলে গেছে। এখন সে চুপচাপ ওদের কাজকর্মের কথা শোনে।

বেলঘরিয়া থেকে বেরিয়ে মানিকতলায় আসার কথা ছিল। মহাদেবদা রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রিটের একটা বাড়িতে থাকবেন। খুব জরুরি দরকার। যাদের সঙ্গে মিটিং করছিল এতক্ষণ তাদের একটি ছেলে ওকে সাইকেলে করে বি.টি. রোডে পৌঁছে দিয়ে গেল গলিপথে। চারধারে এখন নির্বাচনের হাওয়া লেগে গেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা এবারও কংগ্রেস জিতবে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অবশ্য কেউ এখন ভালমন্দ ধারণা করতে পারছে না, তবু নেহরু পরিবারের ওপর সারাদেশের একটা অন্ধ ভরসাবোধ আছে। সেই সুবাদেই জয় সম্পর্কে ওরা নিশ্চিন্ত। সাইকেলে আসতে আসতে অনিমেষ নির্বাচনের পোস্টার দেখছিল। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট প্রার্থী তাঁর প্রচারের সমর্থনে লেনিনের বাণী ব্যবহার করেছেন। এই ব্যাপারটাই অনিমেষের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়। যা বিশ্বাস করি না, যে সব কথা জীবনে কখনও প্রয়োগ করব না তাই দেওয়ালে, পোস্টারে লিখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করব নির্বাচিত হবার বাসনায়! এইসব লেখার পাশে নতুন লেখা এখন কারও চোখে না পড়ে থাকছে না। অনিমেষও দেখল নির্বাচনী পোস্টারের পাশে প্রায়ই জ্বলজ্বল করছে—পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়। নির্বাচন বয়কট করুন। সাধারণ মানুষ এখনও মুখ না খুললেও বাতাসে একটা চাপা উত্তেজনা ক্রমশ জমছে এটা টের পাওয়া যায়।

মানিকতলার মোড়ে নেমে রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে হেঁটে এল অনিমেষ। এটা ওর পুরনো পাড়া। কলকাতায় এসে এখানকার হোস্টেলে উঠেছিল স্কটিশে পড়ার সময়। অনেকগুলো বছর কেটেছে এখানে। এই পাড়াটা সেইরকমই রয়ে গেছে, শুধু হোস্টেলের সেই ছেলেরা আর নেই। লাহা বাড়ি ছাড়িয়ে বাঁদিকের দোতলা বাড়ির দরজায় টোকা দিল সে। রাস্তাটা এখন খালি। সবে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কোনও কারণে পথের আলো জ্বলেনি। অনিমেষ দেখল দরজার ডান দিকে একটা কলিং বেলের বোতাম রয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণনা অনুযায়ী যে সে ঠিক বাড়িতেই এসেছে তাতে কোনও ভুল নেই। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই সে আবার শব্দ করতে ওপরের ব্যালকনি থেকে একজন ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কাকে চাই ?'

'আমি অনিমেষ।'

ওপরে তাকিয়ে পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন। তার কয়েক মুহূর্ত বাদেই সেই মানুষটি দরজা খুলে ওকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। একতলার পেছন দিকের ঘরে মহাদেবদারা বসে আছেন। সুবাসদাও রয়েছে। সেই পোস্টার মারার রাতের ঘটনার পর সুবাসদার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। অনিমেষ সে প্রসঙ্গ তুলবে ভাবতেই মহাদেবদা চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'একা এলে ?'

'একাই তো! কেন বলুন তো ?'

'কাউকে দ্যাখোনি পেছনে আসতে ?'

অনিমেষ অন্যমনস্ক ছিল কিন্তু পেছন পেছন কেউ এলে নিশ্চয়ই টের পেত সে। একটু চিন্তা করে সে বলল, ' চোখে পড়েনি।'

'কিন্তু এই গলিতে একজন আছে; তোমাকে যে এখানে আসতে নিষেধ করব তারও তো কোনও উপায় ছিল না। ঠিক আছে, বেলঘরিয়াতে কেমন কাজ হল আজ ?' মহাদেবদা চিন্তিত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

www.MurchOna.com

'ভাল। খুব সিরিয়াস ছেলে সব। হুলিগানদের দলে নেবে কিনা প্রশ্ন করেছিল।' অনিমেষ জানাল।

'নিতেই হবে। রিস্ক থাকছে বটে, এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আর হুলিগান কারা? যারা বোম মারছে, ছিনতাই করছে, তারাই আবার কোনও গরিব বৃদ্ধার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। তাই এখন আর ও সব নিয়ে কিছু চিন্তা করা উচিত নয়।'

মহাদেবদা কথা শেষ করে সুবাসদার দিকে তাকালেন। সুবাসদা একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'অনিমেষ, আমাদের কাছে খবর এসেছে তুমি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়েছ। সাম হাউ পুলিশ তোমার খবর জেনে গিয়েছে। তোমার আর ওই হোস্টেলে থাকা উচিত নয়। যে কোনও মুহূর্তেই তোমাকে অ্যারেস্ট করতে পারে।'

'আপনাদের খবর ঠিক আছে?'

মহাদেবদা বললেন, 'আমাদের খবর যেমন পেয়ে যাচ্ছে ঠিক ওদের কিছু কিছু খবরও আমরা পাচ্ছি।'

খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এ কথা সত্যি। দেশজুড়ে যে একটা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে এই খবর এখন সরকারের জানা। সাধারণ মানুষও যে ও ব্যাপারে অজ্ঞ তা বলা চলে না। যেহেতু কংগ্রেসি সরকার নানা ঝামেলায় বিব্রত তাই অনিমেষদের সুবিধে হচ্ছে একজন বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতাকে দল থেকে বিতাড়িত করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর খাদ্য-নীতি অনুযায়ী সারা দেশের জোতদাররা এখন কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। তাঁরা ভিড় করেছেন দলচ্যুত গান্ধীবাদী নেতার চারপাশে। নতুন দল গড়ে উঠেছে তাঁর নেতৃত্বে। তবু পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে এ কথা বলা যাবে না। খবরের কাগজে পুলিশ কর্তৃক উগ্রপন্থীদের ডেরা আবিষ্কার—এ সব খবর প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। পরিস্থিতি অবশ্যই নিশ্চিন্তের নয়।

অনিমেষ হাসল, 'আপনাদের সাজেশন কী?'

সুবাসদা বলল, ' তোমার থাকার বিকল্প ব্যবস্থা আছে?'

'না। দু-একজন বন্ধুর মুখ মনে পড়ছে অবশ্য।'

'তাদের কারও কাছে আজ রাত্রে থেকে যাও। হোস্টেলে ফিরো না।'

'কিন্তু আমার জিনিসপত্র তো ওখানে পড়ে আছে।'

'ওগুলোর কথা পরে চিন্তা করা যাবে।'

মহাদেবদা বললেন, 'অনিমেষ, তোমার এখন কলকাতা থেকে চলে যাওয়া দরকার। ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আগে থেকেই চিন্তা করছিলাম। এটাই মনে হয় উপযুক্ত সময়। তুমি উত্তরবাংলায় চলে যাও। ওখানে টেনশন কম থাকবে, মনের মতো কাজ করতে পারবে আর পুলিশের ঝামেলা থেকে অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে?'

মহাদেবদা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কবে যাবে?'

'আজ নয় কাল। শিলিগুড়ির স্টেশনপাড়ায় একজনের সঙ্গে দেখা করবে। তাকে সব খবর দেওয়া হয়ে গেছে। হি উইল টেল ইউ এভরিথিং।'

'আজ রাত্রে রওনা হওয়ার একটু অসুবিধে আছে।' কথাটা বলার সময় মাধবীলতার মুখ মনে পড়ল অনিমেষের। ওকে একটুও না জানিয়ে হুট করে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হবে।

'কালই যেয়ো। এই সময়টা বাইরে বেশি ঘুরে বেড়িয়ো না। উত্তরবাংলায় তোমার চেনা এলাকায় কাজ করতে নিশ্চয়ই সুবিধে হবে। তা ছাড়া কলকাতা ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। আমাদেরও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'আমাদের যোগাযোগ থাকবে কি করে?'

'সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুবাস যাচ্ছে বীরভূমে, আগামী মাসে বোলপুরে একটা গোপন মিটিং আছে। খবর পাবে, তখন দেখা হবে। আচ্ছা, আজ আর রাত করো না।' মহাদেবদা ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে রাস্তাটা দেখতে বললেন।

অনিমেষ বলল, 'সুবাসদা, আমায় যদি কালই চলে যেতে হয় তা হলে হোস্টেলের জিনিসপত্রগুলোর কি হবে? আমি তো আজ —।'

'একটা ঠিকানা দাও, পৌঁছে দেওয়া হবে।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ এক মুহূর্ত চিন্তা করে মাধবীলতার ঠিকানাটা দিল। সুবাসদা বলল, 'ওটা তো গার্লস হোস্টেল, তাই না?'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ সুবাসদার মুখে চোখ রাখল, কোনও ভাবান্তর দেখতে পেল না। রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এখন ফাঁকা। কোথাও রেডিয়ো বাজছে তারস্বরে। অনিমষ ওর পুরনো হোস্টেলের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিল। সামনে পেছনে তাকিয়ে সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পেল না। মহাদেবদার খবর কতটা সত্যি কে জানে। নাকি তাড়াতাড়ি যাতে সে উত্তরবাংলায় যায় তাই এ সব কথা বললেন? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, এরকম ছেলেমানুষি মহাদেবদা করবেন না। আজ রাত্রে কোথায় থাকবে ভাবতে লাগল অনিমেষ। পরমহংসের মুখ মনে পড়ল। ওর বাড়িতে গিয়ে পড়লে নিশ্চয়ই না বলবে না। কিন্তু হোস্টেলে ফেরা যে দরকার ছিল। খাটে তোশকের তলায় কিছু টাকা রয়েছে, ও গুলোর প্রয়োজন। অনিমেষ ঠিক করল পরমহংসকে রাজি করাবে তার হোস্টেলে গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসতে। তমালকে একটা চিঠি লিখে দিলে সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে। হোস্টেলের সামনে পুলিশ থাকতে পারে কিন্তু তার ঘরের সামনে নিশ্চয়ই কেউ পাহারা দিচ্ছে না। এখন ঘটনা কী দ্রুত মোড় নিচ্ছে অথচ আজ হোস্টেল থেকে বেরুবার সময় এ সব সে টেরই পায়নি।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে অনিমেষ ডান দিকে মোড় নিল। বিবেকান্দ রোড ধরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গিয়ে ট্রাম ধরে পরমহংসের বাড়িতে যাবে। রাত হয়েছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওর টিউশনি শেষ হয়েছে।

অনিমেষ সাবধানে পথ হাঁটছিল। হঠাৎ ওর অস্বস্তি শুরু হল। মনে হল কেউ ওর পেছন পেছন হাঁটছে। ঘাড় ঘুরিয়ে কোনও সন্দেহজনক মুখ দেখতে পেল না সে। হাসল অনিমেষ, মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে এইরকম গোলমেলে চিন্তা আসে। তবু নিশ্চিন্তে সে ফুটপাত পালটাল। একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনল। কিনেই চট করে ঘুরে দাঁড়াল। খুব দ্রুত উলটো ফুটপাতের মানুষগুলোকে লক্ষ করতে গিয়ে অনিমেষের চোখ একটি মুখের ওপর স্থির হল। লোকটা চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। অনিমেষ দৃষ্টি সরাচ্ছিল না। লম্বা, রোগা লোকটা যে একটু অস্বস্তিতে পড়েছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এমনিতে খুব নিরীহ দেখাচ্ছিল তাকে, শুধু কিছুতেই আর এদিকে চোখ ফেরাচ্ছিল না। অনিমেষের তবু সন্দেহ ছিল যে মহাদেবদার কথামতন এই লোকই সেই লোক কিনা। সে হঠাৎ এগিয়ে পাশের কালোয়ারের গলিতে ঢুকে পড়ল। এখানকার হোস্টেলে থাকার সময় এই গলি দিয়ে ওরা শর্টকাট করত কলেজে যেতে। দুপাশে লোহালক্কড়ের দোকান, গলিটাও সরু। দ্রুত পায়ে বেশ কিছুটা গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরতেই অনিমেষ পেছনে তাকাল। লোকটি হন্তদন্ত হয়ে ফুটপাত পেরিয়ে গলিতে পৌঁছে গেছে। ওর একটা হাত কোমরের কাছে সতর্ক ভঙ্গিতে রাখা।

অনিমেষ পা চালাল। আর সন্দেহ করার কিছু বাকি থাকল না। পুলিশ তার পেছনে লেগে গেছে। এখন এই লোকটাকে কোনওভাবে না কাটাতে পারলে পরমহংসের বাড়িতে যাওয়া যাবে না। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে সে বিবেকানন্দ রোডে এসে পড়ল। রাস্তাটা পার হয়ে স্কটিশের গলিতে ঢুকে পেছনে ফিরতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। কালোয়ারেরর গলি থেকে বেরিয়ে এ পাশ ও পাশ দেখছে। অনিমেষ একটা থামের পাশে নিজেকে গুটিয়ে লক্ষ করতে লাগল। লোকটা দুদিকের ফুটপাত ভাল করে যাচাই করে রাস্তা পার হচ্ছে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। অনিমেষ থামটা ছেড়ে পা বাড়াবার আগেই দেখতে পেল রাস্তার এধারে দাঁড়ানো একটা জিপের পাশে গিয়ে লোকটা হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। ওটা যে পুলিশের গাড়ি তা বুঝতে সময় লাগল না। কারণ চার-পাঁচটা পুলিশ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। অনিমেষ আর অপেক্ষা করল না। ফুটপাত ধরে সোজা ছুটতে লাগল স্কটিশের দিকে আর তখনই পেছনে হইচই শুরু হল। পুলিশগুলো ছুটছে এবার।

রাস্তাটা বাঁক নিতেই চোখের সামনে লাল বাড়িটা যেন ছিটকে চলে এল। অনিমেষের মনে পড়ল সেই সন্ধের কথা। স্কটিশ হোস্টেলের সেই আফ্রিকান ছেলেটির সঙ্গে ট্যাক্সিতে ওরা একজন মহিলাকে এখানে নামিয়ে দিয়েছিল। এই মুহূর্তে মহিলার নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু পঁয়ত্রিশ আর চারটে শূন্য-টেলিফোনের এই নম্বরটা মনে করতে একটুও অসুবিধে হল না। একটুও ইতস্তত করল না অনিমেষ। চিৎকার চেঁচামেচিটা এগিয়ে আসছে। এখনই রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। সামনে এগুলে লুকোবার কোনও জায়গা নেই। অনিমেষ গম্ভীর মুখে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে লাল বাড়িটার ভেতরে ঢুকে আড়ালে দাঁড়াল। পুলিশগুলো সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল খানিক, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। ঠিক এমন সময় পেছনে একটা গলা আচমকা কথা বলে ওঠায় অনিমেষ চমকে উঠল। 'কাকে চাই?'

www.MurchOna.com

অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ধুতি ফতুয়া পরে তার দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছেন। কিছুতেই নামটা মনে করতে পারল না অনিমেষ। থম্বোটোর নাম মনে পড়ছে, এমনকী ভদ্রমহিলার হাসিও, কিন্তু—। অথচ আর বেশি ইতস্তত করলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। বাইরে বেরুলে আর রক্ষে থাকবে না এ তো স্পষ্ট।

কুলকুল করে ঘামতে লাগল সে। তারপর কোনও রকমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করল, 'এ বাড়িতে থ্রি ফাইভ ফোর জিরো ফোন কোন ফ্ল্যাটে জানেন?'

'টেলিফোন? কী দরকার?' বুড়োর গলায় সন্দেহ।

'আমি টেলিফোন অফিস থেকে আসছি।'

মিথ্যে কথাটা খুব দ্রুত অনিমেষের জিভে এসে গেল।

'অ। দোতলায় বাঁ দিকে। ওই একটিই টেলিফোন আছে এ বাড়িতে। নাম্বার-ফাম্বার জানি না।' ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেনে।

অনিমেষ আর দাঁড়াল না। সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। কলিং বেলে হাত রাখল সে। জলতরঙ্গ বাজল। অনিমেষের মনে হল বুড়োটা যদি এখন বাইরে বের হয় আর পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে তা হলে তা আর উপায় থাকবে না। ব্যস্ত হয়ে আবার সে কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে একজন বৃদ্ধা উঁকি মারল, 'কী চাই?'

আর কী আশ্চর্য ব্যাপার, মুখ খুলতেই নামটা জিভে এসে গেল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'শীলা সেন আছেন?

'আপনার নাম?

'অনিমেষ মিত্র।' পরিচয় দিয়েই অনিমেষের মনে হল শীলা সেন হয়তো বুঝতেই পারবেন না সে কে। এত বছরের অদর্শন সেই সামান্য পরিচয়কে ভুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই সে আর একটু জুড়ে দিল 'স্কটিশ কলেজের হোস্টেলে আমি থাকতাম।'

মিনিট তিনেক অপেক্ষা করতে হল অনিমেষকে। এখন এক সেকেন্ড এক ঘণ্টার মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পুলিশগুলো যদি নীচের সেই বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে তা হলে এখানে চলে আসতে পারে। আর শীলা সেন এত দেরিই বা করছেন কেন? যদি ভদ্রমহিলা তাকে চিনতে না পারেন তো হয়ে গেল। তখন রাস্তায় এমন অবস্থা যে এগিয়ে গিয়ে লুকোবার উপায় নেই আর মাথায় শীলা সেনের কথাও আচমকা এসে গেল।

আধখোলা দরজার সামনে অনিমেষ যখন প্রায় অসহিষ্ণু তখনই আহ্বান এল। মহিলা তাকে ভেতরে আসতে বলল। সাজানো টেবিল-চেয়ার দেখে বোঝা যায় এটাই বসবার ঘর। অনিমেষ তার একটায় বসতে গিয়ে দেখল সেখানে ধুলো পুরু হয়ে আছে। অনেক দিন কারও হাত পড়েনি এখানে। বৃদ্ধা বলল, 'দিদিমণি এখানে আসতে পারবে না।' তারপর একটু উদাসী গলায় জানাল, 'তেনার শরীর খারাপ।'

অনিমেষের নজর বাইরের দরজার দিকে ছিল, শেষ কথাটা শুনে খুব হতাশ হল সে। শীলা সেন যদি অসুস্থ হন তা হলে ভেতরে আসতে অনুমতি দিলেন কেন? এই বাড়িতে কি আর লোকজন নেই? কেমন চুপচাপ চারধার। অনিমেষ বলল, 'আমি কি ওঁকে দেখতে যেতে পারি?'

'সে-কথাই তো বলল। আমার সঙ্গে আসুন।'

মাঝখানে একটা অবিন্যস্ত ঘর। কিছু পুরনো দিনের আসবাব। ঘরটা পেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে অনিমেষের মনে হল কেউ যেন কোনার ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। কিন্তু তার শরীর এত ক্ষীণ যে অস্তিত্ব বোঝার আগেই সে তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করল।

এমন ঝকঝকে তকতকে ঘর অনিমেষ কখনও দেখেনি। এই বাড়ির চরিত্রের সঙ্গে এই ঘর একদম মানায় না। বৃদ্ধা একটা সোফা দেখিয়ে বসতে বলে অন্য ঘরে চলে গেল। ঘরে কেউ নেই। কোনার দিকে সুন্দর সাজানো বিছানা। বিছানার পাশে একটা স্ট্যান্ডে টেলিফোন। ঘরের সমস্ত দেওয়াল এবং ছাদ প্লাস্টিক রং করা। দেওয়ালের গায়ে লম্বা রঙিন কাবার্ড। এমনকী ঘরের মেঝেতেও রঙিন টাইল সাজানো। এই ঘরের মালিকের শৌখিন মেজাজ এক পলকেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। অনিমেষ সোফায় বসতে যাচ্ছিল এমন সময় পাশের একটা দরজা খুলে গেল। হাউসকোট পরে যিনি ঢুকলেন তাঁকে দেখে চমকে উঠল অনিমেষ। সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানে একটি মানুষের চেহারা কি এত দ্রুত পালটে যেতে পারে? অনিমেষ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

www.MurchOna.com

'কী খবর! এতদিনে মনে পড়ল ? ওমা! এ যে দেখছি সোমথ পুরুষ হয়ে গেছ!' শীলা সেন হাসলেন।

অনিমেষ খুব কষ্টে চোখ খোলা রাখছিল। এ কাকে দেখছে সে! হাউসকোটের আড়ালে যে বিশাল শরীরটা পায়ে পায়ে হেঁটে খাটের দিকে এগোচ্ছে তার সঙ্গে খন্দোটোর বন্ধু শীলা সেনের কোনও মিল নেই। মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা, চোখে গগল্‌স্। মুখে যেন থোকা থোকা মাংস কেউ ছুড়ে মেরেছে। বীভৎস একটা মাংসের পিণ্ড হয়ে শীলা সেন খাটে বসলেন। বসে আবার হাসলেন, 'আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে উঠেছ ?' মুখের ওপর বাড়তি মাংসের মাঝে পোড়া ভাঁজ হাসিটাকে করুণ করে তুলছিল।

এই সামান্য বয়সে অনিমেষ মানুষের অনেক রকম মুখ দেখেছে। তিস্তার বুকে নৌকোয় বসে অথবা সেই বন্যার সময় রিলিফ দিতে কুষ্ঠরোগীদের গ্রামে গিয়ে অনেক গলিত বিকৃত মুখ তাকে দেখতে হয়েছে। সে সব স্মৃতির আর বুকের মধ্যে কোনও ভয়ঙ্কর ছাপ নিয়ে বেঁচে নেই। কিন্তু এই মুখ তাকে এমন নাড়া দিল যে অনিমেষ চোখ বন্ধ করতে পারলে বড় আরাম পেত।

'কী হয়েছে আপনার ?' নিজের কণ্ঠস্বর অচেনা ঠেকল অনিমেষের।

'ও কিছু না। তুমি কেমন আছ ?'

'আমি ভালই! কিন্তু —।'

'হঠাৎ কী মনে করে ?'

'এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম —।'

'কী করছ এখন ? পড়াশুনা শেষ হয়েছে ?'

'না। বোধহয় শেষ হবে না।'

'সেকী ! কেন ?'

'সে অনেক কথা। কিন্তু আপনার এ অবস্থা কেন ?'

'সেও অনেক কথা।' বলে হাসলেন শীলা সেন। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হতেই অনিমেষ চমকে উঠল। শীলা সেন বললেন, 'আবার কে এল!'

কয়েক মুহূর্ত বাদেই সেই মহিলা দরজায় এল। ঘরে ঢুকে সোজা শীলা সেনের কানের কাছে মুখ রেখে কিছু বলল। ওই বিকট শরীর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন শীলা সেন, 'সেকী! এখন পুলিশ কেন ? দরজা খুলেছিস ?'

'না, ফুটো দিয়ে দেখলাম।' বৃদ্ধার কথা শেষ না হতেই বাইরে শব্দ হল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার উঠে দাঁড়ালেন শীলা সেন। অনিমেষ তখন মাথা নামিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। সেদিকে তাকিয়ে শীলা সেন বললেন, 'আমাকে নিয়ে চল, আমি কথা বলব।'

'তুমি আবার যাবে কেন —।'

'আঃ, যা বলছি তাই কর।' শীলা সেন ধমক দিলেন। মহিলা ওঁর হাত ধরলে শীলা সেন পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগলেন বাইরের ঘরের উদ্দেশে। কিন্তু হাঁটতে যে ওঁর কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওঁরা ঘরের বাইরে যাওয়ামাত্র অনিমেষ চট করে উঠে দাঁড়াল।

এখন থেকে অবিলম্বে পালানো দরকার। পুলিশ নিশ্চয়ই এই ফ্ল্যাট সার্চ করবে এখন। সে সাজানো ঘরটার চারপাশে চোখ বোলাল। এই ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বের হবার আর কোনও দরজা আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। বাথরুমের দরজা খুলে সে তার ভেতরে একটা ছোট জানলা দেখতে পেল। জানলাতে কোনও গরাদ নেই কিন্তু এখান থেকে লাফিয়ে নীচে নামা তার পক্ষে অসম্ভব। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো অসহায় লাগছিল অনিমেষের। এ রকম বোকার মতো ধরা দেওয়ার চেয়ে ওই জানলা দিয়ে একবার চেষ্টা করলে কেমন হয়! সে জানলা দিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকটা জরিপ করল। জানালার অনেক নীচে একটা পাইপ দেওয়াল বেয়ে নেমে গেছে। সেটা হাতের নাগালে পেলে একটা চেষ্টা করা যায়। তবে তার আগে বাথরুমের ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে হবে কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যে।

দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভেতরে গলা পেল অনিমেষ। শীলা সেন বেশ যন্ত্রণার গলায় কথা বলছেন। সামান্য অপেক্ষা করেই সে বুঝতে পারল পুলিশ এই ঘরে আসেনি এখনও। বাড়ি সার্চ করলে তারা শীলা সেনকে এ ভাবে ছেড়ে দিত না। খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলতেই চোখে পড়ল বিছানায় বসে শীলা সেন হাঁপাচ্ছেন। তাঁর মুখ অনিমেষের দিকে ফেরানো।

www.MurchOna.com

'খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি! এলে তো একেবারে পুলিশ পেছনে নিয়ে এলে!' শীলা সেনের কণ্ঠস্বরে তারল্য নেই।

'উপায় ছিল না। তাঁরা আছেন?'

'না, ভয় নেই। নিশ্চিন্তে বসো।'

অনিমেষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শীলা সেন কীভাবে পুলিশকে কাটালেন সে জানে না, কিন্তু বীভৎস চেহারার মানুষটির কাছে সে ভীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। সোফায় বসলে শীলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমার পেছনে পুলিশ কেন?'

'সে অনেক কথা।' অনিমেষ ঠিক কী বলা উচিত ভাবছিল।

'তা তো বুঝলাম। তুমি চুরি ডাকাতি করেছ এটা তো আর ভাবতে পারছি না। কিন্তু ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম তুমি খুব ভয়ঙ্কর লোক। শুনে আমি হেসে বাঁচি না। নাক টিপলে দুধ বের হবে যার তাকে ভয়ঙ্কর বলা হচ্ছে!' শীলা সেন হাসতে চেষ্টা করতেই মুখটা আরও বীভৎস হয়ে গেল। এতক্ষণে এই দৃশ্য অনিমেষের সয়ে গেছে। অনিমেষ বলল, 'আমার কিন্তু যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'তাই নাকি। সত্যি?'

ওঁর বলার ধরনে অনিমেষ এবার মজা পেল। আগের শীলা সেনের সুন্দর মুখে এই ধরনের রসিকতা চমৎকার মানিয়ে যেত। এখন কণ্ঠস্বর একই থাকলেও মুখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এই মুহূর্তে শীলা সেন নিশ্চিয়ই সেই কথা ভুলে গেছেন। অনিমেষ এমন ভাব করল যেন মুখের এই বিকৃতি তারও খেয়াল নেই।

'সত্যি কথাটা বলো তো এবার। পুলিশ খুঁজছে কেন?'

'বলছি। কিন্তু কী বলে ওদের বিদায় করলেন?'

'বললাম আমার বাড়িতে কেউ আসেনি। আমি অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে থাকি। খামোকা আমার কাছে কেউ আসতেই বা যাবে কেন? যে অফিসার এসেছিলেন তিনি বোধহয় এককালে আমার খবর রাখতেন। তাই তোমার সম্পর্কে অনেক সতর্ক করে দিয়ে বিদায় হলেন। কী হয়েছে?'

শীলা সেনের শরীর থেকে চোখ সরিয়ে নিল অনিমেষ। কীভাবে এই মহিলাকে ও সব কথা বলা যায়। বললেও ইনি কিছু বুঝবেন বলে তার ভরসা হচ্ছে না। অথচ না বলে বসে থাকা শোভনীয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একজন সাধারণ মানুষকে যদি তাদের উদ্দেশ্যের কথা সে না বোঝাতে পারে তা হলে —।

'আমরা এ দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাটা মানতে পারছি না। ভেতরে ভেতরে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি দেশ জুড়ে বিপ্লবের জন্যে। বুঝতেই পারছেন যারা এখন ক্ষমতায় আছে তারা আমাদের যেমন শত্রু আমরাও তাদের। আমাদের থামিয়ে দেওয়ার জন্যেই পুলিশ পেছন নিয়েছে।' অনিমেষ কথাগুলো বলার সময় মহিলার মুখের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিল। মুখের বিকৃতির জন্যে সেখানে কী প্রতিক্রিয়া হল বোঝা গেল না।

'কাগজে তা হলে তোমাদের কথাই লিখেছে?'

'কী লিখেছে?'

'আমি তো পড়ি না, আমাকে পড়ে শোনায়। কী যেন কথাটা, হ্যাঁ, উগ্রপন্থী, তোমরা তাই?'

'উগ্রপন্থী!' অনিমেষ হেসে ফেলল, 'না। কথাটা হওয়া উচিত সঠিক পন্থী।'

'কিন্তু কীভাবে তোমরা দেশটাকে পালটাবে?'

'এদের হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে।'

'কী যে হাসির কথা বলছ!'

'কেন?'

'এদের কত পুলিশ, মিলিটারি। কত বন্দুক কামান। তোমরাই যতই দল গড়ো এদের সঙ্গে কখনও পুরো! অসম্ভব। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর আত্মহত্যা করতে যাওয়া একই ব্যাপার।'

'যে কোনও বিপ্লবের আগে এ কথাই মনে হয়। কিন্তু মানুষের মনের ভেতর যদি আগুন থাকে তা হলে বাইরের কোনও শক্তিই তাকে নিভিয়ে দিতে পারে না। জনসাধারণ

পরিবর্তন চাইলে তা হতে বাধ্য।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন শীলা সেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তার মানে তোমরা একটা ভাল কাজ করতে চাইছ। বেশ, করো।'

www.MurchOna.com

'আপনি আমার খুব উপকার করলেন আজ।'

'না জেনে করেছি। আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। ওমা, দেখো, তখন থেকে শুধু বকবক করছি অথচ—।' খাটের পাশে রাখা একটা বোতামে চাপ দিতেই ভেতরে কোথাও আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল সেই মহিলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন, 'হ্যাঁরে, তোরও কি বোধবুদ্ধি লোপ পেল! চা খাবার নিয়ে আয়।'

অনিমেষ বাধা দিল, 'না না, এখন কিছু খাব না। অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার চলি।'

'যাবে, কোথায় যাবে?'

'মানে?'

'আজ রাত্রে তোমার এখান থেকে বের হওয়া উচিত নয়। পুলিশ যে সামনের রাস্তায় নেই তা কে বলতে পারে।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু আবার কী। এখন তো আর হোস্টেলেও ফিরে যাওয়া চলবে না। কোথায় আছ এখন?'

'এতদিন হোস্টেলেই ছিলাম, আজ রাত থেকে অনিশ্চিত।'

'তোমার বাড়ির লোক জানে?'

'জানি না।'

'তোমাদের তো চা-বাগান ছিল।'

'কস্মিনকালেও নয়। আমার বাবা চা বাগানে কাজ করেন।'

'ওঁরা তো কেউ কলকাতায় নেই!'

'না।'

'তা হলে আর ওঠার জন্যে ছটফট করছ কেন? কাউকে যদি খবর দেবার থাকে কিছু তা হলে টেলিফোনে দিয়ে দাও।' খাটের উলটো দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন শীলা সেন।

টেলিফোনটা এতক্ষণ নির্জীব ছিল কিংবা কাঠের বাক্স-বন্দি থাকায় অনিমেষের চোখে পড়েনি। এখন সেটা নজরে আসতেই হুড়মুড় করে নানা চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ল। কাল যদি উত্তরবাংলায় চলে যেতেই হয় তা হলে আজই মাধবীলতার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু এত রাত্রে ওর হোস্টেলে গিয়ে দেখা পাওয়ার বোধহয় সম্ভাবনা নেই। হয়তো জরুরি বললে টেলিফোনে ডেকে দিতে পারে। অনিমেষ উঠে শীলা সেনের খাটটা ঘুরে টেলিফোনের পাশে এসে দাঁড়াল।

ও পাশে রিং হচ্ছিল। অনিমেষ রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে শীলা সেনের দিকে আড় চোখে তাকাল। একটা সাদা পাথর কেটেকুটে মানুষের আদল আনা হয়েছে মাত্র, এখনও মুখ নাক চোখ স্পষ্ট হয়নি এরকম একটা ছবি মনে পড়ল। এতক্ষণে সে নিশ্চিত, মহিলা চোখে দেখতে পান না বা পেলেও তা অতি সামান্য।

'হ্যালো!' ও পাশে গলা শুনতে পেল সে। মনে হয় সেই সুপারের গলা, ঈষৎ চিন্তিত এবং কিছুটা বিরক্ত।

'হ্যালো!' নিজেকে জানান দিয়ে নম্বরটা মিলিয়ে নিল অনিমেষ।

'কে বলছেন?'

'আমি অনিমেষ মিত্র। আপনার একজন বোর্ডার মাধবীলতার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।' অনিমেষ নামটা বলবার সময় শীলা সেনের দিকে তাকাল। না, সেখানে কোনও রকম কৌতূহলের প্রকাশ নেই।

'মাপ করবেন, এত রাত্রে কাউকে ডেকে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি কাল সকাল সাতটার পর টেলিফোন করবেন। আচ্ছা—।' ভদ্রমহিলার কাঠ কাঠ গলা শেষের দিকে নীচে নেমে এল। উনি বোধহয় রিসিভার নামিয়ে রাখছেন ভেবে অনিমেষ তড়িঘড়ি অনুনয় করল, 'শুনুন, প্লিজ, আমি জানি এত রাত্রে টেলিফোন করা উচিত নয় কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হচ্ছে। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি। এখন না জানালে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কয়েক পলক নীরবতা, তারপর মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম আর একবার বলুন।'

'অনিমেষ মিত্র।'

'একটু ধরুন!' ও পাশে রিসিভার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার শব্দ হল। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার যন্ত্রণায় কাটল অনিমেষের। এ ঘরেও কোনও শব্দ নেই। শীলা সেনের শরীর একই ভঙ্গিমায় খাটের ওপর বসে রয়েছে।

www.MurchOna.com

ও পাশে গলা বাজল, 'দেখুন, এত রাত্রে আমরা টেলিফোন অ্যাটেন্ড করতে চাই না। তবে আপনার নাম ওর ফর্মে আছে বলে,—আর একটু ধরুন আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল অনিমেষের। যাক, ফাঁড়া তা হলে কাটল। আজব মহিলা বটে। ফর্ম ভেরি ফিকেশন করে তবে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

একটু বাদেই মাধবীলতার গলা শুনল সে। গলায় প্রচণ্ড উদ্বেগ, 'হ্যালো!'

'আমি বলছি।' অনিমেষ মৃদু হাসল।

'কী ব্যাপার?' মাধবীলতা আরও অবাক।

'খুব জরুরি বলে করতে হল। তোমার অসুবিধে হল না তো?'

'সে ঠিক আছে। কী হয়েছে?'

'আমাকে নর্থ বেঙ্গলে চলে যেতে হচ্ছে।'

'নর্থ বেঙ্গল?'

'তোমাকে সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম।'

'ও। কিন্তু এখনই—!'

'কলকাতায় থাকা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।'

'কোত্থেকে বলছ?'

অনিমেষ আর একবার শীলা সেনের দিকে তাকাল। প্রতিক্রিয়া কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অনিমেষ জবাব দিল, 'একজনের বাড়ি থেকে। আজ এখানে থাকতে হবে, বাইরে পুলিশ ঘুরছে।'

'কখন যাবে?'

'কালই।'

'যাওয়ার আগে দেখা হবে না!'

'জানি না, হয়তো নয়। তোমার কাছে আমার জিনিসপত্র কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে, সেগুলো রেখে দিয়ো।'

'আচ্ছা।'

'আর শোনো, পুলিশ যদি তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্রেফ অস্বীকার করবে। ওরা যে যাবেই তা বলছি না, তবে যদি যায়—।'

'ওসব চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কী করে হয়ে গেল—?'

'হয়ে গেল, কেন হল জানি না।'

'আমি কি তোমার কাছে যাব?'

'কখন?'

'এখন।'

'এত রাত্রে?'

'এমন কিছু রাত হয়নি। তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'উঁহু। এখন এলে পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করবে। তা ছাড়া হোস্টেলে তোমাকে থাকতে হবে।'

হঠাৎ শীলা সেনের গলা কানে ভেসে এল, 'ওকে কাল ভোরে আসতে বলো। তা হলে তোমার পক্ষে এখান থেকে বেরুনো সহজ হবে।'

অনিমেষ চমকে ওঁর দিকে তাকাল। উনি যে এতক্ষণ তার কথা শুনছিলেন বোঝা যায়নি। কার সঙ্গে সে টেলিফোনে কথা বলছে অনিমেষ না জানানো সত্ত্বেও কী করে অনুমান করলেন?

ও পাশে মাধবীলতা চুপ করে ছিল। অনিমেষ বলল, 'অবশ্য তুমি যদি ঝুঁকি নিতে পারো তা হলে কাল যত তাড়াতাড়ি পারো ভোরেই চলে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মাধবীলতা। অনিমেষ তাকে শীলা সেনের বাড়ির ঠিকানা এমন করে বুঝিয়ে দিল যাতে পথে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে সামনে আসতেই শীলা সেন বললেন, 'এখানে উঠে বসো আরাম করে।' হাত দিয়ে খাটের একটা ধার দেখিয়ে দিলেন।

সেই সময় পেছনে পায়ের শব্দ হল। অনিমেষ তাকিয়ে দেখল একটা ট্রেতে ওমলেট আর চা নিয়ে এসেছে সেই মহিলাটি। ছোট একটা টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রাখতেই শীলা সেন বললেন, 'খাবার এনেছিস? কী দিলি?'

'ওমলেট।'

www.MurchOna.com

'শুধু ওমলেট ? একটু মিষ্টি আনতে পারলি না ?'
'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন ?' অনিমেষ প্রতিবাদ করল।
'ওগুলো খেয়ে নাও।'
খিদে পেয়েছিল খুব। অনিমেষ ইতস্তত করল না।
খাওয়া হয়ে গেলে শীলা সেন হাসলেন, 'মেয়েটি কে ?'
'আমার সহপাঠিনী।'
'উঁহু।'
'তা হলে ?'
'আরও বেশি, অনেক বেশি। তা না হলে এই রাত্রে সে আসতে চাইত না।'
অনিমেষ কথা বলল না। অবাক হয়ে মহিলার বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এমন করে দেখতে বোধহয় একমাত্র মেয়েরাই পারে।
শীলা সেন আবার বললেন, 'তোমার এ সব কথা সে পরিষ্কার জানে ?'
'নিশ্চয়ই।'
'তবু সে ভালবেসেছে, না ?' দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট টের পেল অনিমেষ। শীলা সেনের মুখ এখন সামান্য ঝুলে পড়েছে। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ আর পারল না। খুব নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এরকম অবস্থা কী করে হল ?'
দ্রুত মাথা তুললেন শীলা সেন, 'কী রকম অবস্থা! খুব খারাপ লাগছে দেখতে, তাই না ? শুনেছি আমাকে একবার দেখলে অনেকে রাত্রে ঘুমুতে পারে না। তোমারও সেরকম হতে পারে।'
'আপনি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।'
হঠাৎ খুব ক্লান্ত দেখাল শীলা সেনকে। ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর কেমন অসাড় গলায় বললেন, 'পাশের ঘরে যে লোকটা রয়েছে তাকে দেখেছ ?'
অনিমেষ স্মরণ করতে পারল। অত্যন্ত রোগা একটি মানুষকে এক পলকের জন্যে দেখেছিল সে। মুখ মনে নেই, লক্ষও করেনি।
'হ্যাঁ, একজন ছিলেন। কে উনি ?'
'আমার স্বামী, পতিদেবতা।'
'ও।'
'আমার শরীরের এই কারুকার্য ওঁরই কীর্তি।'
'সে কী!' আঁতকে উঠল অনিমেষ।
'অবাক হচ্ছ কেন ? উনি স্বচ্ছন্দে এক বোতল অ্যাসিড আমার ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন, একটুও হাত কাঁপেনি। এখনও স্বচ্ছন্দে ওই ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটান।'
'কিন্তু কেন ?'
'পুরুষ মানুষ তাই।'
'এ কী বলছেন ?'
'কিছু মনে কোরো না, তোমরা চাও মেয়েরা তোমাদের জন্যে প্রাণ ঢেলে সব কিছু করবে কিন্তু তাদের যদি সামান্য বিচ্যুতি ঘটে তোমরা সহ্য করবে না।'
'তাই বলে সবাইকে একরকম ভাবা ঠিক নয়।'
'আমি তো দেখলাম না। যারা আমাকে পয়সা দিত, জানত শুধু পয়সার সম্পর্ক, তারাও দেখতাম অধিকারের থাবা বসাত। ঘেন্না ধরে গেছে।'
'তা হলে আমাকে আশ্রয় দিলেন কেন ?'
চমকে উঠলেন শীলা সেন, 'তুমি ? কী বলছ ?'
'আমিও তো পুরুষ মানুষ!'
'হয়তো, কিন্তু আমার কাছে তুমি ছোট ভাই। যেদিন তোমাকে প্রথম ট্যাক্সিতে দেখি সেদিনই মনটা কেমন করে উঠেছিল। তোমাকে আমি পুরুষ মানুষ বলে ভাবব কী করে! যে ভাববে—যাকে ফোন করলে দেখছ না তার দুরবস্থা!'
'আপনি যার কথা বলছেন সে আমাকে ভালবাসে!'
'তাই তো মরে! মেয়েদের কাছে ভালবাসার চেয়ে বড় মরণ আর কিছু নেই ভাই। সব চলে যাচ্ছে জেনেও অন্ধ হয়ে থাকতে হয়।'

www.MurchOna.com

কথাগুলো অনিমেষের ভাল লাগছিল না। এ সব শরৎচন্দ্রীয় কথাবার্তা এ যুগে অচল হয়ে গেছে। এখন মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী। কিন্তু এ নিয়ে শীলা সেনের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে প্রসঙ্গে ফিরে এর, 'ওঁর আক্রোশের কারণ কী?'

'জলে নামো ক্ষতি নেই, খবরদার চুল ভিজিয়ো না। আচ্ছা, আমাকে যখন প্রথম দেখলে তোমার খারাপ লাগেনি তখন?'

'ঠিক খারাপ নয়—।'

'লজ্জা করছ কেন? সত্যি কথা বলো। একটা বাঙালি মেয়ে অচেনা নিগ্রো ছেলের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে ফিরছে, আমাদের সমাজে তা কখনও সম্ভব? হ্যাঁ, অভাবে পড়ে আমি ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম। ওঁরই বন্ধু ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজে কোনওদিন চাকরি-বাকরি করেননি, ব্যবসা ছিল, সেটা ডুবে গেলে আমাকে পাঠালেন বন্ধুর সঙ্গে। চেহারা ছাড়া আমার কোনও গুণ ছিল না। তা লোকেই বা ছাড়বে কেন? এই চেহারাটাকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে পয়সা পাচ্ছিলাম। একটু ছোঁয়া একটু হাসিতেই কাজ হত প্রথম প্রথম। কিন্তু সব কিছুর তো সীমা আছে। লোভ বড় খারাপ জিনিস। একবার মাথা তুললে আকাশছোঁয়া হয়। আমার এই পাশ কাটানো লোকে শুনবে কেন? শরীর দিতে হল। উনি সব জেনেশুনে ন্যাকা সেজে বসেছিলেন। টাকায় ভেসে যেতে লাগল। কোনওদিন জিজ্ঞাসা করেননি, নিষেধ করেননি। কিন্তু এ সব করতে করতে আমি ডুবলাম। প্রেমে পড়ে গেলাম একজনের। সে সব জেনেশুনে আমায় নিল। প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা আমার তখন। আর একবার যখন প্রেমে পড়েছি তখন আর অন্য পাঁক গাঁটতে ইচ্ছে করে?'

হাসলেন শীলা সেন, 'তোমার জাতভাই এতদিন কিন্তু কিছু বলেননি। যেই দেখলেন আমার মন অন্যরকম হয়েছে তখনই শাসন শুরু করলেন। কিন্তু তখন আমি নিষেধ শুনব কেন? পরিণতি তো চোখের ওপর দেখছ।'

'এ তো খুন করার চেষ্টা!'

'তাই তো।'

'পুলিশ কিছু বলেনি?'

'বলতে চেয়েছিল, আমি দিইনি।'

'কেন?'

'আমার জীবনে এত নোংরা ছড়ানো যে পুলিশ আমাকে খারাপ মেয়ে বলে প্রচার করতেই পারত। জ্ঞান হলে, এই চেহারায় ফিরলে যখন কেস উঠল তখন মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছিলাম। কোর্টে গেলে সত্যি কথাটা বলে লোকটাকে জেলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আমার কী হত? এই অবস্থায় যখন সারাজীবন বেঁচে থাকতে হবে তখন একটা আশ্রয় চাই। নিজের হাতে কেউ নিজের সর্বনাশ করে?'

'কিন্তু এত বড় অন্যায় করে উনি শাস্তি পাবেন না?'

'কে বলল পাবে না। কেঁচোর মতো কুঁকড়ে আছে সারাক্ষণ। হাসপাতালে আমার পা ধরে প্রাণ ভিক্ষে চেয়েছে। এ বাড়ি থেকে ওর বেরুনো নিষেধ। মজা কী জানো, আমার শরীরের পোড়া ঘা যত শুকিয়ে এল তত ওর শরীর ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে যেতে লাগল। এখন ওই ইজিচেয়ার আর বাথরুম এইটুকু হাঁটতেই ওর প্রাণ বেরিয়ে যায়।'

'আপনার দৃষ্টিশক্তি—'

'একটায় নেই, অন্যটায় এত কম যে দেখতে ইচ্ছে করে না। চোখ বুজেই থাকি।'

'অপারেশন করার কথা ভাবছেন না?'

'শিশির জানে সে সব। আমাকে নাকি অনেকবার অপারেশন টেবিলে গিয়ে শুতে হবে। প্লাস্টিক সার্জারি না কী যেন বলে—। তারপর চোখ।'

'শিশির কে?'

হাসলেন শীলা সেন, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ। রূপ চলে যাওয়া সে একরকম, কিন্তু এরকম বীভৎস চেহারার মেয়ের কাছে যে পুরুষ আসে, চিন্তা করো, সে আমার কে হতে পারে? শিশিরের জন্যেই তো উনি অ্যাসিড ঢেলেছিলেন। আমি অনেক আপত্তি করেছি কিন্তু কিছুতেই শুনছে না শিশির। আবার আমাকে কেটেছেঁটে সুন্দর করতে চায়। কী জ্বালা বলো!'

কথা বলার ভঙ্গিতে এমন আদুরেপনা ছিল যে অনিমেষ হেসে ফেলল শব্দ করে। শীলা সেন বললেন, 'কী হল?'

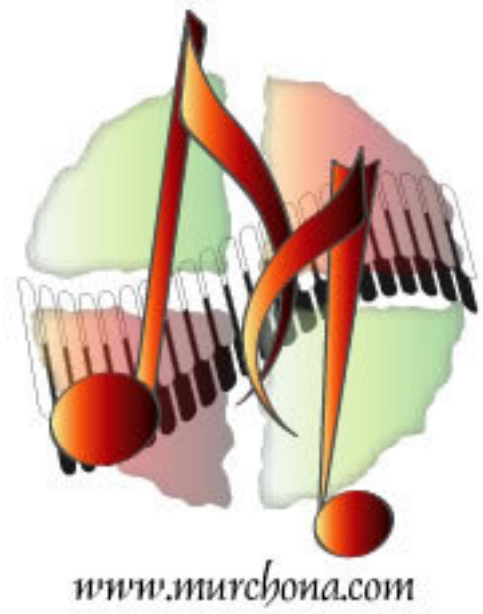

Kaalbela by Somoresh Majumder

[Part.2]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com